চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 60 Monday, 30 January, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ৬০ সংখ্যা ✱ ১৫ মাঘ, ১৪২৯, সোমবার, ৩০ জানুয়ারি, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

প্রথমবার বিশ্বজয়ী ভারতীয় মহিলা ব্রিগেড

ইংল্যান্ড-৬৮ (রিয়ানা ১৯, তিতাস ২৬, পার্শভি ২১৩)
ভারত- ৬৯ / ৩ (সৌম্যা ২৪ , তৃষা ২৪)

২৯ জানুয়ারি ঃ ইতিহাস গড়ল ভারতের অনূর্ধ্ব ১৯ মহিলা দল। প্রথম দল হিসাবে অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ জিতল শেফালি ভার্মার ব্রিগেড। ফাইনালে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ট্রফি জিতল ভারত। মাত্র ৬৮ রানে প্রতিপক্ষকে অলআউট করে দেন ভারতীয় বোলাররা। জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান সহজেই তুলে ফেলেন সৌম্যা তিওয়ারিরা। ভারতের সিনিয়র মহিলা দল আজ পর্যন্ত বিশ্বকাপ জয়ের আনন্দ পায়নি। কিন্তু প্রথমবার বিশ্বকাপে সুযোগ পেয়েই বাজিমাত করল ভারতের মেয়েরা। প্রথমবার অনূর্ধ্ব-১৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়োজন করেছে আইসিসি। টুর্নামেন্টের প্রথম বছরেই সেরার শিরোপা পেল ভারত। প্রথম ম্যাচ থেকেই দাপট দেখিয়ে একের পর এক ম্যাচে প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দিয়েছিল ভারত। মাত্র একটি ম্যাচে শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হেরেছিল শেফালি ভার্মার দল। তবে সেই ধাক্কা সামলে সেমিফাইনালে নিউজল্যান্ডকে উড়িয়ে দেয় ভারতের অনূর্ধ্ব ১৯ মেয়েরা। গোটা টুর্নামেন্টে অপরাজেয় ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ট্রফি জয়ের যুদ্ধে নামেন রিচা ঘোষরা। ফাইনালের আগের দিন ভারতীয় শিবিরকে পেপটক দিতে হাজির হন অলিম্পিকে সোনাজয়ী নীরজ চোপড়া। তাঁর সামনেই ট্রফি জয়ের শপথ নেন দলের অধিনায়ক শেফালি। রবিবার খেলতে নেমে বিপক্ষকে গুঁড়িয়ে দেন তাঁর বোলাররা। একদিকে কৃপণ বোলিংয়ের পাশাপাশি লাগাতার উইকেট তুলতে থাকেন তিতাসরা। মাত্র ৬ রান দিয়ে টপ অর্ডারের দুই উইকেট তুলে নেন তিতাস সাধু। গত ম্যাচের সেরা পার্শভি চোপড়া এদিনও মাত্র ১৩ রানে দু'টি উইকেট নেন। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে উইকেট পান সকলেই। ১৭.১ ওভারেই অলআউট হয়ে যায় ইংল্যান্ড। মাত্র ৬৯ রানের সহজ টার্গেট তাড়া করতে গিয়ে শুরুতেই শেফালির উইকেট হারায় ভারত। এক ওভার পরেই ফর্মে থাকা ওপেনার শ্বেতা শেরাওয়াত আউট হয়ে যান। ২২ রানের মধ্যে দুই উইকেট হারিয়ে আচমকাই চাপে পড়ে যায় ভারত। মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভারতকে ম্যাচে ফেরান সৌম্যা তিওয়ারি ও গোংগাড়ি তৃষা। ১৪ ওভারেই জয়ের রান তুলে ফেলে শেফালি ব্রিগেড। মহিলাদের ক্রিকেটে প্রথমবার বিশ্বজয়ের স্বাদ পেল ভারত। ৭ উইকেটে জয়ী হয়েছে ভারতীয় মহিলা ব্রিগেড। স্রজ যা ইতিহাস হয়ে রইল।

সকালে দক্ষিণেশ্বরে, বিকেলে মাদার হাউসে সস্ত্রীক রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি ঃ রবিবার সকালে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রীও। মন্দিরে এসে তাঁরা পুজো দেন। ভবতারিণী মন্দির এবং পাশের রাধামাধব মন্দির ঘুরে দেখেন। রাজ্যপালের এই দক্ষিণেশ্বর সফরের তত্ত্বাবধানে ছিলেন মন্দিরের অছি পরিষদের সদস্য কুশল চৌধুরী। গত নভেম্বর মাসে এ রাজ্যের রাজ্যপাল হওয়ার পর এই প্রথম দক্ষিণেশ্বরে এলেন মিঃ বোস। তার আগে কর্মসূত্রে কলকাতায় থাকার সময়েও তিনি এই মন্দিরে এসেছেন বলে জানিয়েছেন ঘনিষ্ঠমহলে। মন্দির চত্বর ঘুরে দেখে তিনি খুশি হয়েছেন বলে জানিয়েছেন মন্দির কর্তৃপক্ষ। রবিবার বিকেলেই রাজ্যপালের মাদার হাউস যান। সেখানে গিয়ে তিনি মাদার টেরিজার সমাধিস্থলে যান এবং পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। রাজভবন সূত্রের জানতে পারা গিয়েছে, বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ মাদার হাউসে পৌঁছান মিঃ বোস। বাংলা সম্পর্কে নিজের ভালবাসা এবং আগ্রহের কথা জানিয়েছেন বোস।

আজ ৪৬তম কলকাতা বইমেলার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি ঃ রাত পোহালেই শুরু হতে চলেছে কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা। প্রতিবছরের মত এই বছরও বইমেলা নিয়ে উত্তেজনার শেষ নেই বই প্রেমীদের। তবে প্রতিবারের তুলনায় চলতি বছর ছোট প্রকাশকের সংখ্যা বেশি বই মেলায়। ৪৬তম কলকাতা বইমেলার উদ্বোধন হবে ৩০ জানুয়ারি। উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বয়স্ক মানুষদের বই দেওয়া হবে। এছাড়াও বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের,পথ শিশুদের বাসে করে নিয়ে এসে বই দেওয়া হবে। কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা ৩১ জানুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। যেহেতু চলতি বছর সুকুমার রায়ের জনপ্রিয় গ্রন্থ 'আবোল-তাবোল'-র ১০০ বছর তাই প্রবীণ নাগরিক, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু সহ ছোটদের বিনামূল্যে ২০ হাজার বই উপহার দেবে আয়োজক কমিটি। এবারের বইমেলায় ৬৮ জন নতুন প্রকাশকের স্টলের পরিমাপ ৫০ স্কোয়ার ফিটেরও কম। এমনকি ২৭৬ জন রয়েছেন যাঁদের স্টলের মাপ ১০০ স্কোয়ারফিট।

মামলার হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর, সপাট জবাব তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি ঃ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক নিয়েও আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার মুখ্যসচিবকে নিশানা করে টুইটারে তোপ দাগেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারি। তিনি সরাসরি প্রশ্ন তোলেন, কেন শুধু ডায়মন্ড হারবারে বৈঠক হল, রাজ্যের বাকি ৪১ সংসদীয় এলাকায় পর্যালোচনা বৈঠক হল না কেন? এরপরই বিজেপি বিধায়কের হুঁশিয়ারি, ২ সপ্তাহের মধ্যে সাংসদদের নেতৃত্বে অন্যান্য জেলার জেলাশাসকরা পর্যালোচনা বৈঠকের আয়োজন না করেন, তাহলেই আদালতে জনস্বার্থ মামলা করা হবে। এর পরেই তৃণমূল কংগ্রেস তরফে রাজ্যের বিরোধী দলনেতাকে পালটা জবাব দেওয়া হয়। তৃণমূলের দাবি, অভিষেক যা করেছেন তা দেশের কাছে রোল মডেল হতে পারে। কিন্তু বিজেপি তো ভোটপাখি, তারা এসব করবে না। ঘটনার সমস্যার সূত্রপাত শনিবার। নিজের সংসদীয় এলাকার প্রশাসনিক কাজকর্মের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে পর্যালোচনা বা রিভিউ বৈঠক করেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। এরপরই অভিষেকের এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তোলে বিজেপি। সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূল সাংসদকে নিশানা করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে গণতন্ত্র নয়, স্বৈরতন্ত্র চলছে। এমনকী, আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন তিনি। রবিবার টুইটারে একাধিক নথি তুলে রাজ্যের মুখ্যসচিবের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন শুভেন্দু অধিকারী।টুইটারে শুভেন্দু প্রশ্ন তোলেন, গত ৪ বছরে রাজ্যের কোনও লোকসভাতে সাংসদদের নেতৃত্বে পর্যালোচনা বৈঠকের আয়োজন করা হয়নি। কেন শনিবার শুধুমাত্র ডায়মন্ড হারবারে রিভিউ মিটিং করা হল? বাকি ৪১টি লোকসভা কেন্দ্রে কেন এই বৈঠক হল না? মুখ্যসচিবকে নিশানা করে বিরোধী দলনেতা লেখেন, আমি আশা করি, বাকি ৪১টি লোকসভা কেন্দ্রেও জেলা শাসকরা পর্যালোচনা বৈঠকের ব্যবস্থা করবেন। দু'সপ্তাহে অপেক্ষা করব, না হলে আদালতে জনস্বার্থ মামলা করব। রাজে্যর বিরোধী দলনেতার আরও সংযোজন, বৈঠক আয়োজন না হলে, আপনার (মুখ্যসচিব) পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণের জন্য আদালতে জবাব দিতে তৈরি থাকুন। শুভেন্দুরে পালটা দিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন। তাঁর কথায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ডায়মন্ড হারবারে যা করেছেন তা দেশের কাছে রোল মডেল।

চিকিৎসকদের চেষ্টা ব্যর্থ, পুলিশকর্মীর গুলিতে মৃত্যু ওড়িশার স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

কটক, ২৯ জানুয়ারি ঃ গুলিতে জখম হয়ে বেশ কয়েকঘণ্টা জীবনযুদ্ধ চালিয়েও ব্যর্থ ওড়িশার স্বাস্থ্যমন্ত্রী নব কিশোর দাস। রবিবার সন্ধেবেলা হাসপাতালের তরফে তাঁর মৃত্যু সংবাদ জানানো হয়েছে। এদিন দুপুরে ব্রজরাজনগরে মন্ত্রীকে লক্ষ্য করে গুলি চলে। মন্ত্রীর বুকে গুলি লেগেছে বলে জানা গিয়েছে। অভিযুক্ত হিসেবে নাম উঠে আসে অ্যাসিস্ট্যান্ট সাবইন্সপেক্টর গোপাল দাসের। মন্ত্রীকে তড়িঘড়ি বিমানে উড়িয়ে আনা হয় ভুবনেশ্বরে। বেসরকারি এক হাসপাতালে ভরতি করা হয়। কয়েকঘণ্টা জীবনযুদ্ধের পর সন্ধেবেলা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্রজরাজনগরেরই গান্ধী চকে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন মন্ত্রী। সেখানে গাড়ি থেকে নামতেই তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালান অভিযুক্ত এএসআই গোপাল দাস। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ওই এএসআইকে। এদিকে, অভিযুক্তের স্ত্রীর দাবি, মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন পুলিশকর্মী। এএসআইয়ের স্ত্রী জয়ন্তী দাস বলেন, আমি জানতাম না ঠিক কী ঘটেছে। বাড়িতে ছিলাম। সকালে ভিডিও

কলে মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছিল স্বামী। এর পরেই তিনি জানান, গত সাত আট বছর হল মানসিক অসুস্থতার কারণে চিকিৎসা চলছিল গোপালের। তবে ওষুধ খেলে সুস্থ থাকতেন। পাঁচ মাস আগে শেষবার বাড়ি এসেছিলেন। ঘটনার পর ব্রজরাজনগরের সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার গুপ্তেশ্বর ভোই জানান, এএসআই গোপাল দাস আচমকা সার্ভিস রিভলভার বের করে মন্ত্রী নব কিশোর দাসকে লক্ষ্য করে গুলি চালান। গুরুতর জখম মন্ত্রীকে দ্রুত জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছিলেন, মন্ত্রী গাড়ি থেকে বেরোনো মাত্র তাঁর উপর আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলা চালান পুলিশকর্মী গোপাল। এখন জানা যাচ্ছে, পর পর চার থেকে পাঁচবার গুলি চালিয়েছিলেন এএসআই। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির সামনে লুটিয়ে পড়েন মন্ত্রী। অভিযুক্ত পালানোর চেষ্টা করলেও উপস্থিত জনতা তাঁকে ধরে ফেলে। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক সতীর্থ মন্ত্রীর উপর হামলার তীব্র নিন্দা করেন। তিনি ভুবনেশ্বরে হাসপাতালে গিয়ে রাজ্যের মন্ত্রীর স্বাস্থ্যের খোঁজ নেন। এদিকে ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব নিয়েছে রাজ্য পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। পুলিশকর্মীর মানসিক অসুস্থতার কারণেই হামলা নাকি অন্য রহস্য রয়েছে, খতিয়ে দেখবে তারা। তবে মন্ত্রীর মৃত্যুতে তদন্তের কাজ আরও জটিল হল বলে মনে করা হচ্ছে।

রাহুলের যাত্রা শেষের 'সমারোহ' নিয়ে চিন্তা কংগ্রেসে

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি ঃ ভারত জোড়ো যাত্রায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল ২১টি সমমনস্ক বিরোধী দলকে। কিন্তু উপস্থিত থাকবে মোটে ১২টি দল। বাকি মোট ৯টি দল অনুপস্থিত থাকার কথা ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে । ফলে ভারত জোড়ো যাত্রার সমাপ্তি অনুষ্ঠানকে যে 'মহাসমারোহে' পরিণত করার ইচ্ছা কংগ্রেসের ছিল, সেটা আদৌ মহাসমারোহ হবে কিনা তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন । উপস্থিতির থেকে অনুপস্থিতির তালিকা ছোট হলেও অনুপস্থিত দলগুলির রাজনৈতিক 'ওজন' অনেক বেশি। আর তাতেই চিন্তা শুরু হয়ে গিয়েছে কংগ্রেসের মধ্যেই। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, রাহুলের যাত্রার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছে ১২টি দল। এদের অধিকাংশই কংগ্রেসের জোটসঙ্গী। উপস্থিত থাকবেন ডিএমকে'র প্রতিনিধি। থাকবে শরদ পওয়ারের এনসিপি, তেজস্বী যাদবের আরজেডি, উদ্ধব ঠাকরের সেনা, নীতীশ কুমারের জেডিইউ, শিবু সোরেনের ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা, আবদুল্লাহদের ন্যাশনাল

কনফারেন্স এবং মেহবুবা মুফতির পিডিপি। এছাড়াও থাকছে সিপিআই, সিপিএম, ভিসিকে, কেরালা কংগ্রেসের মতো ছোট দলগুলি। এবার আসা যাক না থাকার তালিকায়। যে দলগুলিকে আমন্ত্রণ জানানোর কথা কংগ্রেসের তরফে জানানো হয়েছে, সেই দলগুলির মধ্যে ভারত জোড়ো যাত্রার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সবচেয়ে বড় অনুপস্থিতি হল তৃণমূল কংগ্রেস। এরাজ্যের শাসকদল কংগ্রেসের সঙ্গে একমঞ্চে থাকতে নারাজ। অন্য বড় দলগুলির মধ্যে অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি, মায়াবতীর বিএসপি, চন্দ্রবাবু নায়ডুর টিডিপিও থাকছে না ভারত জোড়ো'র সমাপ্তি অনুষ্ঠানে। আর আম আদমি পার্টি, কেসিআরের তেলেগু দেশম পার্টিকে তো আমন্ত্রণই জানানো হয়নি। সব মিলিয়ে ভারত জোড়ো যাত্রার সমাপ্তি অনুষ্ঠানকে যে বিরোধী ঐক্যের বিরাট মঞ্চ হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা কংগ্রেস করছিল, সেটা হচ্ছে না। উলটে একাধিক বড় দলের প্রত্যাখ্যান হাতের ভাবমূর্তিতে ধাক্কা দেবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। যদিও কংগ্রেসের স্বস্তি অন্তত নিজেদের জোটসঙ্গীদের সবাইকে একসঙ্গে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে হাজির থাকর কথা শুনে।

বস্ত্রশিল্পের উন্নয়নে জোর,রাজ্যে তৈরি হবে টেক্সটাইল পার্ক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি ঃ বস্ত্র শিল্পের উন্নয়নে বিশেষ জোর দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে রাজ্যৈ সরকার। নবান্ন সূত্রে এমনই জানতে পারা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, রাজ্যে ২০০ একর জমির উপর টেক্সটাইল পার্ক গড়ে তোলা হবে। এ জন্য শালবনী, দুর্গাপুর এবং আসানসোলে জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে ছোট, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের পাশাপাশি বস্ত্র শিল্পে বিনিয়োগ টানতে একটি টাস্ক ফোর্স গড়া হবে। বস্ত্রশিল্পের উন্নয়ন সংক্রান্ত এক কর্মশালায় একথা জানান রাজ্যের মুখ্যসচিব এইচ কে দ্বিবেদী। সেখানেই বস্ত্রশিল্পের পরিকাঠামো উন্নয়নের নানা দিকগুলো তুলে ধরেন তিনি। তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে স্কুল পড়ুয়াদের পোশাক তৈরির জন্য ইতিমধ্যেই ১ কোটি মিটার কাপড় তৈরি করা হয়েছে। ভবিষ্যতে তা ৪ কোটি মিটার করার পরিকল্পনা রয়েছে। যা দিয়ে দমকল বাহিনী, হাসপাতাল, সংশোধনাগারের জন্য পোশাক তৈরি করা হবে।" এদিনের কর্মশালায় ৬৫০ জন উদ্যোগপতি অংশ নেন। মুখ্যসচিব জানান, ইতিমধ্যেই হাওড়ায় হোসিয়ারি পার্ক গড়ে উঠেছে। যার আয়তন ১৫ লক্ষ বর্গফুট। তিন বছরের মধ্যে তা ৮০ লক্ষ বর্গফুটে বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে ৫ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। মুখ্যসচিবের বক্তব্য, এই হোসিয়ারি পার্ক বড় হলে ৪ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হবে। চলতি বছরেই হাওড়ার জগদীশপুরে হোসিয়ারি পার্কে উৎপাদন শুরু হয়ে যাবে। রাজ্যজুড়ে একাধিক টেক্সটাইল পার্ক খোলা হচ্ছে। তিন বছরের মধ্যে এখানে ২ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে। কর্মসংস্থান হবে ৩০ হাজার লোকের। হাওড়ারই বাউড়িয়ায় ৩৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগে নতুন জুটমিল খোলা হচ্ছে। এছাড়াও ফুলিয়া, শান্তিপুরে গড়ে তোলা হবে ডাই এবং ডিজাইন সেন্টার। পাশাপাশি এ রাজ্যের বস্ত্রশিল্পে বিনিয়োগ টানতে অন্য রাজ্যগুলিতে রোড শো করা হবে বলে জানান তিনি। মুখ্যসচিব ছাড়াও সেখানে ছিলেন ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প দফতরের প্রধান সচিব রাজেশ পাণ্ডে, ভূমি দপ্তরের সচিব স্মারকি মহাপাত্র, বিভিন্ন বণিকসভা, হোসিয়ারি অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা।

তৃণমূলকে খোঁচা দিলীপের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি ঃ নোবেলজয়ী অর্মত্য সেনকে 'জমি চোর' বলে কটাক্ষ করলেন দিলীপ ঘোষ। বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতির অভিযোগ, নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ বিশ্বভারতীয় জমি দখল করে রেখেছেন। উপরন্তু বিশ্বভারতীয় উপাচার্যকে চোখ রাঙাচ্ছেন। জমি দখল বিতর্কে অর্মত্য সেনের পাশে দাঁড়িয়ে উপাচার্যের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে তৃণমূল। যা দেখে দিলীপ ঘোষের বক্তব্য, চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। পালটা তৃণমূলের জবাব, বিতর্কিত মন্তব্য করে রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক থাকার চেষ্টা করছেন দিলীপ ঘোষ। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি দখল নিয়ে উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর নিশানায় অর্মত্য সেন। আর এই ইস্যুতে আড়াআড়ি বিভক্ত বাংলার রাজনৈতিক মহল। নোবেলজয়ীর অর্থনীতিবিদের পাশে দাঁড়িয়েছে তৃণমূল। তাদের দাবি, বিশ্বভারতীর উপাচার্য পাগলের প্রলাপ বকছেন।

ভারতীয় সমাজ গণতান্ত্রিক সমাজ

ভারত গণতন্ত্রের জননী, বললেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি ঃ ভারত গণতন্ত্রের জননী। রবিবার মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-র ৯৭ তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, ভারত গণতন্ত্রের জননী। এর উদাহরণও দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় সমাজ প্রকৃতিগতভাবে একটি গণতান্ত্রিক সমাজ। এদিন প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র এবং আমরা ভারতীয়রাও গর্বিত যে আমাদের দেশ গণতন্ত্রের জননী। আমরা প্রকৃতিগতভাবে একটি গণতান্ত্রিক সমাজ। ডঃ আম্বেদকর বৌদ্ধ ভিক্ষু সমিতিকে ভারতীয় সংসদের সাথে তুলনা করেছিলেন। আম্বেদকর এটিকে একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে বর্ণনা করেছেন যেখানে গতি, রেজোলিউশন, কোরাম, ভোটদান এবং ভোট গণনার অনেক নিয়ম ছিল। তিনি আরও বলেন, বাবা সাহেব বিশ্বাস করতেন যে ভগবান বুদ্ধ অবশ্যই সেই সময়ের রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। উটিরমেসার তামিলনাড়ুর একটি ছোট কিন্তু জনপ্রিয় গ্রাম। এখানে ১১০০-১২০০ বছর আগের একটি শিলালিপি সারা বিশ্বকে অবাক করে। এই শিলালিপি একটি মিনি সংবিধানের মতো। এতে গ্রামসভা কীভাবে পরিচালনা করা উচিত এবং এর সদস্য নির্বাচনের প্রক্রিয়া কী হওয়া উচিত তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমাদের দেশের ইতিহাসে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের আরেকটি উদাহরণ হল ভগবান বাসেশ্বরের দ্বাদশ শতাব্দীর অনুভব মণ্ডপ। এখানে মুক্ত আলোচনা ও আলোচনাকে উৎসাহিত করা হত।

'পাণ্ডবরা তাদের আত্মীয়দের নির্বাচন করেনি', প্রতিবেশী পাকিস্তান সম্পর্কে বিস্ফোরক জয়শংকর

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি ঃ যেভাবে পাণ্ডবরা তাদের আত্মীয়দের নির্বাচন করতে পারেনি, সেভাবেই ভারতও তাদের ভৌগোলিক অবস্থানে থাকা প্রতিবেশী দেশগুলিকে নির্বাচন করতে পারে না। এমনই মন্তব্য করলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। তাঁর কথায়, এটাই আমাদের কাছে বাস্তব। যেভাবে পাণ্ডবরা তাদের আত্মীয়দের নির্বাচন করেনি, আমরাও আমাদের প্রতিবেশীদের নির্বাচন করতে পারি না। তবে স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের আশা, সদর্থক ভাবনা অব্যাহত থাকুক। নাম না করলেও তাঁর ওই মন্তব্যে যে পাকিস্তানকেই ঘুরিয়ে 'কৌরব'

'পাকিস্তানে কী হচ্ছে, সেটা নিয়ে আমার কথা বলাটা ঠিক দেখাবে না। এটা একেবারেই প্রযুক্তির ব্যাপার।

চিনের অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য ভারতকে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হচ্ছে'

বলে কটাক্ষ করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। আসলে এদিন পাকিস্তান নিয়ে প্রশ্ন করার পরই তিনি ওই কথা বলেছেন। সিন্ধু জলচুক্তি নিয়েও প্রশ্ন করা হয় বিদেশমন্ত্রীকে। তিনি জানান, পাকিস্তানে কী হচ্ছে, সেটা নিয়ে আমার কথা বলাটা ঠিক দেখাবে না। এটা একেবারেই প্রযুক্তির ব্যাপার। দুই দেশের সিন্ধু কমিশনাররা এই বিষয়ে কথা বলছেন। তারপরই আমরা আমাদের ভবিষ্যতের পদক্ষেপ নিয়ে কথা বলতে পারব। উল্লেখ্য, জয়শংকরের বইয়ের মারাঠি সংস্করণ প্রকাশ করেছেন মহারাষ্ট্রের উপ মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। সেই অনুষ্ঠানেই ওই সব মন্তব্য করতে দেখা যায় বিদেশমন্ত্রীকে। পাশাপাশি পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, পাকিস্তানে কী ঘটছে তা নিয়ে তিনি মন্তব্য করতে পারবেন না। এটা করাও উচিত নয়। নিজের বই সম্পর্কে বলতে গিয়ে জয়শংকর বলেন, দেশের বিদেশ নীতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে জানাতেই ওই বই লিখেছেন তিনি। বইটিতে আটটি অধ্যায় রয়েছে। এরই সঙ্গে পাকিস্তানের সমান্তরালে চিন প্রসঙ্গও উঠে আসে তাঁর মুখে। তিনি বলেন, চিনের অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য ভারতকে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে জাপানের সঙ্গে জোট তৈরি এবং ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলের সমস্যা নিয়েও কথা বলতে দেখা যায় জয়শংকরকে।

পাকিস্তানে দুর্ঘটনায়, মৃত ৩৯

ইসলামাবাদ, ২৯ জানুয়ারি ঃ পাকিস্তানের বালোচিস্তান প্রদেশে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা ঘটল। নিহত কমপক্ষে ৩৯ বলে জানতে পারা গিয়েছে। আহত আর বেশ কয়েকজন। ভোরবেলা একটি বাস যাচ্ছিল কোয়েটা থেকে করাচিতে। ৪৮ জন যাত্রী ছিলেন বাসে। সিন্ধ প্রদেশের বালোচিস্তানের কাছে একটি পিলারে ধাক্কা দেয় বাসটি। চারটে নাগাদ তারপরই বাসে আগুন লেগে যায়। একে একে ৩৯ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। বাকিদের আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এক শিশু ও এক মহিলাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

ক্ষমতায় এলে মোগল ও ব্রিটিশদের স্মৃতি মুছে দেব ঃ শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি ঃ রাষ্ট্রপতি ভবনের মোগল গার্ডেনের নামবদল নিয়ে বিস্ফোরক শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা বলছেন, শুধু মোগল গার্ডেন নয়। ভারত থেকে মোগলদের সব স্মৃতি মুছে ফেলা উচিত। শুভেন্দুর হুঁশিয়ারি, বিজেপি ক্ষমতায় এলে এক সপ্তাহের মধ্যে বাংলা থেকে ব্রিটিশ এবং মোগলদের সব স্মৃতি মুছে দেওয়া হবে। শনিবারই দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনের মোগল গার্ডেনের নাম বদলের সিদ্ধান্ত জানিয়েছে কেন্দ্র। শনিবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ডেপুটি প্রেস সচিব নবিকা গুপ্ত এক বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, স্বাধীনতার ৭৫ বছর উপলক্ষ্যে দেশ 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' পালন করছে। তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এই উদ্যানটির নাম অমৃত উদ্যান রাখছেন। আজ রবিবারই এই সুসজ্জিত অমৃত উদ্যানের উদ্বোধন করবেন রাষ্ট্রপতি। বিরোধীদের অভিযোগ, দেশ থেকে ইসলামিক সংস্কৃতি মুছে ফেলার চেষ্টা করছে সরকার। যার জবাব দিতে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারী এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন,মোগলরা হাজারো হিন্দু মেরেছে। মন্দির ধ্বংস করেছে। তাই ওদের নাম অনুসারে যা যা এদেশে আছে, সব নাম বদলে ফেলা উচিত।

মণিপুরে বিজেপি নেতা লেইশরাম রামেশ্বর সিং খুনের অভিযোগে গ্রেফতার আরটিআই-কর্মী

ইম্ফল, ২৯ জানুয়ারি ঃ মণিপুর প্রদেশ বিজেপি নেতা লেইশরাম রামেশ্বর সিংকে খুনের মাস্টার মাইন্ড অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে জনৈক আরটিআই কর্মীকে।আজ রবিবার মণিপুরের থউবাল জেলা পুলিশের একটি দল আরটিআই কর্মী জনৈক ওয়াংখেংবাম জয়কুমার সিংকে বিজেপির প্রাক্তন সৈনিক সেলের আহ্বায়ক লাইশরাম রামেশ্বর সিং-এর সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গ্রেফতার করেছে। অ্যারেস্ট মেমোর ভিত্তিতে আরটিআই কর্মী ওয়াংখেংবাম জয়কুমার সিংকে ইম্ফল ইস্ট জেলার ওয়াংখেই হিজাম লেইকাই এলাকার বাসভবন থেকে গ্রেফতার করেছে জেলা পুলিশ। ওয়াংখেংবাম জয়কুমার সিঙের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।থাউবাল জেলার পুলিশ সুপার এ খবর দিয়ে জানান, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি জয়কুমারকে আদালতে হাজির করে আরও তদন্তের জন্য হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। পুলিশ সুপার জানান।

‘সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ’-র অবস্থানকে পূর্ণ সমর্থন এআইইউটিইউসি-র

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি ঃ ২৮ টি সংগঠনের ‘সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ’ অবস্থান আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জানাল এআইইউটিইউসি। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস এক বিবৃতিতে গত শনিবার বলেন, ডি এ কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনা এবং অর্জিত অধিকার। এটা কোন সরকারের দয়ার দান নয়।ফলে অবিলম্বে শিক্ষক সহ কর্মচারীদের বকেয়া ডি এ অবিলম্বে দিতে হবে।হাইকোর্টের রায় থাকা সত্ত্বেও সরকার ডি এ না দিয়ে জনগণের টাকা খরচ করে সুপ্রিম কোর্টে কেস করেছে এবং অযথা সময় নষ্ট করছে। সরকার লক্ষাধিক শূন্য পদ খালি থাকা সত্ত্বেও সরকার পূরণ করার কোন ব্যবস্থা করছেনা। আমরা দাবি করছি, অবিলম্বে শূন্য পদে স্বচ্ছ নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।আমরা আরও দাবি করছি শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে যে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে, তার নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। আমরা আশা করি যতদিন দাবি আদায় না হবে, ততদিন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ এই আন্দোলন চালিয়ে যাবে। আমাদের সংগঠন এই আন্দোলনের পাশে সব সময় ছিলাম, আছি ও থাকব। শ্রমজীবী সহ সর্বস্তরের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে আমাদের আহ্বান, সর্বশক্তি নিয়ে এই আন্দোলনের পাশে দাঁড়ান।

আবহাওয়া পরিবর্তন হতে পারে উত্তর ভারতে

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি ঃফের আবহাওয়া পরিবর্তন হতে পারে উত্তর ভারতে। ভারতের আবহাওয়া দফতর বলছে, রাজধানী দিল্লি সহ উত্তর ভারতের অনেক রাজ্যে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।আবহাওয়া দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, আগামী ২৪ ঘণ্টায় অনেক জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। বর্তমানে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা সক্রিয় রয়েছে। এ কারণে রবিবার সকাল থেকে আকাশ মেঘলা থাকবে। এই সময়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। রবিবার দিল্লি-এনসিআরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১৭ এবং সর্বনিম্ন ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। সোমবারও আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে। অনেক এলাকায় হালকা বৃষ্টি ও বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরপ্রদেশের অনেক জেলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২২ পর্যন্ত এবং সর্বনিম্ন আট ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত থাকতে পারে। বিহারে আগামী পাঁচ দিন আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। ৩১ জানুয়ারি উত্তর বিহারে অবশ্যই মেঘ বজ্রপাত করতে পারে। এমনকি কাশ্মীর বিভাগে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

পেরুতে যাত্রীবাহী বাসে পাথর পড়ে ২৪ জন নিহত

লিমা (পেরু), ২৯ জানুয়ারি ঃ পেরুর উত্তর ই আন্টো জেলায় শনিবার একটি পাথর পড়ে একটি যাত্রীবাহী বাসের ২৪ জন যাত্রী প্রাণ হারান। বাসটিতে ৬০ জন যাত্রী ছিল।পেরুর পরিবহন তদারকি সংস্থা দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। তবে নিহত বা আহতদের বিস্তারিত কিছু জানানি নি। বাসটি পেরুর রাজধানী লিমা থেকে ইকুয়েডর সীমান্তের কাছে তুম্বেস অঞ্চলের উদ্দেশে ছেড়েছিল।

‘‘ভারতে স্বনির্ভর কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বৃদ্ধির কারণে দ্রুত উন্নয়ন হচ্ছে’’

নয়াদিল্লি,২৯জানুয়ারিঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে সম্প্রতি রোজগার মেলায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে এবং সংস্থায় কর্মী নিয়োগের জন্য ৭১ হাজার নিয়োগপত্র তুলে দিয়েছেন। কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে প্রধানমন্ত্রী অগ্রাধিকার দিয়ে আসছেন। তাঁর সেই অঙ্গীকার পূরণের জন্য রোজগার মেলা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং যুব সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন ও দেশের উন্নয়নে তাঁদের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে রোজগার মেলা অনুঘটকের কাজ করবে।প্রধানমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে সদ্য নিয়োগপ্রাপ্তদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। পশ্চিমবঙ্গের শ্রীমতী সুপ্রভা বিশ্বাস রোজগার মেলায় পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের নিয়োগপত্র পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী প্রথমে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। শ্রীমতী বিশ্বাস নিয়োগ সংক্রান্ত প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। শ্রী মোদী তাঁকে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। iGOT মডিউলের উপযোগিতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে শ্রীমতী বিশ্বাস প্রধানমন্ত্রীকে নানা তথ্য জানান। তাঁর চাকরিতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে লেনদেনের বিষয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে প্রতিটি ক্ষেত্রে মহিলারা আরও উৎসাহের সঙ্গে কাজে যোগ দেবেন।জম্মু-কাশ্মীরের শ্রীনগরের শ্রী ফৈজল শওকত শাহ শ্রীনগর এনআইটি-তে জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় তিনি জানান যে তাঁর পরিবারের তিনিই প্রথম সদস্য যিনি সরকারি চাকরি পেলেন। চাকরিপ্রাপ্তিতে ফৈজলের ঘনিষ্ঠ মহলে কি প্রতিক্রিয়া সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী জানতে চাইলে ফৈজল জানান, তাঁর বন্ধুরাও সরকারি চাকরিতে যোগদানের বিষয়ে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। ফৈজলও iGOT মডিউলের সুবিধার প্রসঙ্গটি প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন। শ্রী মোদী আশা প্রকাশ করেছেন যে ফৈজলের মতো যুবক-যুবতীরা জম্মু-কাশ্মীরকে নতুন এক উচ্চতায় নিয়ে যাবে। তিনি ফৈজলকেও লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। মণিপুরের শ্রীমতী বানেই চোং গুয়াহাটির এইমস-এ নার্সিং অফিসার হিসেবে নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এর ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কাজ করার যে স্বপ্ন তিনি দেখতেন তা পূরণ হল। অন্য অনেকের মতো শ্রীমতী চোং-ও তাঁর পরিবারের প্রথম সদস্য যিনি সরকারি চাকরি পেলেন। নিয়োগ প্রক্রিয়ার সময় তাঁকে কোনও বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী জানতে চান। শ্রীমতী চোং জানান যে কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা প্রতিরোধ করার জন্য কি কি করা উচিত, সে বিষয়ে নানা তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নিয়োগপত্র পাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী তাঁকে অভিনন্দন জানান এবং কেন্দ্র যে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য তাঁর সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ।বিহারের বৈশালীর সক্ষম শ্রী রাজু কুমার পূর্ব রেলে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে নিয়োগপত্র পেয়েছেন। বিভিন্নভাবে সক্ষম হিসেবে তাঁর জীবনের নানা অভিজ্ঞতার কথা রাজু জানান। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর সহকর্মী এবং পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে কিভাবে সাহায্য পেয়েছেন সে বিষয়েও তিনি জানান।রাজু ‘ প্রারম্ভ পাঠক্রম’-এর আটটি কোর্স করেছেন। তিনি জানান, এর ফলে কাজের চাপ কিভাবে সামলে কিভাবে দায়িত্ব পালন করা যায় সে সম্পর্কে তিনি ধারণা পেয়েছেন। ভবিষ্যতে তিনি ইউপিএসসি-র সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেবেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডে ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি হিসেবে তেলেঙ্গানার শ্রী কান্নামালা ভামসি কৃষ্ণ এই মেলায় তাঁর নিয়োগপত্র পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কান্নামালার মা-বাবার কঠোর পরিশ্রমের কথা তিনি শুনেছেন। শ্রী মোদী তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শ্রী কৃষ্ণ এই মডিউলটিকে খুব উপযোগী বলে উল্লেখ করে মোবাইল ফোনেও সহজেই এটিকে ডাউনলোড করা যায় বলে জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আশা করেছেন, চাকরি জীবনেও তিনি শিক্ষা গ্রহণ বজায় রাখবেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ২০২৩ সালের এটিই প্রথম রোজগার মেলা। এই মেলার মাধ্যমে ৭১ হাজার পরিবার সরকারি চাকরির স্বাদ পেয়েছেন। এই কারণেই তিনি তাঁদের অভিনন্দন জানান। সদ্য নিয়োগপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়ে শ্রী মোদী বলেছেন, এই নিয়োগ শুধু তাঁদের জীবনেই নতুন আশার সঞ্চার করছে না, দেশের কোটি কোটি পরিবারের মধ্যেও আশার সঞ্চার করেছে। বর্তমান সরকার নিয়মিত রোজগার মেলার আয়োজন করছে। তাই, আগামীদিনে লক্ষ লক্ষ নতুন নতুন পরিবারের সদস্যরাও সরকারি চাকরি পাবেন বলে তিনি জানান। ইতোমধ্যেই বিভিন্ন এনডিএ শাসিত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নিয়মিত রোজগার মেলার আয়োজন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, গতকাল আসাম সরকার একটি রোজগার মেলার আয়োজন করে। মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং উত্তরাখণ্ড খুব শীঘ্রই এই মেলার আয়োজন করবে। শ্রী মোদী বলেন, সরকারের গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত যে বাস্তবায়িত হয় তা রোজগার মেলা আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সদ্য নিয়োগ প্রাপ্তদের চোখেমুখে আনন্দের ছাপ তাঁর নজরে এসেছে। আজ যাঁরা নিয়োগপত্র পেলেন তাঁদের অধিকাংশই খুব সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা, এমনকি এঁদের পরিবারে গত পাঁচ প্রজন্মের কেউই এর আগে সরকারি চাকরি করেননি। যেহেতু স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে তাই, চাকরিপ্রার্থীরা আনঃদত বলেও তিনি মন্তব্য করেন। আপনারা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন যে এখন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছে। কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিতে নিয়োগ সংক্রান্ত প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।শ্রী মোদী বলেছেন, আজ সরকারের প্রতিটি কাজে স্বচ্ছতা এবং দ্রুততা নজরে আসছে। একটা সময় ছিল যখন স্বাভাবিক পদোন্নতির প্রক্রিয়াও বিতর্কের নানা কারণে যথাযথ সময়ে হত না। বর্তমান সরকার এই সমস্যাগুলির সমাধান করে স্বচ্ছভাবে যাতে এই কাজগুলি হয় তা নিশ্চিত করেছে। স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং পদোন্নতি যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে আস্থা অর্জন করেছে। যাঁরা নিয়োগপত্র হাতে পেলেন তাঁদের জীবনের নতুন এক অধ্যায় সূচিত হয়েছে বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের উন্নয়নে আগামীদিনে তাঁরা সরকারি ব্যবস্থাপনার অংশীদার হয়ে উঠেছেন। সদ্য নিয়োগপ্রাপ্তদের অনেকেই আগামীদিনে জন সাধারণের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করবেন। তাঁরা তখন সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবেন এবং নিজেদের মতো করে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করবেন। এই প্রসঙ্গে তিনি শিল্প-বাণিজ্য মহলে একটি প্রচলিত প্রবাদ তুলে ধরে সদ্য নিয়োগপ্রাপ্তদের ‘ সর্বদা সঠিক’ - এই ভাবনায় তাঁদের জন্য কাজ করুন - বলে পরামর্শ দেন। এর ফলে নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে পরিষেবা প্রদানের মানসিকতা আরও শক্তিশালী হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকারি কোনও সংস্থায় যখন কেউ নিয়োগপত্র পান তখন সেটিকে চাকরি হিসেবে বিবেচনা করা হয় না, বরং সরকারি কাজ পেয়েছে বলে ভাবা হয়। তাই, এইসব নিয়োগপ্রাপ্তদের তিনি ১৪০ কোটি ভারতবাসীকে সেবা করার আনন্দ উপভোগ করার পরামর্শ দেন, যার ইতিবাচক প্রভাব মানুষের মধ্যে পড়বে।iGOT কর্মযোগী প্ল্যাটফর্মে অনলাইনের মাধ্যমে অনেক সরকারি কর্মচারী নানা কোর্স করছেন বলে উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেছেন, সরকারি স্তরে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি এই প্ল্যাটফর্মও তাঁদের সমৃদ্ধ হতে সাহায্য করে। প্রধানমন্ত্রী এই প্রসঙ্গে তাঁর নিজের উদাহরণ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, তাঁর মধ্যে যে ছাত্রসত্বাটি রয়েছে তিনি তাকে কখনওও নষ্ট হতে দেন না। নিজের থেকে অনেক কিছু শেখার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী তাঁর দক্ষতা বাড়াতে পারে, এর ফলে তাঁর প্রতিষ্ঠানের এবং দেশের দক্ষতাও বৃদ্ধি পাবে।শ্রী মোদী বলেন, বর্তমানে দ্রুত পরিবর্তনশীল ভারতে কর্মসংস্থান ও স্বনির্ভর হয়ে ওঠার অনেক সুযোগ তৈরি হয়েছে। আজ ভারতে স্বনির্ভর কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বৃদ্ধির কারণে দ্রুত উন্নয়ন হচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী জানান, গত আট বছরে লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। দেশের পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রে উন্নয়নের কারণেই যা সম্ভব হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি পরিকাঠামো ক্ষেত্রে কোটি কোটি বিনিয়োগের প্রসঙ্গটি তুলে ধরেন এবং বলেন, নব-নির্মিত একটি রাস্তা কর্মসংস্থানের অনেক সুযোগ নিয়ে আসে। নতুন রাস্তা বা রেলপথের ধারে নতুন নতুন বাজার গড়ে ওঠে। এই রাস্তা দিয়ে খাদ্যশস্য সহজেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়। এর পাশাপাশি, পর্যটনেরও সুযোগ তৈরি হয়।প্রত্যেক গ্রামে ব্রডব্যান্ড পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ‘ প্রকল্প আজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এর ফলে যেখানে যেখানে ইন্টারনেটের সংযোগ পৌঁছে যাচ্ছে, সেখানে নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে। যাঁরা প্রযুক্তি ব্যবহারে অত সড়গড় নন, তাঁরাও এর উপকারিতা বুঝতে পারছেন। গ্রামাঞ্চলে অনলাইন পরিষেবার মাধ্যমে শিল্পোদ্যোগের নতুন এক সুযোগ তৈরি হচ্ছে। শ্রী মোদী বলেন, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর শহরগুলিতে নতুন শিল্পোদ্যোগের প্রসার ঘটছে। এর ফলে বিশ্বে যুব সম্প্রদায় নতুন পরিচিতি নিয়ে এগিয়ে আসছে।সদ্য নিয়োগপ্রাপ্তদের আরও একবার অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁরা দেশের মানুষকে সেবা করার এক সুযোগ পেয়েছেন। তিনি তাঁদের শেখার অভ্যাস বজায় রাখার পরামর্শ দেন। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনাদের দক্ষ হয়ে উঠতে হবে, এ কারণে অনেক কিছু জানতে হবে।প্রেক্ষাপট-প্রধানমন্ত্রী কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে আসছেন। তাঁর সেই অঙ্গীকার পূরণের জন্য রোজগার মেলা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং যুব সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন ও দেশের উন্নয়নে তাঁদের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে রোজগার মেলা অনুঘটকের কাজ করবে।দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, ট্রেন চালক, প্রযুক্তিবিদ, পরিদর্শক, সাব-ইন্সপেক্টর, কনস্টেবল, স্টেনোগ্রাফার, জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যা, গ্রামীণ ডাক সেবক, আয়কর পরিদর্শক, শিক্ষক, নার্স, চিকিসক, সোশ্যাল সিকিউরিটি অফিসার সহ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পদে চাকুরিপ্রার্থীদের বাছাই করা হয়েছে।আধিকারিকদের জন্য ‘ প্রারম্ভ মডিউল’ বলে যে ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছে, আজকের কর্মসূচিতে সেটি উপস্থাপিত করা হয়। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে সদ্য নিযুক্তরা এই মডিউলের মাধ্যমে অনলাইনে ওরিয়েন্টেশন কোর্স করতে পারবেন।

তিন দিনের সফরে নয়াদিল্লি পৌঁছেছেন রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি সাবা করোসি

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি ঃ তিন দিনের সফরে রবিবার নয়াদিল্লি পৌঁছেছেন রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি সাবা করোসি। গত বছরের সেপ্টেম্বরে দায়িত্ব নেওয়ার পর এটি কোনও দেশে তার প্রথম দ্বিপাক্ষিক সফর। বিদেশ মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এই সফরের মাধ্যমে রাষ্ট্রসংঘ বর্তমানে যে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে সে বিষয়ে মতামত বিনিময়ের সুযোগ দেবে।বিদেশ মন্ত্রকের মতে, সাবা করোসি আজ নয়াদিল্লিতে ‘বিটিং দ্য রিট্রিট অনুষ্ঠানের’ অংশ হবেন এবং আজ সোমবার ৩০ জানুয়ারি রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন।রাজধানী দিল্লিতে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি বিদেশমন্ত্রী ড. এস. জয়শঙ্করের সঙ্গে দেখা করবেন। ডিসেম্বরে তাদের শেষ বৈঠকে উত্থাপিত বিষয়গুলির উপর আলোচনা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে সাধারণ পরিষদের চলমান অগ্রাধিকার এবং রাষ্ট্রসংঘে ভারতের অংশীদারিত্ব।সাধারণ পরিষদের সভাপতি করোসি ভারতে জি-২০ সচিবালয় পরিদর্শন করবেন এবং জি-২০ শেরপা অমিতাভ কান্তের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দলের সাথে দেখা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। করোসি, নয়াদিল্লিতে অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে, ভারতীয় কাউন্সিল অফ ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্সে বর্তমান সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে অগ্রাধিকারগুলির উপর একটি বক্তৃতা দেবেন।সাধারণ পরিষদের সভাপতি ভারতের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ট্রান্সফরমেশন ইন্ডিয়ার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বিশেষজ্ঞদের সাথে ভারতের জল সংরক্ষণ প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করবেন।

সরস্বতীপূজা উপলক্ষে সম্প্রতিগত ২৮জানুয়ারি ডানকুনি সূর্যসেন নগরের অন্তগত নবজীবন সংঘ ক্লাবে এক স্বার্ণলী সন্ধ্যায় মামনি আর্টস এন্ড মিউজিক্ সেন্টারের খুদে শিল্পীরা আয়োজিত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিশেষ মুহূর্তের চিত্র।এই অনুষ্ঠানে ছোটদের গান, আবৃত্তি, নৃত্য, সঙ্গীত পরিবেশন করে,এছাড়াও ক্লাবের কমিটির মহাশয় দের উত্তরী ও ফুল দিয়ে সম্বর্ধনা জানানো হয়। নিজস্ব চিত্র

রাষ্ট্রপতি ভবনের মুঘল গার্ডেনের নাম পরিবর্তিত, নামকরণ করা হয়েছে অমৃত উদ্যান

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি ঃবদলে গেল রাষ্ট্রপতি ভবনের মুঘল গার্ডেনের নাম। আজাদি কা অমৃত মহোসব উদযাপনের অংশ হিসাবে রাষ্ট্রপতি ভবনের মুঘল গার্ডেনের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে অমৃত উদ্যান। রাষ্ট্রপতির ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি নাভিকা গুপ্তা জানিয়েছেন, আজাদি কা অমৃত মহোসবের অঙ্গ হিসাবে স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদযাপন উপলক্ষ্যে মুঘল গার্ডেনের নাম পরিবর্তন করে অমৃত উদ্যান রেখেছেন রাষ্ট্রপতি।তবে, রাষ্ট্রপতি ভবনের ওয়েবসাইট মুঘল উদ্যান এবং অমৃত উদ্যান দু’’টি নামই উল্লেখ

ইরানের সামরিক কারখানায় বিস্ফোরণ

তেহেরান, ২৯ জানুয়ারি ঃ ইরানের মধ্যাঞ্চলীয় শহর ইসফাহানে একটি সামরিক কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটার খবর পাওয়া গিয়েছে। নিরাপত্তা কর্তারা বলছেন, এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। ইরানের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারকারী সংস্থা আইআরআইবি রবিবার ভোরে তাদের ওয়েবসাইটে তথ্য পাওয়া গিয়েছে।ইরানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ড্রোন হামলা বানচাল করা হয়েছে। এর আগে, আইআরআইবি শুধুমাত্র জানিয়েছিল, বিস্ফোরণটি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের একটি গোলাবারুদ উৎপাদন কেন্দ্রে ঘটেছে। ইরানের রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা সংস্থার পক্ষ থেকে ঘোষণা অনুযায়ী কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

ইমরানের খুনের অভিযোগ ঘিরে তোলপাড় পাকিস্তান, পাল্টা মামলা জারদারির

ইসলামাবাদ, ২৯ জানুয়ারিঃ পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের লাহোরের বাড়ি থেকে নিরাপত্তা বাহিনী প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে শেহবাজ সরকার। এই ঘটনায় জারদারির দল পাকিস্তান পিপলস পার্টির বিরুদ্ধে খুনের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুললেন ইমরান খান। জানিয়েছেন, প্রথম দু দফায় খুনের পরিকল্পনা বানচাল হওয়ায় এবার তৃতীয়বারের জন্য তাঁকে খুন করার ছক তৈরি করেছেন।ষড়যন্ত্রে জারদারি ছাড়াও আছেন আরও দুইজন। তাদের মধ্যে একজন পাকিস্তান পিপলস পার্টির সহকারী প্রতিষ্ঠাতা। জারদারির দলও পাল্টা ইমরানের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের ওপর প্রাণঘাতী হামলার পর সরকারের তরফ থেকে তাঁর বাড়ি কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে দেওয়া হয়। মোতায়েন করা হয় আড়াই শো নিরাপত্তাকর্মী। সরকার সেই নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। সেই সিদ্ধান্তের পরে পরে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে ভাষণে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তাঁর ওপর আত্মঘাতী হামলার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়ে দিলেন। ইমরান বলেন, দ্বিতীয়বারের হামলার আগে তিনি বলেছিলেন জারদারি এবং তাঁর দলের লোকেরা তাঁকে খতম করার ষড়যন্ত্র করেছে। সেটা ছিল প্ল্যান এ। সেটা ফাঁস করে দেওয়া প্ল্যান বি। সেই পরিকল্পনায় হামলা হয়েছিল ওয়াজিরাবাদে। সেই হামলায় বেঁচে যাওয়ায় এবার জারদারি এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোরা ফের কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছে। খুন করতে টাকা দেওয়া হয়েছে সন্ত্রাসবাদীদের। আর যোগসাজিশে সামিল পাকিস্তানের সরকারি এজেন্সির মাথারা। এদিকে ইমরানের তোলা অভিযোগের প্রেক্ষিতে জারদারির দল অভিযোগ রুজু করেছে। পিপিপি বলেছে, ওই অভিযোগ ভিত্তিহীন। ইমরানের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বুধবার বাংলাদেশে ‘বীরকন্যা প্রীতিলতা’-র উদ্বোধনী প্রদর্শনী

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি ঃ বুধবার বাংলাদেশে ‘বীবরকন্যা প্রীতিলতা’-র উদ্বোধনী প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।‘ বীবরকন্যাপ্রীতিলতা’-র পরিচালক প্রদীপ ঘোষ সামাজিক মাধ্যমে জানিয়েছেন, পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে আত্মাহুতি দানকারী বীরকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের সংগ্রামী জীবন নির্ভর সেলিনা হোসেনের গল্প অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে বীরকন্যা প্রীতিলতা চলচ্চিত্র।আগামী ১ ফেব্রয়ারি ২০২৩, বুধবার দুপুর ১টায় স্টার সিনেপ্লেক্স (বসুন্ধরা সিটি শপিং মল)-এ উদ্বোধনী প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। উদ্বোধনী প্রদর্শনীতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মন্ত্রী জনাব ড. হাছান মাহমুদ এম.পি। সেই সাথে বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে শুভমুক্তি পেতে যাচ্ছে আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, শুক্রবার থেকে।ভারতের স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পরে আর বীরকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের আত্মাহুতির নব্বই বছর পরে তাঁকে নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে ওপার বাংলায়। বেথুন কলেজ থেকেই বিপ্লবের মন্ত্রের অগ্নিশিখায় জ্বলে উঠেছিল তাঁর হৃদয়। এই চলচ্চিত্রের বিরাট পরিসর জুড়ে রয়েছে এই শহরের বেথুন কলেজ। এই চলচ্চিত্র প্রীতিলতার চরিত্রে অভিনয়.করছেন নুসরাত ইমরোজ তিশা এবং বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের চরিত্রে অভিনয় করেছেন মনোজ প্রামাণিক। মাস্টারদা সূর্য সেন চরিত্রে অভিনয় করেছেন কামরুজ্জামান তাপু। ঐতিহাসিক পটভূমিতে নির্মিত এই চলচ্চিত্রটিকে পরিচালক বলতে চেয়েছেন রিয়েল প্লেস মুভি। কারণ চলচ্চিত্রটির শ্যুটিং হয়েছে ঐতিহাসিক স্থানগুলিতে।

গুজরাট পঞ্চায়েত জুনিয়র ক্লার্ক নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল, একজন অভিযুক্ত গ্রেফতার

আহমেদাবাদ, ২৯ জানুয়ারি ঃ গুজরাট সরকার প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণে পঞ্চায়েত পরিষেবা নির্বাচন বোর্ড ক্লাস-৩ জুনিয়র ক্লার্ক নিয়োগ পরীক্ষা আজ বাতিল করা হয়েছে। এতে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া প্রায় সাড়ে নয় লাখ তরুণ-তরুণীর পরিশ্রম নষ্ট হয়ে গেল। এসব পরীক্ষার্থীকে ফেরাতে সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াতের অনুমতি দিয়েছে সরকার। পরীক্ষার প্রবেশপত্র তৈরি করে টিকিট নেওয়া হবে না। এ ব্যাপারে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতারে সফল হয়েছে।চাকরি খুঁজতে থাকা যুবকরা কয়েক মাস ধরে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। রাজ্যের প্রায় তিন হাজার কেন্দ্রে প্রায় ৩২ হাজার কক্ষে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। গুজরাট পঞ্চায়েত পরিষেবা নির্বাচন বোর্ড প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে। বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, ২৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। শিগগিরই পরীক্ষার পরবর্তী তারিখ ঘোষণা করবে বোর্ড।পুলিশ বলছে, এ ব্যাপারে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে এবং তার কাছ থেকে প্রশ্নপত্রের ফটোকপি উদ্ধার করা হয়েছে। গুজরাট পঞ্চায়েত পরিষেবা নির্বাচন বোর্ড জানিয়েছে যে তদন্ত শুরু হয়েছে। এ নিয়ে রাজনীতিও শুরু হয়েছে।

জোরালো ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ইরান, মৃত ৯

তেহেরান, ২৯ জানুয়ারি ঃ ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ইরান। স্থানীয় সময় অনুযায়ী, শনিবার রাত পৌনে দশটা নাগাদ উত্তর-পশ্চিম ইরানের একাধিক শহরে কম্পন অনুভূত হয়। ইতিমধ্যে ৯জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। জখম অন্তত ৪৪০ জন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।মনে করা হচ্ছে, কম্পনের উৎসস্থল ছিল ইরান-তুরস্ক সীমান্ত এলাকায় খোয় শহর থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে ভূস্তর থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৯। জোরালো কম্পন অনুভূত হয় পশ্চিম আজারবাইজান প্রদেশের একাধিক শহরে।ভূমিকম্পের মাঝেই ইরানের গুরুত্বপূর্ণ শহর ইসফাহান শহরের একটি সামরিক ঘাঁটি থেকে জোরালো বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রে খবর, সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা করা হয়েছিল। তবে হামলার জেরে বড় ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেনি। ভূমিকম্প ও ড্রোন হামলা, পরপর এই দুই ঘটনায় সে দেশের মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এদিকে যুদ্ধকালীন তপরতায় উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নিচে কেউ আটকে রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে

গেরুয়া-বন্ধু আইপিএফটি-কে কাছে টানতে ব্যর্থ হয়ে ২০ আসনে আংশিক প্রার্থী ঘোষণা তিপরা মথার, পাঁচ আসনে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ আইপিএফটি-রও

আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি ঃ গেরুয়া-বন্ধু আইপিএফটি-কে কাছে টানতে ব্যর্থ হয়ে তিপরা মথা একাই ভোটযুদ্ধে নামবে, করেছে মনস্থ। গত শনিবার গভীর রাতে ২০টি আসনে আংশিক প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে প্রদ্যোত কিশোরের দল। অন্যদিকে, বিজেপি জোটশরিক আইপিএফটিও গত শনিবার গভীর রাতে পাঁচটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। ফলে এবারের নির্বাচন বেশ রোমাঞ্চকর হবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে তিপরা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর মাণিক্য দেববর্মণ এবং তাঁর বোন প্রজ্ঞা দেববর্মণও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, সূত্রের খবরে এমনটাই জানা গিয়েছে। এক্ষেত্রে ভোট বৈতরণী পার হতে গিয়ে কোন কোন রাজনৈতিক দল হোঁচট খাবে, এ মুহূর্তে অনুমান করা যাচ্ছে না। তবে, আইপিএফটি-কে শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রদ্যোত সমস্ত শক্তি লাগাবেন, এমনটাই দাবি সূত্রের।তিপরা মথার সভাপতি বিজয় কুমার রাঙ্খল এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন, সিমনা কেন্দ্রে বৃষকেতু দেববর্মা, চা।লিমে সুবোধ দেববর্মা, বক্সনগরে আবু খায়ের মিয়াঁ, আশারামবাড়ি কেন্দ্রে অনিমেষ দেববর্মা, কল্যাণপুর-প্রমোদনগর কেন্দ্রে মণিহার দেববর্মা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।তেমনি, কৃষ্ণপুর কেন্দ্রে মহেন্দ্র দেববর্মা, বাগমা কেন্দ্রে পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া, শান্তিরবাজার কেন্দ্রে হরেন্দ্র রিয়াং, ঋষ্যমুখ কেন্দ্রে অরূপ দেব এবং জোলাইবাড়ি কেন্দ্রে গৌরব মগকে প্রার্থী করেছে তিপরা মথা। এছাড়া, অমরপুর কেন্দ্রে অসিরাম রিয়াং, করবুক কেন্দ্রে সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা, সুরমা কেন্দ্রে শ্যামল সরকার, আমবাসা কেন্দ্রে চিত্তরঞ্জন দেববর্মা, করমছড়া কেন্দ্রে পল ডাংসু তিপরা মথার প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে লড়বেন।পাশাপাশি ছাওমনু কেন্দ্রে হংসকুমার ত্রিপুরা, ফটিকরায় কেন্দ্রে বিলাস মালাকার, চণ্ডীপুর কেন্দ্রে ডেভিড মুণ্ডা, পানিসাগর কেন্দ্রে জয়চুং হালাম এবং পেচারথল কেন্দ্রে হলিউড চাকমা তিপরা মথার প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।এদিকে, আইপিএফটি পাঁচটি আসনে প্রার্থী দিয়েছে। টাকারজলা কেন্দ্রে বিধান দেববর্মা, রামচন্দ্রঘাট কেন্দ্রে প্রশান্ত দেববর্মা, আশারামবাড়ি কেন্দ্রে সদ্য-প্রয়াত মন্ত্রী এনসি দেববর্মার কন্যা জয়ন্তী দেববর্মা, জোলাইবাড়ি কেন্দ্রে শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া এবং কাঞ্চনপুর কেন্দ্রে প্রেমকুমার রিয়াং আইপিএফটি প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ওই পাঁচজনের মধ্যে তিনজন নতুন মুখ রয়েছেন।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৩০জানুয়ারি ঃ সোমবার, ১৫মাঘ মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৩০জানুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ১৫ মাঘমাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৫ মাঘ মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ১৫ মাঘ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ’ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, সকালে দিকে মেঘলা আকাশ হবে। পরে পরিস্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৭.০৮ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৬.০৮ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯৩শতকরা এবং ৩৮শতকরা। বৃষ্টিহয়নি রবিবার। জোয়ার-সকাল ৯টা ২০ মিনিট এবং রাত-৯টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৬ টা ১৮মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজঃ ৫ টা - ২৩মিনিটের মধ্যে হবে আবহাওয়া পরিবর্তন।

রাশিফল

মেষ রাশিঃঅফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন এবং এমন কিছু করুন যা আপনি উপভোগ অবশ্যক করেন।
বৃষ রাশিঃআপনার ওজনের উপর নজর রাখুন এবং বেশি খাওয়ায় প্রশ্রয় দেবেন না। শুভদিন হবে।
মিথুন রাশিঃআপনার জন্য নিছকই আনন্দ এবং মজা- যেহেতু আপনি পূর্ণমাত্রায় জীবন উপভোগ করতে নেমে পড়েছেন।
কর্কট রাশিঃআজ শান্ত-উদ্বেগমুক্ত থাকুন। নিযুক্ত যারা নিযুক্ত তারা একটি টেকসই পরিমাণ প্রয়োজন, কিন্তু অতীতে করা অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ের কারণে তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ থাকবে না।
সিংহ রাশিঃকাজের জায়গায় বরিষ্ঠদের থেকে চাপ এবং ঘরে মতভেদ কিছু চাপ আনতে পারে- যা আপনাকে কাজে মনোনিবেশ করতে উপদ্রব করবে।শুভদিন
কন্যা রাশিঃআপনি আজ খুব সক্রিয় এবং চটপটে থাকবেন। আপনার স্বাস্থ্য আজ আপনাকে পুরোপুরি সমর্থন করবে। শুভদিন
তুলা রাশিঃআপনার ব্যাধি অসুখীর কারণ হতে পারে। পরিবারে শান্তি ফিরে আসবে।
বৃশ্চিক রাশিঃযেহেতু, আপনি শক্তি নয় ইচ্ছা হারিয়ে ফেলছেন।
ধনু রাশিঃমানসিক এবং নৈতিকের পাশাপাশি শারীরিক শিক্ষাও গ্রহণ করুন। অর্থ ব্যয়।
মকর রাশিঃআপনার ক্ষমতা শক্তি বেশী থাকবে। কোনও পুরানো বন্ধু আজ আপনাকে আর্থিক সাহায্য চাইতে পারে আজকে।
কুম্ভ রাশিঃআপনার ভদ্র ব্যবহার প্রশংসনীয় হবে। অনেক মানুষ আপনার সামনেই মৌখিক প্রশংসা বর্ষণ করবে। সংসারে শান্তি আসে
মীন রাশিঃআপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। এমন কোনও পদক্ষেপ বা পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না যা অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ ব্যতীত

দুস্কৃতি তান্ডবে উত্তপ্ত হাওড়ার নাজিরগঞ্জের লিচুবাগান এলাকা, সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়ে সেই ছবি, গ্রেফতার ২

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৯ জানুয়ারি ঃ দুস্কৃতি তান্ডবে উত্তপ্ত হাওড়ার নাজিরগঞ্জের লিচুবাগান এলাকা। সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়ে সেই ছবি। গ্রেফতার ২।হাওড়ার নাজিরগঞ্জে যুব তৃণমূল নেতার বাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলার অভিযোগে মূল অভিযুক্ত গুড্ডু খান সহ ২ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। সূত্রের খবর, গুড্ডু খান প্রথমে শাসক দলের নেতা ছিলেন। পরে গত বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপিতে যোগ দেন। কিন্তু ভোটে টিকিট না পেয়ে সেখানেও দলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ে। ইদানীং ফের গুড্ডু খান পুরনো দলে ফিরতে চেয়েছিলেন বলে খবর। এনিয়ে রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায় সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, তৃণমূলে ফিরতে চেয়ে আবেদন করেন গুড্ডু খান। মমতা অভিষেকের সঙ্গে দেখাও করেছেন গুড্ডু। রাজ্যের নেতৃত্বের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখছেন গুড্ডু খান। যদিও তৃণমূল গুড্ডু খানকে এখনও গ্রহণ করেনি। অরূপ রায়ের দাবি, দোষ করলে গুড্ডুর বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা নিক। অন্যদিকে, বিজেপির দাবি, গুড্ডু তাদের দলের সঙ্গে যুক্ত নয়। রাতের ঘটনা তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই বলেন, নাজিরগঞ্জের ঘটনা তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। ওখানকার প্রাক্তন তৃণমূল নেতা যাঁর স্ত্রী হাওড়া পুরনিগমের মেয়র পারিষদের সদস্য ছিলেন। তাঁদের এলাকায় দাপট আছে। ২০২১ সালে তাঁরা বিজেপিতে এসেছিল। তারপরেই তাঁদের তৃণমূলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখা যায়। তাঁদের বাড়ির উপর এখন তৃণমূলের পতাকা দেখা যায়। তাঁরা এলাকা থেকে টাকা তোলে। এলাকা দখল নিয়ে নিজেদের মধ্যে অশান্তি। এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তৃণমূল থামাতে পারছে না। এদিন গুলি, বোমা চলেছে। এটা ওখানকার আসল চরিত্র। তৃণমূল নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব না সামলে বলছে বিজেপির সঙ্গে যোগ আছে। যদি বিজেপির সঙ্গে যোগ থাকে তাহলে কি করতে ফিরহাদ হাকিমের অনুষ্ঠানে গিয়েছিল। তৃণমূল নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব না সামলে সব অভিযোগ বিজেপির উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এদিকে, যুব তৃণমূল নেতার ঘনিষ্ঠদের বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছে গুড্ডু খান ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে। শনিবার রাতে ওই দুস্কৃতি তান্ডবে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে হাওড়ার নাজিরগঞ্জের লিচুবাগান এলাকা। সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়ে সেই ছবি। খবর পেয়ে রাতে ওই এলাকায ছুটে আসে নাজিরগঞ্জ তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ। র‍্যাফ ঘটনাস্থলে আসে।সিসি ফুটেজ দেখে একাধিক জনকে আটক করা হয়। পরে গুড্ডু খান সহ মোট ২ জন গ্রেফতার হয়। এই ঘটনায় এলাকায যথেষ্টই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। প্রসঙ্গতঃ বেশ কয়েকমাস আগেই এই এলাকাতেই প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল তৃণমূলের সংখ্যালঘু নেতা ওয়াজুল খান'কে। এবারও তাঁর পরিবার এবং তাঁর সঙ্গীদের উপরই আক্রমণের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে নাজিরগঞ্জ তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ। হাওড়া পুরসভার তৃণমূলের প্রাক্তন মেয়র পারিষদের স্বামী এই গুড্ডু খান। বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপিতেও যোগ দিয়েছিলেন গুড্ডু। অভিযোগ তখন

থেকে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন গুড্ডু দাবি করেছেন আক্রান্তের পরিবার। জানা গেছে, ওয়াজুলের মৃত্যুর পর দল তাঁর বড় ছেলে আরিফ খানকে ৪৫ নম্বর ওর্য়াডের যুব তৃণমূল সভাপতি নির্বাচিত করেছিল। এরই পাশাপাশি ওয়াজুলের স্ত্রীকে ৪৫ নম্বর ওর্য়াডের মহিলা সভানেত্রী পদে নির্বাচিত করে। এরপরেই গুড্ডুর বিরুদ্ধে দাদার পরিবারকে খুনের হুমকি ও এলাকা ছাড়া করার অভিযোগ ওঠে। নিজের দাদার বাড়িতেই দলবল নিয়ে সশস্ত্র হামলার অভিযোগ ওঠে। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে গুড্ডুকে আটক ও পরে গ্রেফতার করে পুলিশ। এদিকে, সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে গোটা ঘটনার ছবি। আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে এসে উইকেট ও ব্যাট দিয়ে বেধড়ক মার এবং তার সঙ্গে বাড়ির দরজায় ব্যাটের বাড়ি মারার ঘটনা ধরা পড়েছে ওই ফুটেজে। ধৃত গুড্ডু খানের দাবি, হাতে বন্দুক ছিলনা। গুলি চালানো হয়নি। রিভলবার তো ছিলই না। যা ছিল ওদের থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। হাতে যে ব্যাট আর উইকেট দেখা গেছে ওগুলো ওদের থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। মন্ত্রী অরূপ রায় এনিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, হাওড়ায় আইনশৃঙ্খলার অবনতি হয়নি। আইনশৃঙ্খলা জারি রাখার দায়িত্ব সাধারণ মানুষের। পুলিশ আইন যাতে বজায় থাকে তার ব্যবস্থা করে। সেই কারণে যখন আইন ভেঙেছে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছে। তার বিরুদ্ধে কিছু তথ্য পেয়েছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। ২০২১ সালের নির্বাচনের আগে দল থেকে অনেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। তখন দলের পক্ষ থেকে রেজুলেশন করা হয়েছিল যারা নির্বাচনের আগে বেরিয়ে গিয়েছিলেন তাদের ভবিষ্যতে দলে যাতে না নেওয়া হয়। পরবর্তীকালে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। দল কোনও কোনও ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছে। গুড্ডু খান দলে যোগদান করতে দলের রাজ্য নেতৃত্বের কাছে দরখাস্ত করেছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃদ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বঃ দ্যাপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখাও করেছে। দলের রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। আমার কাছেও এসেছিল। দল তাকে গ্রহণ করেনি। সুতরাং এখন তাকে দলের নেতা বলতে পারা যাবেনা। তবে গ্রেফতার করার ব্যাপারে পুলিশ জানে। সে দোষী হলে উপযুক্ত শাস্তি পাবে।জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমাকে অনেক অরাজনৈরিক অনুষ্ঠানেও যেতে হয়। সেই কারণে আমার সঙ্গে ছবি থাকতেই পারে। আমার সঙ্গে ছবি থাকলেই সে তৃণমূল নেতা হয়ে যাবে না। দলীয় অনুষ্ঠানে সে যেতেই পারে। সেখানে তাকে গ্রহণ করলে আলাদা ব্যাপার। কিন্তু সে দলের কেউ নয়। মৃত ওয়াজুল আমাদের দলের কর্মী ছিল। তাকে আমি শ্রদ্ধা করতাম। তার খুনের তদন্ত করছে পুলিশ। এই মামলার তদন্ত চলছে। এই ঘটনায় কয়েকজন গ্রেফতারও হয়েছিল। অত্যাচারিতের পাশে আমরা আছি এবং থাকব।

পানীয় জলের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ২৯ জানুয়ারি ঃ গরম পড়তে না পড়তেই ভূগর্ভস্থ জলের স্তর ইতিমধ্যেই নামতে শুরু করেছে। ক্যানিং ১ ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তের গভীর নলকূপগুলি ইতিমধ্যেই অকেজো হয়ে পড়েছে। জল সমস্যায় ভুগতে শুরু করেছেন এলাকার বিস্তীর্ণ অংশের মানুষজন। নলবাহিত পানীয় জলও ঠিকমতো বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছচ্ছে না, আর সেই কারনে রবিবার সকালে পানীয় জলের দাবিতে ক্যানিংয়ের ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কাছারি বাজার এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে ওঠে অবরোধ। এলাকার বাসিন্দা মনিরুল সর্দার, নবিরুল সর্দাররা বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই এই এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। এলাকার মানুষের সমস্যার কথা মাথায় রেখে নলবাহিত জলের ব্যবস্থা করা হলেও গ্রামের এই শেষদিকের মানুষরা কোনভাবেই জল পান না। দূর দূরান্ত থেকে পানীয় জল বয়ে আনতে হয়। এখন চারিদিকে জলস্তর কমাতে সেখান থেকেও জল আনতে সমস্যা হচ্ছে। স্থানীয়দের দাবি, যখন নলবাহিত জল চালু হয়েছিল, তখন কিছুদিন জল পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু যত দিন গিয়েছে ততই জল বন্ধ হয়ে গেছে। এলাকার কিছু কিছু মানুষ টিউবওয়েল বসিয়ে নিজেদের সমস্যার সমাধান করেছিলেন, কিন্তু বিগত কিছুদিন ধরে সেই টিউবওয়েলগুলিও অকেজো হয়ে পড়েছে। তাই দ্রুত জল সমস্যা সমাধানের জন্য এদিন রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান এলাকার সাধারণ মানুষজন। এ বিষয়ে ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ক্ষতিব সর্দার বলেন, এলাকার মানুষের দাবি সঙ্গত। ঐ এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। এ বিষয়ে ব্লক প্রশাসন ও বিধায়ককে সমস্যার কথা জানিয়েছি। আশাকরি দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে। ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস বলেন, এটা শুধু ঐ এলাকার সমস্যা নয়, গোটা ক্যানিং জুড়েই এই পানীয় জলের সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি আপাতত কিছু কিছু জায়গায় গভীর নলকূপে সাবমারসেবল পাম্প বসিয়ে এই জলের সমস্যা সমাধানের। পাশাপাশি আগামী এক বছরের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে জলস্বপ্ন প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষের বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টাও চলছে।

‘দিদির সুরক্ষা কবচ’ কর্মসূচির থিম সং প্রকাশ তৃণমূলের, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ভাইরাল গান

দুরন্ত বার্তা, কলকতা, ২৯ জানুয়ারি ঃ ‘দিদির সুরক্ষা কবচ’ কর্মসূচি চালু করে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে রাজ্যবাসীর অভাব অভিযোগ শুনে সমস্যা সমাধানই মূল লক্ষ্য রেখেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এবার এই প্রকল্পের থিম সং প্রকাশ করল তৃণমূল। রবিবার সকালে প্রকাশিত ওই থিম সং ইতিমধ্যেই সর্বত্র সাড়া ফেলেছে। তৃণমূল যুবনেত্রী সায়নী ঘোষ, আইটি সেল ইনচার্জ দেবাংশু ভট্টাচার্য, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে থিম সং প্রকাশ পায় রবিবার। ‘দিদির সুরক্ষা কবচ’ কর্মসূচির মাধ্যমে কীভাবে রাজ্যবাসীকে আগলে রাখতে চান মুখ্যমন্ত্রী, তা গানের প্রথম কটি লাইনেই বেশ স্পষ্ট। তবে এই প্রথমবার নয়। এর আগেও একাধিকবার গান প্রকাশ করেছে তৃণমূল। ‘বদলা নয় বদল চাই’, ‘গ্রামে গ্রামে ফুটছে উন্নয়নের ফুল’ গানগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয়। আবার ‘খেলা হবে’ নিয়ে নতুন করে কিছু বলারই অপেক্ষা রাখে না। একসময় সকলের মুখে মুখে ফিরেছে ওই গান। সদ্য

আত্মপ্রকাশ করা ‘দিদির সুরক্ষা কবচ’ কর্মসূচির থিম সং ঘিরেও উন্মাদনা তুঙ্গে। ইউটিউবে হু হু করে বাড়ছে গানটি ভিউ। শেয়ারও করছেন অনেকেই। উল্লেখ্য, গত ২ জানুয়ারি ‘দিদির সুরক্ষা কবচ’ কর্মসূচির উদ্বোধন হয়। তারপরই হাতেকলমে সেই কর্মসূচি শিখিয়ে দেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক। তিনি জানান, কর্মসূচির দু'টি পর্যায়। এক, অঞ্চলে বা নগরে একদিন এবং দুই, দিদির দূত। গোটা প্রক্রিয়াই পরিচালনার গুরুদায়িত্ব ৩২০ জন নেতা ও সাড়ে ৩ লক্ষ কর্মীর উপর দিয়েছে তৃণমূল। ‘দিদির সুরক্ষা কবচ’ কর্মসূচির প্রথম পর্যায় ‘অঞ্চলে বা নগরে একদিন’। ‘দিদির সুরক্ষা কবচ’ কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায় ‘দিদির দূত’। নগরে একদিন কর্মসূচির পরদিন থেকেই ওই এলাকায় যাচ্ছেন ‘দিদির দূত’রা। ইতিমধ্যেই ‘দিদির সুরক্ষা কবচ’ কর্মসূচি পেয়েছে ব্যাপক সাফল্য।

নতুন সপ্তাহে আবহাওয়ার পরিবর্তন, হালকা শীতের আমেজ বঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি ঃ এখনও হালকা শীতের আমেজ রয়েছে বাংলায়। শেষবেলায় হঠাৎই স্বাভাবিকের থেকে কিছুটা নামল সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। দক্ষিণবঙ্গে রবিবার থেকে তাপমাত্রা সামান্য কমবে বলেই জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। সোমবারের মধ্যে ২-৩ ডিগ্রি তাপমাত্রা কমতে পারে। তবে ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ফের বাড়বে তাপমাত্রা। আলিপুল আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, নতুন করে শীতের প্রত্যাবর্তনের আর কোনও সম্ভাবনা নেই। যদিও কিছুটা ঠান্ডা আমেজ থাকতে পারে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে। বর্তমানে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকছে উত্তর পশ্চিম ভারতে। নতুন করে আরও একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকবে ১ ফেব্রুয়ারি থেকে। আগামী ২৪ ঘণ্টায .পঞ্জাব ও রাজস্থানে শৈত্যপ্রবাহের সম্ভাবনা। ঘন কুয়াশার দাপট থাকবে পঞ্জাব, চণ্ডীগড় এবং হরিয়ানা সহ দিল্লির একাংশে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে আরও এক দফায .উত্তর পশ্চিম ভারতে বৃষ্টি, তুষারপাত এবং শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

বর্ধমান, বনগাঁ, ডায়মন্ড সহ একাধিক রুটে আজ ট্রেন বাতিল

দুরন্ত বার্ত, কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি ঃ আজ রবিবার দেশজুড়ে ৩৩২টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। তালিকায় বহু এক্সপ্রেস ট্রেন, প্যাসেঞ্জার ট্রেন এবং লোকাল ট্রেন আছে। হাওড়া এবং শিয়ালদা থেকে একগুচ্ছ ট্রেন বাতিল করা হয়েছে আজ। এছাড়া এদিন পশ্চিমবঙ্গের একাধিক স্টেশন থেকেও আজ ট্রেন বাতিল হয়েছে। রেল সূত্রে খবর, ০০৭০ নয়াদিল্লিহাওড়া স্পেশাল, ০৩৫৯৬ আসানসোল জংশন বোকারো স্টিল সিটি মেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল, ০৩৫৯৩ পুরুলিয়া আসানসোল জংশন মেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল, আসানসোল পুরুলিয়া জংশন মেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল, ০৮৬৪৩, ০৮৬৫৭, ০৮৬৫৯, ০৮৬৬১ আদ্রা আসানসোল মেমু স্পেশাল ০৮৬৪৪, ০৮৬৫৮, ০৮৬৬০ আসানসোল আদ্রা স্পেশাল আজ বাতিল হয়েছে। তাছাড়া ৩১৪১১ শিয়ালদা নৈহাটি লোকাল, ৩১৪১৪ নৈহাটি শিয়ালদা লোকাল, ৩১৭১২ নৈহাটি রানাঘাট লোকাল, ৩১৭১২ রানাঘাট নৈহাটি জংশন লোকাল বাতিল হয়েছে আজ। বনগাঁ শিয়ালদা লোকাল এবং ৩৩৮৬৩ শিয়ালদা বনগাঁ লোকালও ছুটবে না আজ। ৩৪১১৩ বজবজ শিয়ালদা লোকাল, ৩৪১১৪ শিয়ালদা বজবজ লোকালও আজ চলবে না। এদিকে ৩৪৪১১ শিয়ালদা সোনারপুর লোকাল, ৩৪৪১২ সোনারপুর শিয়ালদা লোকাল, ৩৪৫১১ ক্যানিং শিয়ালদা লোকাল, ৩৪৩৫৪ সোনারপুর ক্যানিং লোকাল, ৩৪৬১১ বারুইপুর শিয়ালদা লোকাল, ৩৪৬১২ শিয়ালদা বারুইপুর লোকাল বাতিল আজ। ৩৪৭১১, ৩৪৭১৫ লক্ষ্মীকান্তপুর শিয়ালদা লোকাল ৩৪৭১৪, ৩৪৭১৮ শিয়ালদা লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল ছুটবে না আজ। ৩৪৮১৫ ডায়মন্ড হারবার শিয়ালদা লোকাল, ৩৪১৮১ শিয়ালদা ডায়মন্ড হারবার লোকাল আজ চলবে না।

হারানো ব্যাগ উদ্ধার করে যাত্রীকে ফিরিয়ে দিল আরপিএফ

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি ঃ ২৮.০১.২০২৩ তারিখে প্রায় ১২.১০ টায় রবীন্দ্র সরোবর স্টেশনে, একজন অন ডিউটি আরপিএফ কর্মীরা নিয়মিত চেক করার সময় প্ল্যাটফর্মের বসার চেয়ারের কাছে একটি ব্যাগ দেখতে পান। এই ব্যাগের কোন দাবিদার না পেয়ে, তিনি সাবধানে পরীক্ষা করার পরে এটি স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেন। তারপরে, স্টেশন মাস্টার বারবার ঘোষণা দিয়ে ব্যাগের মালিককে স্টেশন মাস্টারের অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং একটি নিয়ন্ত্রণ বার্তাও সমস্ত স্টেশনে জানানো হয়েছিল। পরে ব্যাগ খুলে তাতে কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে অর্থাৎ প্রায় ১২.৩০ টায় একজন পুরুষ যাত্রী স্টেশন মাস্টারের অফিসে এসে ব্যাগের মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাই বাছাই এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পর উদ্ধারকৃত ব্যাগ তার কাছে হস্তান্তর করা হয়। হারানো ব্যাগ উদ্ধারে সাহায্য করার জন্য তিনি মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

ডানকুনিতে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

বনস্পতি দে, ডানকুনি, ২৯ জানুয়ারি ঃ রবিবার রামকৃষ্ণ সংঘ ডানকুনির উদ্যোগে ডানকুনি থানার পাশে সারাদিনব্যাপী বিনা ব্যয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই স্বাস্থ্য শিবিরে জেনারেল, অস্থি, দাঁত, শিশু গাইনো, স্ক্রিন, ফিজিওথেরাপি শরীরের প্রায় সব বিভাগীয় পরীক্ষা করা হয় এছাড়াও চক্ষু বিনা খরচে মাইক্রো সার্জারি অপারেশনের ব্যবস্থা করা হয়। পরিচালনায় ছিল শংকর জ্যোতি নেত্রালয় ইনস্টিটিউট, খরদা। দুর্গাপুর এক্সপ্রেস এও ডানকুনি থানার পাশে সাথে বিনা পয়সায় সকলকে ওষুধ দেওয়া হয়। সংঘের পক্ষে ব্রহ্মচারী রিতেন ভাই ও ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই উনারা বলেন মোট ৪০০ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়।, সমগ্র স্বাস্থ্য শিবির টি পরিচালনা করেন ব্রহ্মচারী বিবেক ভাই, ছিলেন আয়োজক রূপনারায়ন কুশবাহা, পিন্টু রায়, প্রেম দর্শন লাল, কৃষ্ণ দেব কুমার, সহ বিশিষ্ট জনেরা বিশিষ্ট চিকিৎসকরা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন।

শিক্ষা আনে চেতনা,চেতনা আনে পরিবর্তন
নিউবারাকপুর ত্রিধারার ৪১ তম বর্ষের বই বিতরণ

দুরন্ত বার্ত, নিউবারাকপুর, ২৯ জানুয়ারি ঃ শিক্ষা আনে চেতনা ।চেতনা আনে পরিবর্তন। শিক্ষা মানুষের কাছে আলো পৌছে দিচ্ছে। আলোকিত করে জীবনের চলার পথ পরিবর্তন করছে নিউবারাকপুরের ত্রিধারা। বহু ছেলে মেয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত সংস্থার থেকে পাঠ্য পুস্তক নিয়ে উচ্চ শিক্ষায়। রবিবার সকালে নিউবারাকপুরের বহুমুখী সামাজিক সংগঠন ত্রিধারার উদ্যোগে স্থানীয় আলোকতীর্থ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রথম শ্রেণী থেকে স্নাতক স্তর পর্যন্ত ৫০ জন পড়য়াদের পাঠ্য পুস্তক ও শিক্ষণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। প্রয়াত শিক্ষাবিদ মিহির সেনগুপ্ত, সংঘ সদস্যা মীতা দাস স্মরণে ৪১ তম বর্ষের পুস্তক বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, দমদম কিশোর ভারতী বিদ্যালয়ের শিক্ষক অজিত দে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের গবেষক অধ্যাপিকা সঞ্চরিতা দত্ত, সমাজসেবী প্রনয় কান্তি চক্রবর্তী, শুভজিৎ শীল, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, পড়ুয়া শুভাস্ত্রী হালদার, সৃজা মন্ডল সহ বিশিষ্ট গুনীজনেরা।সংস্থার সম্পাদক গৌতম মজুমদার জানান নববারাকপুর সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল অসহায় পঞ্চাশ জন পড়ুয়াদের মধ্যে তাদের চাহিদা মতো পাঠ্যপুস্তক খাতা কলম প্রীতি উপহার এবং শুকনো খাবার ও তুলে দেওয়া হল। বই পাওয়ার উপযুক্ত শ্রেষ্ঠ পাচঁ জন পড়ুয়াদের প্রয়াত শান্তি ঘোষ স্মরণে, প্রয়াত দুলালী দে স্মরণে, প্রয়াত দেবী গুহ

মজুমদার স্মরণে, প্রয়াত ইন্দ্রজিৎ বসু স্মরণে এবং সুবোধ মুখোপাধ্যায় স্মরণে পুস্তক বিতরণ করা হয় এদিন। পুরপ্রধান প্রবীর সাহা বলেন শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। মেরুদন্ড কে শক্তিশালী করতে গেলে শিক্ষার প্রয়োজন। ধারাবাহিক ভাবে সংগঠন এই বিরাট কাজটা করে চলেছে। ডেডিকেশন না থাকলে হয় না। সুন্দর সংগঠন। অধ্যাপিকা সঞ্চরিতা দত্ত বলেন দেশে নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকতে গেলে শিক্ষা দরকার।শিক্ষা কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না। শিক্ষা যত বেশি গ্রহন করতে পারবে তত বেশি ভালভাবে বাচঁতে পারবে। মানব সম্পদ কে সৃষ্টি করতে পারবে।পড়ুয়ারা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খেয়াল রাখবে। উপস্থিত বিশিষ্ট জনেরা পড়ুয়াদের আর্শীর্বাদের পাশাপাশি তাদের উচ্চ শিক্ষা উৎসাহ প্রদানে অনুপ্রাণিত করেন। পড়ুয়ারা ও অভিভাবক দের উপস্থিতি ছিল লক্ষনীয়। শুরুতে সংস্থার সদস্যরা উদ্বোধনী সমবেত সংগীত পরিবেশন করেন । সংস্থার মহিলা সদস্যদের আন্তরিকতা ও ছিল বেশ ভালো।উল্লেখ্য ত্রিধারার সংগঠন থেকে বই পেয়ে বহু ছেলে মেয়ে দেশ বিদেশের সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন কেউ বা গবেষণা ও করছেন। এমনও নজির রয়েছে এলাকায়।

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত কুন্তলের ডানা ছাঁটতে চাইছে তৃণমূল কংগ্রেস, জল্পনা তুঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি ঃ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে ধৃত কুন্তল ঘোষের ডানা ছাঁটতে চাইছে তৃণমূল কংগ্রেস। এদিকে, রবিবার আশ্চর্যজনকভাবে সিজিও কমপ্লেক্সে কুন্তলের শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। বিধাননগর মহকুমা হাসপাতাল থেকে তিনজন চিকিৎসক সিজিও কমপ্লেক্সে গিয়ে কেন কুন্তলের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করলে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। রবিবার ‘দিদির সুরক্ষা কবচ’ কর্মসূচির থিম সং প্রকাশ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে একাধিক প্রশ্নের জবাব দেন সায়নী ঘোষ। হুগলির তৃণমূল যুব নেতা কুন্তলের গ্রেপ্তারির পর দল ঠিক কী পদক্ষেপ নিতে চলেছে, সে বিষয়ে মন্তব্য করেন যুবনেত্রী। তিনি জানান, পার্থ চট্টোপাধ্যায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। তাই তড়িঘড়ি তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। তদন্ত চলছে। প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত কাউকে দোষী হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। অপরাধ করলে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করা হবে। আমি যুব সভানেত্রী হিসাবে বলতে পারি কুন্তল ঘোষকে নিরাপত্তা দেওয়ার মতো কোনও অভিসন্ধি আমাদের নেই। সায়নী ঘোষের এই মন্তব্যের পরই প্রশ্ন উঠছে তবে কী শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত কুন্তলের ডানা ছাঁটতে চলেছে তৃণমূল। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতো তাঁর বিরুদ্ধেও তৃণমূল ঘাসশিবির কোনও ব্যবস্থা নেয় কিনা, সেটাই এখন দেখার। প্রসঙ্গত উল্লখ্য, চিনার পার্কে কুন্তল ঘোষের জোড়া ফ্ল্যাটে তল্লাশির পর গত ২১ জানুয়ারি তাকে গ্রেপ্তার করে ইডি। তারপর থেকে ইডি হেফাজতে রেখেই জেরা করা হচ্ছে তাকে। প্রথম দিকে ইডি আধিকারিকদের তদন্তে অসহযোগিতা করছিলেন কুন্তল ঘোষ। তবে টানা জেরায় ভেঙে পড়েন তিনি। তদন্তকারীদের প্রশ্নের জবাবে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে জেলবন্দি রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করে বসেন। তাঁর দাবি, সেক্রেটারি মারফৎ পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে ১৫ কোটি টাকা দিয়েছেন। কুন্তলের দাবি আদৌ সত্যি কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে, আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ৪৮ ঘণ্টা অন্তর কুন্তলের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা হচ্ছে। বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে শারিরীক পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় তাঁর। তবে রবিবার আশ্চর্যজনকভাবে তাকে আর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়নি। পরিবর্তে সিজিও কমপ্লেক্সে আসেন তিন চিকিৎসক।

উত্তরপাড়ায় ৩১ তম বিজ্ঞান মেলা

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া, ২৯ জানুয়ারি ঃ উত্তরপাড়া পৌরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডে মাখলা মনসাতলা এলাকায় মাখলা সায়েন্স ক্লাবের উদ্যোগে ৩১ তম বিজ্ঞান মেলা উদ্বোধন করেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান শ্রী দিলীপ যাদব। এই বিজ্ঞান মেলা ৮ দিন ব্যাপী সায়েন্স ক্লাব প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অনুষ্ঠানটি ফিতে কেটে উদ্বোধন করেন পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা এই সাইন্স ক্লাবে বিজ্ঞানমেলায় যোগদান করে চলছে বিজ্ঞান প্রদর্শনী। এই সঙ্গে আট দিনব্যাপী হবে নানা অনুষ্ঠান। এদিন উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়ার পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব উত্তরপাড়া পুরসভার সিআইসি শ্রী ইন্দ্রজিৎ ঘোষ ভাইস চেয়ারম্যান তথা এলাকার কাউন্সিলর খোকন মন্ডল। ডানকুনি পুরসভার চেয়ারপার্সন হাসিনা শবনম ও বেশ কয়েকজন কাউন্সিলর এবং বিশিষ্ট অতিথিরা। মাখলা সায়েন্স ক্লাবের সম্পাদক তথা ভাইস চেয়ারম্যান খোকন মন্ডল জানালেন এবার ৩১ তম বিজ্ঞানমেলা অনেক স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এ বিজ্ঞান মেলায় যোগ দিয়েছে। চলছে বিজ্ঞান প্রদর্শনী সাধারণ মানুষ যাতে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন না হয় সেই জন্য এই ব্যাপারে তাদের সচেতন করা, সাধারণ মানুষের পাশে আমরা আছি, ছিলাম থাকবো সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সমাজসেবার কাজে এগিয়ে এলো হাওড়ার বিজয়ী বয়েজ ক্লাব

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৯ জানুয়ারি ঃ আড়ম্বর বাদ দিয়ে সরস্বতী পুজোর বাজেট কাটছাঁট করে এবার সমাজসেবার কাজে এগিয়ে এলো হাওড়ার বিজয়ী বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্যরা। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া

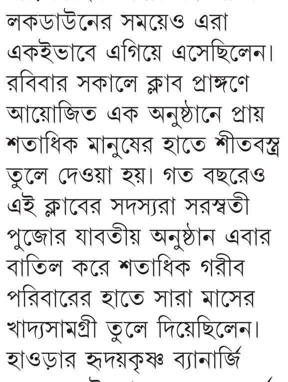

কিছু পরিবারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁরা। এর আগে লকডাউনের সময়েও এরা একইভাবে এগিয়ে এসেছিলেন। রবিবার সকালে ক্লাব প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রায় শতাধিক মানুষের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। গত বছরেও এই ক্লাবের সদস্যরা সরস্বতী পুজোর যাবতীয় অনুষ্ঠান এবার বাতিল করে শতাধিক গরীব পরিবারের হাতে সারা মাসের খাদ্যসামগ্রী তুলে দিয়েছিলেন। হাওড়ার হৃদয়কৃষ্ণ ব্যানার্জি লেনের এই ক্লাবের ২০তম বর্ষ সরস্বতী পুজোর মঞ্চ থেকেই রবিবার সকালে এই সমাজসেবামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন হাওড়া পুরসভার প্রশাসক মন্ডলীর ভাইস চেয়ারপার্সন দেবাংশু দাস, প্রাক্তন মেয়র পারিষদ দিব্যেন্দু মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন জনপ্রতিনিধি ব্রতেন দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

চেয়ারম্যান, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে মহিলা কল্যাণ সংস্থা, শ্রীমতি শিবানী সিং, বিজয়ী দলের ক্যাপ্টেন, জেনারেল ম্যানেজার, জনাব চন্দ্র বীর রমনকে ট্রফি তুলে দিচ্ছেন। নিজস্ব চিত্র।

আগরতলা-সেকেন্দ্রাবাদ-আগরতলা স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা অব্যাহত

মালিগাঁও, ২৯ জানুয়ারিঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে ০৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩ মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত সাপ্তাহিক আগরতলা-সেকেন্দ্রাবাদ-আগরতলা স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। পরিষেবার সম্প্রসারিত সময়সীমার সময় ট্রেনটি উভয় দিক থেকে বিদ্যমান স্টপেজ, সময়সূচি ও গঠনের সাথে চারটি ট্রিপের জন্য চলাচল করবে। ০৭০৩০নং (সেকেন্দ্রাবাদ আগরতলা) স্পেশাল ট্রেনটির পরিষেবা ০৬ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত ৪টি ট্রিপের জন্য সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ট্রেনটি প্রত্যেক সোমবার ১৬.৩৫ ঘণ্টায় সেকেন্দ্রাবাদ থেকে রওনা দিয়ে বৃহস্পতিবার ০৩.০০ ঘণ্টায় আগরতলা পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ০৭০২৯নং (আগরতলা সেকেন্দ্রাবাদ) স্পেশাল ট্রেনটির পরিষেবা ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩ মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত ৪টি ট্রিপের জন্য সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ট্রেনটি প্রত্যেক শুক্রবার ০৬.১০ ঘণ্টায় আগরতলা থেকে রওনা দিয়ে রবিবার ১৬.১৫ ঘণ্টায় সেকেন্দ্রাবাদ পৌঁছবে। এই স্পেশাল ট্রেনটি গুঃটুর, বিজয়ওয়াড়া, বিশাখাপট্টনম, খুর্দা রোড, ভুবনেশ্বর, কটক, খড়গপুর জং., মালদা টাউন, নিউ জলপাইগুড়ি জং., নিউ বঙাইগাঁও জং. (ভায়া গোয়ালপাড়া টাউন), গুয়াহাটি, বদরপুর জং., নিউ করিমগঞ্জ ও ধর্মনগর রেলওয়ে স্টেশন হয়ে চলাচল করবে। আগরতলা সেকেন্দ্রাবাদ আগরতলা স্পেশাল ট্রেনটিতে এসি ২'টিয়ার, এসি ৩'টিয়ার, শয়ন শ্রেণি, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি, লাগেজ কাম গার্ড ভ্যান সহ মোট ২০টি কামরা থাকবে। এই ট্রেনের স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ৬০ সংখ্যা, সোমবার, ১৫ মাঘ, ১৪২৯

চিনে করোনা

চিন দেশে করোনা সংক্রমণ আবার বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। ফলে চিন প্রশাসন খুবই চিন্তিত। চিন দেশের নানজিংয়ের লুকো বিমানবন্দরের নয় কর্মীর দেহে করোনা ডেল্টা স্ট্রেন সংক্রমণ ধরা পড়েছে। আক্রান্তেরা সবাই ছিল সাফাই কর্মী। পরে আরও পজিটিভি রোগী ধরা পড়ে। নানজিং এবং তৎসংলগ্ন এলাকা জুড়ে বিশেষ করে জিয়াংসু প্রদেশে ডেল্টা স্ট্রেন ধরা পড়েছে। বেজিংও বাদ যায়নি। সেখানে দুই জনের করোনা পরীক্ষায় ডেল্টা ধরা পড়েছে। ছয় মাসের মধ্যে এই প্রথম চিন দেশে আবার করোনা দেখতে পাওয়া গেল। চিন দেশ খুবই তৎপরতার সঙ্গে করোনা সংক্রমণের মোকাবিলা করেছিল। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি কমাতে সক্ষম হচ্ছে। এবং অতি দ্রুত তারা প্রতিষেধক তৈরি করে ফেললেও সেই প্রতিষেধক কাজ দিচ্ছে না। কিন্তু চিন সরকার করোনা টিকা সঠিক পরীক্ষা না করে দ্রুত টিকা দিতে শুরু করে দিয়েছিল জনগণের ওপরে। তার ফলে আবার করোনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। রাশিয়ার 'স্পুটনিক ভি' করোনা প্রতিষেধক নিয়ে হু চিন্তা করছে। কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা চিনের করোনা প্রতিষেধককে সমর্থন করেনি। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে চিন প্রতিষেধক সম্পর্কে কোনও রিপোর্ট হু এর কাছে জমা দেয়নি। হু এর নির্দেশ ঠিক মতো পালন করেনি চিন। তার ফলে চিনের প্রতিষেধক দেওয়ার ব্যাপারে হু এর নিধেষাজ্ঞা ছিল। কিন্তু চিন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কথাকে মান্যতা না দিয়ে নিজের দেশের নাগরিকদের ভ্যাকসিন দিতে শুরু করে দেয়। তার ফলে চিন অতি দ্রুত করোনা সংক্রমণ কাটিয়ে উঠলেও আবার চিন করোনায় আক্রান্ত। চিনের নানজিং প্রদেশ থেকে ডেল্টা স্ট্রেন চিন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। চিনের ডেল্টা স্ট্রেন আসার ফলে ভারত খানিকটা আতঙ্কিত। চিনের ডেল্টা স্ট্রেন যদি কোনও রকমভাবে ভারতে প্রবেশ করে তাহলে তার ফল হবে মারাত্মক। কিন্তু ভারতের বহু অধিকাংশ নাগরিকদের টিকা নেওয়া হয়ে গিয়েছে। ১৩৫ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে প্রায় এখনও প্রায় মাত্র ৮৫ শতাংশ ব্যক্তির টিকাকরণ করা সম্ভব হয়েছে। ফলে ভারতের নাগরিকেরা করোনা ভয় থেকে উদ্ধার পেয়েছে। তবুও আমেরিকার বিদেশ সচিব ভারতকে আশ্বাস দিয়েছে যে তারা ওষুধ দিয়ে সাহায্য করবে। টিকা তৈরির রাসায়নিক এবং টিকা দিয়ে সহযোগিতা করবে ভারতকে। চিনের বিশেষ সূত্র থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে লুকো বিমানবন্দর থেকে সংক্রমণ ছড়িয়েছে চিনের অন্তত দশটি শহরে। ইতিমধ্যে চিন আবার সীমান্ত খুলে দিয়েছে। কিন্তু প্রশাসনিক কাজ সব কিছুই ঘর থেকে করার হুকুম দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট কিম। চিন দেশের সরকারি সংবাদপত্র গ্লোবাল টাইমস জানিয়েছে সংক্রমণ ধরা পড়ার পর থেকে বিমান চলাচল বন্ধ করে রাখা হলেও জরুরীর ক্ষেত্রে বিমান চলবে। জিয়াংসু প্রদেশের কয়েক লক্ষ বাসিন্দাদের করোনা সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছে। চিনের করোনা বিরোধী টাস্কফোর্সের সদস্য লু জিং বলেছেন, আমরা খুবই চিন্তিত। করোনার নয়া স্ট্রেনের সঙ্গে মোকাবিলা করতে চিন প্রশাসন সব রকমের শক্তি প্রয়োগ করছে। চিনের সেনা বাহিনীর সদস্যরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। খুলে দেওযা হয়েছে রাখা হয়েছে ইন্টারনেট, কাফে, জিম, সিনেমা হল, বার ও লাইব্রেরী। জরুরী কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদেরকে রাস্তায় চলাচল করছে। এদিকে চিনের ডেল্টা স্ট্রেন সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ভারত কোনও চিন্তা করছে না। ভারত একন করোনা সংক্রমণের সঙ্গে লড়াই করে জিতে গিয়েছে। চিনের ভারতীয় দূতাবাসের কর্মীদের সতর্ক হয়ে থাকতে বলা হয়েছে। বহু স্থানে ভারতীয় দূতাবাসের দরজা সাময়িক বন্ধ করে রাখা হয়েছে। বিমান চলাচল স্বাভাবিক হলে এবং চিনের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হলে তবেই ভারতীয় দূতাবাস খোলা হবে এবং চিনের নাগরিকদের ভিসা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। এদিকে চিন করোনা কীভাবে মোকাবিলা করছে তার রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক। চিনের বিদেশ মন্ত্রকের সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও ভারতের সঙ্গে চিনের কূটনীতি সম্পর্ক বড় একটা ভালো অবস্থায় নেই। তবুও করোনা ভাইরাসের ব্যাপারে চিন কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে তার রিপোর্ট চাওয়া যেতে পারে বলে বিদেশ মন্ত্রক সূত্র থেকে জানা গিয়েছে। করোনা সংক্রমণটা এখন আন্তর্জাতিক সমস্যা হয়ে দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে বলা হয়েছে সব দেশ রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। চিনের সূত্র থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে বেজিংয়ের আক্রান্তরা হুনানের একটি মুক্ত মঞ্চে নাটক দেখতে শুরু করেছে। তার ফলেই সংক্রমণের শিকার হচ্ছে। কারণ সেখানে দর্শকদের মধ্যে নানজিংয়ের মানুষও ছিল। চিনের হুনানে ওই মুক্ত মঞ্চের উপস্থিত তিন হাজার দর্শক উপস্থিত ছিল। তৃতীয় ঢেউ আসার সময় এসে গিয়েছে। কিন্তু ভারত তৃতীয় ঢেউকে সামাল দিয়েছে দক্ষতার সঙ্গে। চতুর্থ ঢেউকে কীভাবে রোখা যেতে পারে তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা চিন্তাভাবনা করতে শুরু করেছেন। তাঁরা বলতে শুরু করেছেন যে যাঁরা কোভিশিল্ড বা কোভ্যাকসিন নিয়েছেন তাঁদের কোনও ভয় নেই। কোভিশিল্ড নেওয়ার ফল শরীরে যে অ্যান্টিবডি তৈরি হচ্ছে তা দিয়ে তৃতীয় এবং চতুর্থ ঢেউকে রোখা সম্ভব হবে। চতুর্থ ঢেউ আসে উপস্থিত হলেও সে কিন্তু ভারতবীসাদের কোনও ক্ষতি পারেনি। ভারত বায়োটেকের টিকা নিয়ে ব্রাজিল বেশ উত্তপ্ত ছিল। ভারত বায়োটেক ব্রাজিলকে কোভ্যাক্সিন দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ব্রাজিল কোভ্যাক্সিন টিকা গ্রহণ করেনি। তার ওপরে কাতারে অনুষ্ঠিত ফিফা বিশ্বকাপ খেলার একটা চাপ কাজ করেছে। টিকা নিয়ে তদন্ত চলছে। ব্রাজিলের নয়া প্রেসিডেন্ট লুলা এসে উপস্থিত হয়েছেন।নতুন প্রেসিডেন্ট লুলা ভারতের সঙ্গে টিকার ব্যাপারে কথা বলতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে করোনা টিকা কোভ্যাক্সিনকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। ভারত সরকার বায়োটেকের সঙ্গে আগাগোড়া যোগাযোগ রেখে চলেছে। ইউরোপের প্রায় ১৫টি

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

যার কাছ থেকে সকল ধরনের সহযোগীতা পেয়ে, পালন পোষণ পেয়ে আজ আমি পূর্ণ, তার শরীর হতে আমার শরীর আর এই মহান মানুষটিকেই আমরা পিতা বলি।।।।

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, দেশ ও দশের উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। মানব জীবনের আর্থিক উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। শিক্ষায় উন্নতি লাভ করতে হবে। ভক্তিবাদকে জাগরিত করতে হবে। নারীর উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। মাতৃশক্তি দিয়ে বিশ্বের উপকার করতে হবে। মহৎ শক্তির দ্বারা নিজেকে পরিচালিত করার অধিকারকে অর্জন করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে বিশ্বের সেরা বড় শক্তি। মানব শক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার জগতের উন্নতি সাধন করতে হবে। রাষ্ট্রের বা দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাকে ব্যবহার করতে হবে। মাতৃভক্তি এবং মাতৃশক্তির দিয়ে দেশকে আপ্লুত করতে হবে। সমগ্র ভারতবাসীকে জাগিরত করতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা ভবতারিণী কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন।

বাংলার বলিষ্ঠ সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষ

রবীন্দ্রকুমার শীলৃ

আজকের যুগে সাংবাদিক গৌর কিশোর ঘোষের নাম করতে হবে। পাশাপাশি সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত নাম করতে হয়। সেই সময়ে এই সব সাংবাদিকদের অবাধ লেখার অধিকার দিয়েছিলেন সম্পাদক অশোক কুমার সরকার। এমারজেন্সির সময়ে এই দুই সাংবাদিক কারাগারে বন্দি হয়েছিলেন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় সেই সময়ে এই দুই সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছিলেন। তাঁর কিন্তু জেলে যাওয়ার ভয়ে তাঁরা গা ঢাকা দেননি। সাহসের সঙ্গে জেলে গিয়ে বসবাস করেছিলেন। তারপরে মুক্তি পেলে তাদের কলম আবার গর্জন করতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনও নীতিকে একেবারে বেদ বাক্য বলে তাঁরা গ্রহণ করেনি। তার ফলে সরকার এই দুই সাংবাদিককে যথেষ্ট ভয় পেত। তারা কি লিখছে তার ওপরে গোয়েন্দা বিভাগের নজর ছিল। বহু সময়ে তাঁদের লেখার ওপরে কাচি চালানো হতো। তবুও তারা কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেননি। এমারজেন্সির ভয়াবহতা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা হনন করার প্রক্রিয়া চালু করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কলম প্রকাশ হতে শুরু করে। সরকার এই সব সাংবাদিকদের চলাফেরার ওপরে নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছিল। এমনকী এদের সঙ্গে কারা দেখা করতে আসছে তার তালিকাও তৈরি করেছিল গোয়েন্দা বিভাগ। জামাই আদর কোনও সময়ে সরকারের কাছ থেকে পাননি। বাংলা টাইপরাইটারে এক আঙ্গুল দিয়ে খটাখট শব্দ তুলে টাইপ করতেন সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষ। যতক্ষণ না লেখা শেষ হচ্ছে ততক্ষণ তিনি লিখেই চলতেন। লেখা শেষ হলে তবেই তিনি হাঁফ ছেড়ে বাইরে দাঁড়াতেন। চলছিল সাপ্তাহিক লেখা 'গৌড়ানন্দ কবি ভনে'। খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল 'দেশ' পত্রিকার পাঠকদের কাছে। সব সময়ে তিনি ছিলেন একেবারে আপনজন। কারোর কাছে তিনি পর ছিলেন না। সারা জীবন কাজ ছাড়া আর অন্য কোনও দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না। প্রয়োজন হলে সারা দিন ধরেই লেখা শুরু করতে দিতেন। থামার কোনও লক্ষণই দেখতে পাওয়া যেত না। ভারী ফ্রেমের চশমা, হাফ পাঞ্জাবি বা ফতুয়া, ধুতি পরে চলাফেরা করতেন। গৌরকিশোর ঘোষ তখন সাংবাদিক জগতে একটি অন্যতম আইকন বলা যেতে পারে। একাই একটি সংবাদপত্রকে পরিচালনা করার দায়িত্ব বহন করতে কোনও দ্বিধাবোধ করতেন না। প্রতিবাদী লেখা লিখতে তাঁর মতো জুরী ছিলেন বরুণ সেনগুপ্ত। এই দুইজনকেই জরুরী অবস্থার সময়ে কারাগারে যেতে হয়েছিল। পরে অল্প কয়েক বছরের জন্য 'আজকাল' পত্রিকার সম্পাদক হয়ে চলে গিয়েছিলেন। পরে আবার নিজের পুরানো কাজের ঘরে ফিরে এসেছিলেন। কলকাতা ইনফরমেশন সেন্টারে তখন বসতো সাহিত্য বাসর। সেখানে যোগ দিতেন তরুণ সান্যাল, গৌরকিশোর ঘোষ, পরিমল গোস্বামী, প্রবোধচন্দ্র সেন, সতীকান্ত গুহ সহ আরও অনেকে। সেখানে চলতো সরস আলোচনা। কখনও আবার গুরু গম্ভীর আলোচনা করতে দেখা গিয়েছে। তবে বেশির ভাগ সময়ে রসসমৃদ্ধ আলোচনাই প্রাধান্য লাভ করতো। রসে বশে বাঙালি। অভিজ্ঞতার অফুরান জ্ঞান ভাণ্ডারের অধিকারী ছিলেন গৌরকিশোর ঘোষ। জন্ম গ্রহণ করেন আধুনা বাংলাদেশের যশোরে। ম্যাট্রিক পাশ করেছেন নবদ্বীপের একটি স্কুল থেকে। ইন্টারমিডিয়েটের পর আর শিক্ষালাভ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি।

১৯৫৩ সালে সাংবাদিকতায় আসার আগে বিভিন্ন স্থানে কাজ করেছেন। জাহাজের খালাসি থেকে শুরু করে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, হোটেলের বেয়ারা, নাচের দলের ম্যানেজার, আবার কখনও করেছেন মাস্টারি। তিনি জুতো সেলাই থেকে চন্ডী পাঠ পর্যন্ত। ভদ্র সমাজের ভাষায় যেসব একাজ কুকাজ হিসাবে চিহ্নিত সেই সব কাজ তিনি করেছেন নির্দ্বিধায়। একজন দক্ষ সাংবাদিক হতে গেলে যা যা গুণ থাকার প্রয়োজন তার সবটাই আমরা দেখতে পাই তাঁর মধ্যে। তাঁর লেখাই তাঁকে সম্মান এনে দিয়েছে। প্রতি লেখার মধ্যে একটি নিজস্বতার ছাপ থাকতো। একেবারে অন্যদের থেকে আলাদা। মন্ত্রী থেকে শুরু করে সরকারি আমলারা তাঁকে যথেষ্ট সমীহ করে চলতেন। দরিদ্র খেত মজুর, কৃষক, শ্রমিকদের প্রতি তাঁর বেশ সহানুভূতি ছিল। সাহিত্য রসিকতাকে সামনে রেখে কীভাবে সংবাদ তৈরি করা যায় সেই কৌশলটা রপ্ত করেছিলেন গৌরকিশোর ঘোষ। পরবর্তীকালে বহু সাংবাদিক তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তাঁর এই রস সাহিত্য এবং ব্যঙ্গ সাংবাদিকতার জন্য বহু সময়ে সম্পাদককে নিন্দা কথা শুনতে হয়েছে। গৌরকিশোরকে সাবধানে লিখতে বলুন বলে টেলিফোনেও বহু বার্তা এসেছিল সম্পাদকের কাছে। আবার সেই গৌরকিশোর সম্পাদক চপলাকান্ত ভট্টাচার্যকে রাতের বেলায় বারবার বিরক্ত করেছেন। মজা করাতে তাঁর জুরি মেলা ভার ছিল। তিনি নিজেও যেমন মজা করে সংবাদ লিখতেন আবার কাজে কর্মেও মজা করতেন। ইংরেজি দৈনিক হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ডের সম্পাদক সুধাংশু বোসের বিরুদ্ধে আদালতের গ্রেফতারি পরোয়না জারি হল। তখন গৌরবাবু ছিলেন জুনিয়র সাংবাদিক। মাঝ রাতে সরাসরি সম্পাদক চপলাকান্ত ভট্টাচার্যকে ফোন করে বসলেন। শীতকাল। দোতলা থেকে একতলায় নেমে এসে ফোন ধরলেন সম্পাদক। গৌরবাবু জানতে চাইলেন, খবরটা কি লেখা হবে। সম্পাদক বললেন, সুধাংশু কাছ থেকে জেনে নিও। পরে জেনে যদিও নিয়েছিলেন খবরটা লেখা হবে না। কিন্তু গৌরবাবুর মজা থেমে থাকেনি। আবার তিনি সম্পাদকদের ফোন করলেন। জানতে চাইলেন, যদি স্টেটসম্যান খবরটা প্রকাশ করে তাহলে কি খবরটা লেখা হবে না? সম্পাদক বুঝতে পারলেন, গৌর মজা করতে শুরু করে দিয়েছে। তিনি গৌরকে অফিস ছেড়ে বাড়ি যেতে আদেশ করলেন। সাংবাদিক সুখরঞ্জন দাশগুপ্তের সঙ্গে গৌরকিশোর ঘোষের সঙ্গে সম্পর্ক খুবই ভালো ছিল। প্রায় সময়ে দুই জনে মিলে বহু খবর সংগ্রহ করেছেন।

প্রধান সম্পাদক শিবদাস ভট্টাচার্য গৌর

কিশোরের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে তাঁকে 'নন্দাঘুন্টি শৃঙ্গ অভিযানের সংবাদ করতে পাঠিয়ে দিলেন ১৯৬০ সালে। এই রকম পবর্ত অভিযান নিয়ে সংবাদ আর কোনও সংবাদপত্রের প্রকাশ করার কথা চিন্তা করতে পারতো না। পবর্ত অভিযান সংবাদ তো নয় যেন একটি অন্য স্বাদের সাহিত্য রচনা হয়েছে। সেই সময়ে তাঁর সঙ্গী ছিলেন চিত্র সাংবাদিক বীরেন সাহা। গৌর কিশোর ঘোষের দুই মেয়ে। বড় জনের নাম হচ্ছে সাহানা এবং ছোট জনের নাম হচ্ছে সোহিনী। ১৯৭৫ সালে ঠিক পুজোর ঠিক আগেই গৌরকিশোর ঘোষকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তখন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। 'কলকাতা' পত্রিকাতে গৌরকিশোর ঘোষের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে জরুরী অবস্থা নিয়ে প্রতিবাদ ছিল। প্রতিবাদ করা হয়েছিল বাক স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার এবং মত প্রকাশের অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য। গণতন্ত্রের মৃত্যু হয়েছে বলে মাথা নাড়া হয়ে অশৌচ তিনি পালন করেছিলেন। আগেই বলেছি তিনি যেমন রঙ্গ করে সাহিত্য রচনা করতেন আবার রঙ্গকে জীবন সঙ্গী করে নিয়েছিলেন। তখন কেউ যদি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন, দাদা কে মারা গিয়েছেন? তাহলে তিনি উত্তর দিতেন, গণতন্ত্র পরলোক গমন করেছে। বাক স্বাধীনতা মারা গিয়েছে। তখন তিনি থাকতেন চুনী বাবুর বাজারের কাছে। সেই ঠিকানায় বহু নেতাদের যাতায়াত ছিল। রাতের বেলায় বেল বাজিয়ে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। জেলে সাধারণ কয়েদির মতো ছিলেন। পরে রাজবন্দির মর্যাদা আদায় করেন।

খুবই সাধারণ জীবন যাপন করতেন গৌরকিশোর ঘোষ। এক সময়ে তাঁকে সিআইএ'র এজেন্ট বলে রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। চুনীবাবু বাজারে তাঁর বিলাসবহুল ফ্লাট। পরে দেখতে পাওয়া গেল তিনি একটি ছোট ঘরে তক্তা পোষের ওপরে জীবন যাপন করছেন। বাড়ি গাড়ি ব্যাপারে তিনি ছিলেন একেবারে উদাসীন। জীবনের শেষ দিকে উল্টোডাঙ্গার বিধান নিবাসে একটি নিজস্ব ফ্লাট হয়। স্ত্রী শীলা ঘোষ তাঁর ওপরে নজর রাখতেন। ১৯৭০ সালে নকশাল আন্দোলন। তখন তাঁকে নকশালদের কোপে পড়তে হয়েছিল। নকশালরা তখন দেওয়ালে লিখতে শুরু করে দিয়েছিল, ' গৌরকিশোর ঘোষের মুণ্ডু চাই।' সেই সময়ে তাঁর বহু বন্ধুলোকেরা পরামর্শ দিয়েছিল বরাহনগর ত্যাগ করে চলে যেতে। কিন্তু তিনি পাড়া ছেড়ে চলে যেতে চাননি। নকশালদের প্রতি পুলিশের নির্বিচারে অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর 'রূপদর্শী' কলমে গর্জে ওঠে। ১৯২২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংস নিয়ে সম্প্রীতির বার্তা তিনি সবার কাছে পৌঁছে দিতেন। র‍্যাডিকাল হিউম্যানিস্ট মতে বিশ্বাসী ছিলেন গৌরকিশোর ঘোষ। ছিলেন মানবতাবাদী, সংস্কাররহিত উদারপন্থী মানুষ। বিবাহ করেছিলেন বাড়ির অমতে। প্রেম করেই। প্রচলিত রীতি নীতিকে অবজ্ঞা করাই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। ফুলশয্যার দিন সবাইকে পাঁচ টাকার প্রবেশ মূল্য দিতে হয়েছিল। এর থেকে বাদ যাননি তাঁর পিতাও। সাংবাদিকতার জন্য ১৯৮১ সালে ম্যাগসাইসাই পুরস্কার পেয়েছিলেন। তার এক বছর আগেই ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হল 'সাগিনা মাহাতো'। চা বাগানের শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা করা নিয়ে আন্দোলন। তাঁদের নেতা ছিলেন সাগিনা। তাঁর অন্যান্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে 'পশ্চিমবঙ্গ এক প্রমোদ তরণী', 'হা হা', 'প্রেম নেই', 'জল পড়ে পাতা নড়ে' প্রভৃতি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে মিশেলে যে রঙ্গব্যঙ্গ সৃষ্টি হয় তারই স্বাদ পাওয়া গেল গৌরকিশোর ঘোষের 'ব্রজদার গুল্পসমগ্র' পড়ে। অন্য ধরনের রস সাহিত্য সম্ভার। ক্রীড়া সাংবাদিক ব্রজনাথ রায়কে সামনে রেখে তিনি গুল্প কাহিনী রচনা করেছিলেন। 'রূপদর্শী'র কলমে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতো। পরে 'ব্রজবুলি' নাম দিয়ে একটি সিনেমা তৈরি করা হয়। মহানায়ক উত্তম কুমার অভিনয় করেন। সঙ্গীতের ব্যাপারে গৌরবাবুর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। শচীন দেববর্মণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। সন্তোষকুমার ঘোষ এবং গৌরকিশোর ঘোষকে এক সময়ে বহু জন যমজ ভাই বলে মনে করতো। তাঁর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়, চারু মজুমদার, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যেমন পরিচয় ছিল তেমনিই ছিল শিল্প সংস্কৃতি বিশিষ্ট জনদের সঙ্গে। গৌরকিশোর ঘোষ এখন বলতে গেলে সাংবাদিক জগতে একটি 'ব্রাণ্ড নেম'। জন্ম তাঁর বাংলাদেশের যশোর জেলার হাট গোপালপুর গ্রামে। এবং সত্তর বছর বয়সে ২০০০ সালে তিনি কলকাতায় ইহলোক ত্যাগ করেন।

১৯৫৩ সালে সাংবাদিকতায় আসার আগে বিভিন্ন স্থানে কাজ করেছেন। জাহাজের খালাসি থেকে শুরু করে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, হোটেলের বেয়ারা, নাচের দলের ম্যানেজার, আবার কখনও করেছেন মাস্টারি। তিনি জুতো সেলাই থেকে চন্ডী পাঠ পর্যন্ত। ভদ্র সমাজের ভাষায় যেসব একাজ কুকাজ হিসাবে চিহ্নিত সেই সব কাজ তিনি করেছেন নির্দ্বিধায়।

জাপানি নেতাদের দোষী সাব্যস্ত করাতে বিচারপতি রাধাবিনোদ পাল ট্রাইব্যুনালের অধিকাংশের রায়ের সঙ্গে একমত হতে পারেননি

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ এই পেশায় ঈর্ষণীয় পসার ছিল তার। বিভিন্ন সময়ে আইন ও বিচারক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একজন খ্যাতিমান আইন বিশারদ হিসেবে ১৯২৭ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত রাধাবিনোদ ভারত সরকারের আয়করসংক্রান্ত আইনউপদেষ্টা নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে সফলতা ও প্রজ্ঞার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। ড. রাধাবিনোদ পালের আইনবিশেষজ্ঞ হিসেবে প্রথম আন্তর্জাতিক যোগাযোগ স্থাপিত হয় ১৯৩৭ সালে ইন্টারন্যাশনাল ল' অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যপদ লাভের মাধ্যমে। ওই বছর হেগএ Congress of Comparative Law-এর দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, ওই অধিবেশনে তিনি যুগ্মসভাপতি নির্বাচিত হন International Academy of Comparative Law-এর। আইনবিষয়টি গভীরভাবে জড়িয়ে ছিল রাধাবিনোদের মনেমননে তার অস্তিত্বের সঙ্গে। একমাত্র গর্ভধারিণী মায়ের কারণে আইনকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন, ছিলেন বিচারক, আইন ‐পঠন ‐পাঠনগবেষণা এবং আইন সম্পর্কে গ্রন্থরচনায় রেখেছেন মেধাপ্রজ্ঞাকৃতিত্বের স্বাক্ষর। ড. রাধাবিনোদ পালের পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞার পরিচয় ছড়িয়ে আছে তার আইনবিষয়ক পুস্তক ও রচনায়। ১৯৪৬ সালে রাধাবিনোদ পাল International Military Tribunal For The Far Eastþএর অন্যতম বিচারক নিযুক্ত হন, যা তার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি রচনার সুযোগ করে দেয়। সেই বিষয়টিই তার সম্বন্ধে সম্যক আলোচনার মুখ্য অধ্যায়। ১৯৪৬ সালে তিনি কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে জন্মস্থান কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের ছালিমপুরে গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসেন। ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে রাধাবিনোদ পাল দূরপ্রাচ্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইব্যুনালের একজন বিচারপতি হিসেবে যোগদানের আমন্ত্রণ পান।দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে জাপানের আত্মসমর্পণের পর মিত্রশক্তি তাদের বিবেচনায় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের যুদ্ধে জাপানের সম্পৃক্ততা এবং বিশ শতকের ত্রিশ এবং চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে জাপানে সমরবাদের উত্থানের জন্য যেসব জাপানি নেতা ও জেনারেল দায়ী ছিলেন তাদের বিচারের আয়োজন করে। মিত্রশক্তির সর্বাধিনায়ক ডগলাস ম্যাক আর্থার পটসডাম ঘোষণা দ্বারা অর্পিত ক্ষমতাবলে দূরপ্রাচ্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করেন। পরবর্তী সময়ে এই ট্রাইব্যুনালে জাপানের প্রধান প্রধান অভিযুক্ত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয় (১৯৪৬-১৯৪৮) এবং তাতে জাপানের আটজন শীর্ষস্থানীয় নেতার মৃত্যুদণ্ড এবং আরও ১৭ জনকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ট্রাইব্যুনাল গঠনে সর্বমোট ১১ জন বিচারককে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। ট্রাইব্যুনালের অধিকাংশ সদস্য যুদ্ধাপরাধের দায়ে জাপানি নেতাদের দোষী সাব্যস্ত করেন এবং আন্তর্জাতিক আইনে তাদের সাজা দেন। কিন্তু এ ট্রাইব্যুনালের ভারতীয় বিচারপতি রাধাবিনোদ পাল ট্রাইব্যুনালের অধিকাংশের রায়ের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তিনি ভিন্নমত পোষণ করে একটি রায় প্রদান করেন এবং অধিকাংশ বিচারকের রায়ের সঙ্গে একমত পোষণ করতে অস্বীকৃতি জানান। তার দীর্ঘ ৪০০ পৃষ্ঠার রায়ে রাধাবিনোদ পাল দেখিয়েছেন যে, বিবাদী পক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো আইনের চোখে টেকে না। তিনি আরও মন্তব্য করেন যে, সব সাক্ষ্য প্রমাণাদি খুবই দুর্বল এবং তাতে বিজয়ীদের দৃষ্টিভঙ্গী ও খেয়ালখুশির প্রতিফলন ঘটেছে। দূরপ্রাচ্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইব্যুনালের একজন অন্যতম বিচারপতি রাধাবিনোদ প্রদত্ত ভিন্নমত পোষণকারী রায়টি একদিকে আন্তর্জাতিক আইনের ইতিহাসে এবং অন্যদিকে যুদ্ধ ও শান্তির ইতিহাসে অসাধারণ গুরুত্ব বহন করে। এতে যুদ্ধ ও শান্তির দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইতিহাসের আইনগত ভিত্তির দালিলিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ড. রাধাবিনোদের ভিন্নমত পোষণকারী রায়ের মূল প্রশ্ন ছিল, যারা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাদের নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী ট্রাইব্যুনাল গঠন করার এবং নিজেদের শর্তানুযায়ী পরাজিত শত্রুদের বিচার করার নৈতিক ও আইনগত এখতিয়ার আছে কি না। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠনে জাপানের কোনো ভূমিকা ছিল না। বিচারপতি রাধাবিনোদ পাল বিজয়ী পক্ষের একতরফাভাবে প্রণীত বিচারের দিক নির্দেশনা ও বিধিনিয়ম দ্বারা চালিত হতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। নেদারল্যান্ডের একজন এবং ফিলিপাইনের একজন বিচারপতি রাধাবিনোদকে যদিও নৈতিক সমর্থন যুগিয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রদত্ত রায়কে অনেকটা বাধ্য

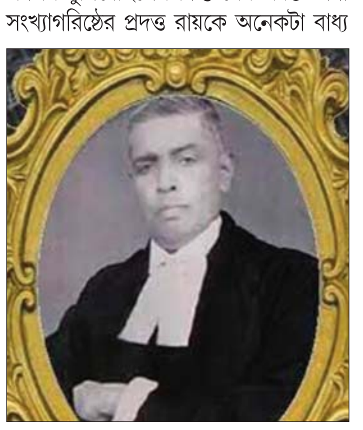

হয়েই মেনে নিয়েছিলেন। ট্রাইব্যুনালের অধিকাংশ বিচারক রাধাবিনোদ পালের ভিন্নমতের রায়কে এশিয়ায় ইউরোপীয় আধিপত্যের বিরোধী একজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদীর পাশ্চাত্য বিরোধী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ বলে আখ্যায়িত করেন। রাধাবিনোদ পালের আরও বক্তব্য ছিল এই যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে বিকাশ লাভ করা আন্তর্জাতিক আইনের বেশিরভাগই টোকিও ট্রাইব্যুনাল আমলে নেয়নি। বিচারপতি ড. পাল তার বিশাল রায়ে অনুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে জাপানের অভিযুক্ত সামরিক বেসামরিক ব্যক্তিবর্গকে স্পষ্ট নির্দোষ ঘোষণা এবং তাদের বিরুদ্ধে সকল অভিযোগ নাকচ করে দেন। সাংবাদিক লেখক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ড. পালের রায়ের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন, অবশেষে ড. পাল মন্তব্য করিয়াছেন যে, বিজয়ী পক্ষ কার্যত নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই সমস্ত আন্তর্জাতিক আদালত গঠন করিয়াছেন এবং সেই সমস্ত আদালতকে আইন ও বিচারের ছদ্মবেশ পরাইয়াছেন। কিন্তু বিজয়ী পক্ষ কখনও বিজিতকে ন্যায়বিচার দিতে পারেন না। কারণ আদালত যদি রাজনীতির মধ্যে শিকড় গাড়িয়া বসে, তবে ন্যায়বিচারের যতই মুখোশ পরানো হোক না কেন, 'তখন ন্যায়বিচার শুধু বলশালী পক্ষের স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারে পরিণত হয় মাত্র' ('দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিমুদ্রণ কলকাতা, এপ্রিল ১৯৮২ পৃ. ১২৭৬)। ড. রাধাবিনোদ পাল তার এই রায়ে বিবেচনায় এনেছিলেন রাজনৈতিক, মানবিক ও আইনি প্রসঙ্গ। বিশ্বের খ্যাতিমান আইনজ্ঞরা ড. পালের এই রায়ের উচ্চপ্রশংসা করেছিলেন এদের মধ্যে উল্লেখ করতে হয় Lord Hankey, Professor W Friedmann, Professor Gordon Ireland, R. T. Paget, Justice Douglas প্রমুখের নাম। Professor W Friedmann- এর ১৯৫১ সালে প্রকাশিত হয় 'An Introduction of World Politics' বইটি তাতে তিনি বলেছেন আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে ট্রাইব্যুনালের বিচারক হিসেবে ড. পালের গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি 'shared by distinguished lawyers of many nations.' টোকিও ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত American Counsil সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে মন্তব্য করেছেন বিচারপতি ড. রাধাবিনোদ পাল ছিলেন 'the most qualified best balanced and scholarly of the entire Bench. এই মূল্যায়ন বিচারক হিসেবে ড. পালের উচ্চতা ও আইনি জ্ঞানের গভীরতাকে নির্দেশ করে। সত্তর বছর পরেও ড. পালের রায় একটি জাতিকে আলোড়িত করে চলেছে। তাই বিচারপতি পালের এই রায়কে ইতিহাসের অন্যতম 'ধ্রুপদি রায়' বলে গণ্য করা যায়। শ্রদ্ধাভক্তি কৃতজ্ঞতা ভালোবাসার অর্ঘ্য পরম আন্তরিকতায় জাপান নিবেদন করেছে ড. রাধাবিনোদ পালকে জীবিতকাল এবং জীবনাবসানের পরেও। জীবনের শেষ পর্বে ড. পালকে তারা নানাভাবে সম্মানিত করে। জাপান সম্রাট হিরোহিতো তাকে জাপানের সর্বোচ্চ রাজকীয় সম্মানে ভূষিত করেন। জাপানিদের কাছে বিচারপতি ড. পালের টোকিও মিলিটারি ট্রাইব্যুনালের ঐতিহাসিক রায় ছিল পবিত্র দর্শনগ্রন্থ বাইবেলের সমতুল্য। জাপানের ডিফেন্স কাউন্সিলের পক্ষ থেকে এক চিঠিতে ড. পালের এই রায়ের জাপানি ভাষায় অনুবাদ প্রকাশের অনুমতি চাওয়া হয়। তারা এই বইয়ের নাম 'The Bible of Peaceþþ by Hon. R. B. Pal's Verdict at the International Military Tribunal for the Far East' রাখার প্রস্তাব করেন। ডিফেন্স কাউন্সিল গ্রন্থসম্মানী দেওয়ার বিষয়ে যেকোনো শর্তে রাজি বলে জানান। কিন্তু শান্তিকামী ও মানবপ্রেমী ড. পাল এই চিঠির জবাবে সবিনয়ে জানিয়ে দেন, তার প্রাপ্য গ্রন্থসম্মানী পারমাণবিক বোমায় আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য ব্যয় করলে তিনি সবচেয়ে বেশি খুশি হবেন।ড. বিচারপতি রাধাবিনোদ পাল টোকিওর যুদ্ধাপরাধ বিচারের পর কয়েকবার জাপান সফর করেন। ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে তিনি জাপানের স্বনামধন্য মানবতাবাদী ইয়াসাবুরো শিমোনাকার আমন্ত্রণে জাপান গমন করেন এবং সে দেশের বিভিন্ন সমাবেশে শান্তির উপর বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৯৫২ সালের নভেম্বর মাসে বিশ্ব ফেডারেশন ও ন্যায়বিচার বিষয়ক এশিয়া সম্মেলনে তাকে সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। সম্মেলন শেষে হিরোশিমা (শান্তি) ঘোষণা গৃহীত হয়। এ সময়ে (১৯৫২-১৯৬৬) বিচারপতি রাধাবিনোদ জাপানি মন্ত্রিসভায় এবং টোকিও ও ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৯৫২ সালের আগস্টে তিনি জাতিসংঘের International Law Commissionþþএর সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৭‐এ আরেক গুরুদায়িত্ব বর্তায় তার ওপর হেগএ প্রতিষ্ঠিত Permanent Court of Arbitrationþ‐এর বিচারক হিসেবে। ১৯৫৮‐তে International Law Commission এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৫৯ সালে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে স্বদেশের সম্মানজনক 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করা হয় তাকে। একই বছর শিক্ষাবিদআইনবিদ ড. রাধাবিনোদ পালকে ভারত সরকার National Professor of Jurisprudence পদ প্রদান করে সম্মানিত করেন। দ্বিতীয়বারের জন্য তিনি International Law Commission এর চেয়ারম্যান হন ১৯৬২ সালে। আর কোনো বিচারপতি দু'বারের জন্য এই দায়িত্ব পাননি। বেঁচে থাকতে রাধাবিনোদ শেষ সম্মাননা লাভ করেন জাপান থেকে। মৃত্যুর একবছর আগে (অক্টোবর ১৯৬৬) জাপান সম্রাট হিরোহিতো তাকে প্রদান করেন First Order of Sacred Treasureú জাপানের এই সর্বোচ্চ সম্মান এবং সাথে 'Purple Ribon'ú জাপানের রাজধানী টোকিও অন্যতম বৃহৎ এভিনিউ এর নামকরণ করা হয় তার নামে।

কালিবাড়িতে পুজো দিয়ে শুরু হল জনসংযোগ

দুরন্ত বার্তা, নাগরাকাটা, ২৯ জানুয়ারি ঃ রবিবার নাগরাকাটায় ঐতিহ্যশালী কালিবাড়িতে পুজো দিয়ে জনসংযোগ কর্মসূচি শুরু করলেন 'দিদির দূত' জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তরা বর্মন। সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক কমিটির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর, জেলা পরিষদের মেন্টর অমরনাথ ঝা, সুলকাপাড়া অঞ্চল কমিটির সভাপতি লতিফুল ইসলাম, মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি মৌসুমী ভট্টাচার্য সহ অন্য নেতারা। এদিন সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩০টি বুথের বাসিন্দাদের সাথে উত্তরা বর্মন জনসংযোগ সারেন। দলের ব্লক সভাপতি সঞ্জয় কুজুর বলেন, মানুষের আশা-আকাঙ্খা, অভাব-অভিযোগ শোনার জন্যেই এই উদ্যোগ। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে সব ঐতিহাসিক প্রকল্পের মাধ্যমে বাসিন্দারা নানাভাবে উপকৃত হচ্ছেন দিদির সেই সুরক্ষা কবচগুলির কথাও দোরে দোরে তুলে ধরা হচ্ছে। এদিন সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দিদির দূত কর্মসূচিতে একাধিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। উত্তরা বর্মন সহ তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি মহুয়া গোপ দলীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। একটি জনসভা হবে পাটোয়ারী পাড়ায়। তাঁরা রাত্রিবাস করবেন মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি পিঙ্কি বেগমের বাড়িতে। সেখানে দলীয় কর্মীর বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজন কর্মসূচিও। সুলকাপাড়া অঞ্চল কমিটির সভাপতি লতিফুল ইসলাম বলেন, কর্মসূচি শুরু থেকেই সর্বত্র দারুন সাড়া মেলে।

শুরু সুবর্ণজয়ন্তী

দেবনাথ মোদক, ইন্দপুর, ২৯ জানুয়ারি ঃ তিনদিনের সুবর্ণজয়ন্তী পূর্তি ও পুনর্মিলন উৎসব শুরু হল ইন্দপুরের বনকাটি শ্রীদুর্গা উচ্চ বিদ্যালয়ে। রবিবার সকাল১১টা নাগাদ বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা মাথায় মঙ্গলঘট নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে বনকাটি গ্রাম পরিক্রমা করে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহা সমারোহে উৎসব শুরু হয় বনকাটি শ্রীদুর্গা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সুবর্ণজয়ন্তী পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠান মঞ্চে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে উৎসবের শুভ সূচনা করেন ইন্দপুরের বিডিও সৌমেন দাস, বিদ্যালয়ের প্রধান পরিচালন কমিটির সদস্য ও জমিদাতা সুচারুমোহন পাইন, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিকগন। বনকাটি শ্রীদুর্গা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুব্রত কুমার পন্ডা জানান, ১৯৬৯ সালে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। গত দু'বছর করোনার কারণে সুবর্ণজয়ন্তী উদ্যাপন অনুষ্ঠান করা যায়নি। এবছর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুবর্ণজয়ন্তী পূর্তি ও পুনর্মিলন উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে বিদ্যালয়ের বর্তমান সহ বহু প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ অভিভাবকদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য।

ভিন রাজ্য থেকে পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ ফিরল গ্রামে

এজাজ আহম্মেদ, ভরতপুর, ২৯ জানুয়ারি ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃতদেহ ফিরলো সিজগ্রামে। সেই মৃত দেহ দেখতে কাতারে কাতারে এলাকার মানুষের ঢল। গরিব অসহায় মানুষদের সংসার চালাতে পাড়ি দিতে হয় ভিন রাজ্যে, কিন্তু কেউ ফিরে আসেন স্বশরীরে, কেউ বা ফেরেন নিথর মৃতদেহ হয়ে! কেউবা সন্তানহারা, কেউবা স্বামীহারা। সিজগ্রামে আজ শোকের ছায়া, বাবুসোনার দেহ দেখতে ছুটে আসেন এলাকার সাধারণ মানুষ। উল্লেখ্য ভরতপুর থানার সিজগ্রামের মোল্লাপাড়া ছেলে বাবুসোনা। মহারাষ্ট্রের পুণেতে দিনমজুরের কাজ করতে গিয়ে গত ২৬ জানুয়ারি পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় বাবুসোনা নামে ২৮ বছরের যুবক পরিযায়ী শ্রমিকের। বৃহস্পতিবার রাতে মৃত্যুর খবর বাড়িতে পৌঁছতেই শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা গ্রামজুড়ে। মুর্শিদাবাদের ভরতপুর থানার সিজগ্রাম গ্রামের বাসিন্দা বাবুসোনা ছিলেন বাবুসোনা সেখ(২৮)। অভাবের সংসারের হাল ফেরানোর জন্য ভরতপুর গ্রামেই কখনো রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন, আবার কখনো বিদ্যুৎ দপ্তরের অস্থায়ী লেবারের কাজ করতেন বাবুসোনা। বাড়িতে রয়েছেন ভাই, মা-বাবা ও স্ত্রী। পরিবারের বড় ছেলে ছিলেন বাবুসোনা। অভাবে রোজগার কম হওয়ায় গ্রামের বন্ধুদের সাথে দুমাস আগেই মহারাষ্ট্রের পুণে শহরে গিয়েছিলেন মুরগি কাটার কাজ করতে। রোজগারও ভালোই হচ্ছিল। মৃত বাবুসোনার ছোটো ভাই চাঁদ বাবু শেখ জানিয়েছেন, দাদার প্রথম থেকেই ইচ্ছে ছিল আমাদের অভাবের সংসারে উন্নতি করা, আরও বড় হওয়া। গ্রামের পাঁচজন লোকের পাশে দাঁড়ানো। মা-বাবার কষ্ট দূর করা। ছোট্ট থেকেই সংসারের জন্য দিনরাত পরিশ্রম করত। কিন্তু এইভাবে চলে যাবে ভাবতে পারছি না। পাশাপাশি বাবু সোনার স্ত্রীর ছ'মাস আগেই একটি কন্যা সন্তান হওয়ায় অর্থের চিন্তা বেড়ে গেছিল। দু'মাস আগেই বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ করে মহারাষ্ট্রের পুনে শহরে গিয়েছিলেন মুরগি কাটার কাজ করতে। ওখানেই থাকতেন বন্ধুদের সাথে। হঠাৎ করে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই নিখোঁজ হয়ে যান বাবুসোনা। ফোনেও পাওয়া যাচ্ছিল না। ওখানে যারা তার সাথে থাকতেন তারাও খোঁজাখুঁজি করে পাননি। শেষে স্থানীয় থানায় যোগাযোগ করলে জানানো হয় দুর্ঘটনার খবর এবং বৃহস্পতিবার রাতেই দাদার বন্ধুরা পুণে শহরের হাসপাতালে মৃতদেহ সনাক্ত করেন। মৃত বাবুসোনার স্ত্রী সেলিনা বিবি জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সকাল ন'টা নাগাদ আমার সাথে শেষ কথা হয় ফোনে। তখন বলেছিল খুব ব্যস্ত রয়েছি এক ঘন্টা পরে ফোন করছি। তারপর আর ফোনে পাওয়া যায়নি। পরে রাতে মৃত্যু খবর আসে। আমার সোনার সংসার সোনা নেই আমি কিভাবে বাঁচব! রবিবার সকালে ভরতপুরের সিজগ্রামে সোনা বাবুর মৃত দেহ ফিরতেই কাতারে কাতারে মানুষের ভিড়, শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকাজুড়ে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে দুপুরে জানাযার মাধ্যমে কবরস্থ করা হবে। পরিবারের পক্ষ থেকে সংসার চালানোর জন্য আর্থিক সাহায্যের দাবি জানানো হয়েছে।

নিম গাছ থেকে দুধ সাদা মিষ্টি রস

দুরন্ত বার্তা, নলহাটি, ২৯ জানুয়ারি ঃ নিম গাছ থেকে ফেনা যুক্ত দুধ সাদা খেঁজুরের মতো মিষ্টি রস বের হয়ে চলেছে অঝোর ধারায়। আশেপাশের গ্রাম থেকে দেখতে ভিড় বাড়ছে মানুষের। ঘটনাটা ঘটেছে বীরভূমের নলহাটি দুই ব্লকের ভদ্রপুরের পশ্চিম পাড়ায়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্যামল মণ্ডল এবং শান্তনু মহলদাররা জানান, গত সাতদিন ধরে পুকুর পাড়ের এক প্রাচীন নিম গাছ থেকে সাদা দুধের মতো মিষ্টি রস অনবরত বের হয়ে চলেছে। আর তাতে পিঁপড়ে লাগছে। বিশ্বভারতীর উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক চৌধুরী হাবিবুর রহমান বলেন, অস্বাভাবিক হলেও, এমন ঘটনা ঘটে। গাছের পাতায় যে খাবার তৈরী হয়, তা মিষ্টি জাতীয়। সেই খাবার গাছের কোষে কোষে সঞ্চিত হয়। এর মধ্যে প্রোটিন ও ফ্যাট থাকে। ফ্লোয়েম সংবহন কলার মাধ্যমে পাতায় তৈরী খাবার বা রস কোষের বিভিন্ন জায়গাতে পৌঁছানোর কথা। কিন্তু কোনো কারণে কলা বা টিস্যুর ক্ষতের ফলে রস বাহিত না হয়ে দেহ থেকে বাইরে বের হচ্ছে। কোষের শারীরবৃত্তীয় কাজের অস্বাভাবিকত্ব থেকেই এমন হচ্ছে। এর মধ্যে কোনো বুজরুকি বা অলৌকিক ব্যাপার নেই। এই নালিকা কোষের ক্ষত বাহ্যিক কারণে হতে পারে। শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনের কারণে হতে পারে। ব্যাক্টেরিয়াল বা ফাঙ্গাল ইনফেকশনের কারণে হতে পারে। যতক্ষণ না মানুষের দেহে রক্ত ক্ষরণে বাধা দিয়ে তঞ্চন হওয়ার মতো রিপেয়ার না হলে ওই রস বের হতেই থাকবে। একে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে ফ্লোয়েম স্যাপ। রসে পিঁপড়ে লাগার কারণ তার মধ্যে সুক্রোজ, গ্লুকোজ এবং বিভিন্ন ধরনের এমাইনো অ্যাসিড সহ অন্যান্য অ্যাসিড, হরমোন ইত্যাদি আছে।

রেলিং ভেঙে নদীতে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৯ জানুয়ারি ঃ নকশালবাড়ি থেকে শিলিগুড়িগামী এশিয়ান হাইওয়ে-২ ওপর চাঙ্গা নদীর ব্রিজের ২০ মিটার রেলিং ভেঙে ১৬ চাকা লরি নদীতে পড়ে গেল। যার ফলে গুরুতর আহত চালক এবং সহকারী চালক। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার গভীর রাতে। জানা যায় ত্রিপুরা থেকে বিহারের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় এই ঘটনাটি ঘটে নকশালবাড়ির অটল চা বাগান এলাকায় চাঙ্গা নদীর ব্রিজের উপর। রাতের বেলা ওভারটেক করার সময় ১৬ চাকা ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রিজের রেলিংয়ে ধাক্কা মারে। যার ফলে কুড়ি মিটার রেলিং ভেঙে নদীতে পড়ে যায় ট্রাকটি। দুর্ঘটনা দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা ছুটে এসে চালক এবং সহকারী চালককে উদ্ধার করেন। প্রাথমিকভাবে নকশালবাড়ি গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখান থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে, চালক গুরুতর আহত অবস্থায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অপরদিকে সহকারী চালককে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাগডোগরা থানার পুলিশ ও নকশালবাড়ি থানার পুলিশ পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করে। এশিয়ান হাইওয়ে-২ কর্তৃপক্ষ দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ভাঙা ব্রিজের রেলিং আপাতত ঘিরে দিয়েছে। আজ সকালে ১৬ চাকা ট্রাকটি নদী থেকে তোলার কাজ শুরু করেছে পুলিশ।

ভারত জোড়ো যাত্রা

দুরন্ত বার্তা, নাগরাকাটা, ২৯ জানুয়ারি ঃ রবিবাসরীয় সকালে নাগরাকাটায় ভারত জোড়ো যাত্রা পথ পরিক্রমা করল কংগ্রেস। এদিন ভারত জোড়ো যাত্রায় শামিল হলেন কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা। রবিবার এলাকার চা গবেষণা সংস্থা (টিআরএ) লাগোয়া এলাকা থেকে শুরু হয়ে ওই পদযাত্রা নানা স্থান পরিক্রমা করে। এদিনের কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সহ সভাপতি নির্মল ঘোষ দস্তিদার। তিনি বলেন, ভারত জোড়ো যাত্রার মূল লক্ষ্য মানুষে মানুষে ঐক্য স্থাপন। ঘৃণা ও হিংসা বর্জন। নরেন্দ্র মোদির সরকারকে ফেলে দিয়ে কংগ্রেসের সরকার স্থাপন করো এই ডাক নয়। এই যাত্রার আহ্বান দেশের ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামো ও মহান সংবিধানকে রক্ষার। শুধু কংগ্রেসই নয়। যারা একতায় বিশ্বাস করেন এমন সব দলের কর্মী-সমর্থকরাই এতে অংশ নিয়েছেন। এদিন নাগরাকাটার ভারত জোড়ো যাত্রায় অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুখবীর সুব্বা, ব্লক কংগ্রেস সভাপতি কাইলা সোনার, যুব কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি ধ্রুব নার্জিনারি প্রমুখ।

জুনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দলীয় কর্মীদের

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ২৯ জানুয়ারি ঃ ফের প্রকাশ্যে চলে এল মেদিনীপুরে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল। এবার বিধায়কের বিরুদ্ধেই দল বিরোধী কাজের অভিযোগে জেলা সভাপতির কাছে নালিশ ঠুকলেন শহর সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি। এই নিয়ে এখনও মেদিনীপুরের বিধায়ক জুন মালিয়ার কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। শনিবার সন্ধ্যায় দিদির দূত কর্মসূচি পালন করতে মেদিনীপুর শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে যান জুন মালিয়া। সেখানে চা চক্রে যোগদান করেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন পুরপ্রধান সৌমেন খান। চা চক্রে দলবিরোধী কাজের অভিযোগে বহিস্কৃত তৃণমূল নেতা এরশাদ আলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বিধায়ক। এতেই ক্ষোভ ছড়ায় স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে। স্থানীয় কাউন্সিলর মোজাম্মেল হোসেনের নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। ওদিকে তখন ওই ওয়ার্ডেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার প্রস্তুতি সভা চলছিল। সেখানে জুন যাননি বলে অভিযোগ। এর জেরেই 'দল বিরোধী কাজ মানছি না' বলে স্লোগান তোলেন মোজাম্মেলের সমর্থকরা। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে গাড়িতে উঠে কেটে পড়েন জুন। এর পর জুনের বিরুদ্ধে জেলা তৃণমূল সভাপতির কাছে দল বিরোধী কাজের নালিশ করেন মোজাম্মেল হোসেন। এই নিয়ে এরশাদ আলির দাবি, বিধায়ক আমার এলাকায় এসেছিলেন। আমি একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে সাক্ষাৎ করেছি। যদিও জুনের অনুগামীদের দাবি, এক অসুস্থ কর্মীকে দেখতে সেখানে গিয়েছিলেন বিধায়ক। তিনি কারও সঙ্গে দেখা করেননি। এই ঘটনায় ফের তৃণমূলকে চেপে ধরেছে বিজেপি। তাদের দাবি, মেদিনীপুরে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তা এই ঘটনায় প্রমাণিত। বিধায়ক যে ওয়ার্ডে যাচ্ছেন তা কাউন্সিলরই জানেন না। বিক্ষোভের হাত থেকে বাঁচতে এখন অসুস্থ কর্মীকে দেখতে যাওয়ার গল্প বানাচ্ছেন। জেলা তৃণমূল সভাপতি সুজয় হাজরা জানিয়েছেন, অভিযোগ পেয়েছি। খতিয়ে দেখছি। জেলা তৃণমূলের কো-অর্ডিনেটর অজিত মাইতি বলেন, জুন নিজের ইচ্ছায় কোথাও যাননি। দলের ঠিক করে দেওয়া সূচি মেনেই তিনি ওখানে গিয়েছিলেন। মোজাম্মেলের সঙ্গে কথা বলে ব্যাপারটা মিটমাট করে নেব। প্রসঙ্গত, গত মাসেই মেদিনীপুরের পুরপ্রধানকে অপসারণের দাবিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়েছেন দলেরই কাউন্সিলররা।

নকশালবাড়িতে ২টি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ২

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৯ জানুয়ারি ঃ দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল দু'জনের। ঘটনায় আহত হয়েছেন তিন জন। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির নকশালবাড়ির এশিয়ান হাইওয়ে-২ এর বেঙ্গাইজোত এলাকায়। খবর পেয়ে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। মৃতদেহ উদ্ধার করে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম মহম্মদ একরাম(২৪), মহম্মদ মুদাসির(২২)। তাঁরা বিহারের কিশনগঞ্জ জেলার বাহাদুরগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা। আহতরা হলেন মুকম্মন আসরফ, আব্দুল গুফরান, মহঃ দিলসাদ। তাঁরা একই এলাকার বাসিন্দা। আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

গুজরাট ইন্ডাস্ট্রিজ পাওয়ার কো. লি.

বিভিন্ন চুক্তির জন্য বিজ্ঞপ্তি

সুরাট লিগনাইট পাওয়ার প্ল্যান্ট (এসএলপিপি)

আগ্রহী দরদাতাদের জমা করতে হবে নিজেদের দরপত্র দুটি ধাপে www.nprocure.com মাধ্যমে (১) বিএমসির জন্য বিজ্ঞপ্তি রক্ষণাবেক্ষণ ৪X১২৫ এমডব্লু সিএফবিসি ইউনিট বয়লার ও সহায়ক (এন-প্রোকিওর টেন্ডার আইডি ঃ ৫৬৯৩৫০) (২) বিএমসির জন্য বিজ্ঞপ্তি সম্পূর্ন বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার এসএলপিপিতে সঙ্গে ৫এমডব্লু ও ১ এমডব্লু সোলার প্ল্যান্ট (আইডি ঃ ৫৭২১৫১) (৩) বিএমসির জন্য কন্ট্রোল ও ইন্সট্রুমেনশান সিস্টেম (আইডি ঃ ৫৭১৭০৪) (৪) বিভিন্ন মেকানিক্যাল রক্ষণাবেক্ষণ কাজের টেন্ডার লিগনাইট এবং লাইমস্টোন হ্যান্ডলিং সিস্টেমে (আইডি ঃ ৫৭১৪৩১) (৫) টেন্ডার ইউনিট ৩ এক্সিটার আর্থ ফল্ট সেনসিং ওয়ার ও ইউনিট ২ টারবাইন বিয়ারিং ইনস্পেকশান (আইডি ঃ ৫৭২৮৪৪) (৬) পোস্ট অপারেশনাল কেমিকেল ক্লিয়ারিং ইউনিট-২ এবং ইউনিট-৩ সিএফবিসি বয়লার বার্ষিক ওভারহোলিং চলাকালীন বছর ২০২৩-২৪ (আইডি ঃ ৫৭২৬২৩) এবং https://etender.gipcl.com মাধ্যমে (এ) দক্ষ পরিদর্শক পরিষেবা ভাড়া ওভারহোলিং / রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য এইচপি-বাইপাস ব্যবস্থার ভালভে (টেন্ডার আইডি ঃ ২২০০৯৪) (বি) সুট ব্লোয়ার পরিষেবার জন্য টেন্ডার (আইডি ঃ ২২০১০১) জিআইপিসিএল-এসএলপিপি তে। সমস্ত টেন্ডার দেখা যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.gipcl.com। পৃথক টেন্ডারের জন্য দরপত্র জমা করার শেষ তারিখ কোম্পানির ওয়েবসাইটে টেন্ডারের সাথে যেরূপ এনআইটি আপলোড করা রয়েছে।

সিজিএম (এসএলপিপি)

দিনে দুপুরে চুরি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৯ জানুয়ারি ঃ সপরিবারে খেতে বসার সুযোগে দরজা ভেজানো ঘরে ঢুকে সোনার গয়না চুরি করে পালাল দুষ্কৃতী। রবিবার রাজগঞ্জের ফাটাপুকুরে হিন্দু স্কুল পাড়ায় চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বাড়ির সকলে দুপুরের খাবার খেতে রান্না ঘরে গিয়েছিলেন। এদিকে সেই সুযোগে ঘরের মধ্যে আলমারি খুলে সোনার গয়না চুরি হয়ে যায়। দাবি করা হয়েছে আনুমানিক আড়াই লক্ষ টাকার গয়না চুরি গেছে। অনুমান করা হচ্ছে, সম্ভবত এখানকার চেনাজানা লোকেরই কাজ হবে। তা না হলে দিনে দুপুরে বাড়িতে ঢোকার সাহস পাবে কি করে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রাজগঞ্জ থানার পুলিশ। পরিবারের থেকে খুঁটিনাটি জেনে তদন্ত শুরু করেছেন তারা। প্রতিবেশীদের দাবি ওই এলাকায় মাঝেমধ্যেই ছোট বড় এমন ঘটনা ঘটতে থাকে। নতুন করে এই ঘটনায় আবারও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

অজয়ে ডুবে মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, ইলামবাজার, ২৯ জানুয়ারি ঃ সরস্বতী পুজোর ঘট বিসর্জন করতে গিয়ে ইলামবাজারে অজয় নদের জলে ডুবে মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃত বছর কুড়ি বয়সের প্রসেনজিৎ কর্মকার। বাবা উত্তম কর্মকার জানান, বাড়ির সরস্বতী পুজোর ঘট বিসর্জন করতে অজয় নদে যান তার ছেলে প্রসেনজিৎ। পেশায় তিনি একজন আইসিডিএস কেন্দ্রের কর্মী। দুই ছেলে নিয়ে তাঁর সংসার। এদিন বেলা এগারোটা নাগাদ অজয় নদের শিমুলবুড়ো শ্মশানের স্নানের ঘাটে সরস্বতী প্রতিমার ঘট বিসর্জন করতে গিয়ে জলের তলায় প্রসেনজিৎ তলিয়ে যান। বহু খোঁজাখুঁজির পর জলের তলা থেকে উদ্ধার করা হয় ২০ বছরের প্রসেনজিৎ কর্মকারকে। মৃত যুবকের দেহ উদ্ধারের পর কান্নায় ভেঙে পড়েন মা-বাবা ও বন্ধু-বান্ধবেরা। ইলামবাজার থানার পুলিশ মৃতদেহটি ইলামবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ময়না তদন্তের জন্য বোলপুর মহকুমার হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় ইলামবাজার এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আগুনে পুড়ে ছাই

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৯ জানুয়ারি ঃ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত একটি সিমেন্টের দোকান। ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার শহরের দেবী বাড়ি নতুন পল্লী এলাকায়। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। শনিবার রাতে দেবী বাড়ি নতুন পল্লী এলাকায় হঠাৎ করেই স্থানীয় বাসিন্দারা দেখতে পায় সিমেন্টের দোকান থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। পরিস্থিতি বুঝে ওঠার আগেই দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে দোকানটি। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। এবং পরবর্তীতে দমকলে খবর দেয় তারা। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কিভাবে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে তা নিয়ে ধন্ধ রয়েছে।

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

ই-টেন্ডার নোটিস

পিসিএমএম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন কর্তৃক ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে প্রতিষ্ঠিত এবং নির্ভরযোগ্য নির্মাতাদের নিকট থেকে নিম্নলিখিতগুলি সরবরাহ করার জন্য ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ নির্মাণের সামগ্রী সরবরাহের জন্যই নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার/গুলি ডাকা হচ্ছে। ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে নজর রাখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ...

[ক] টেন্ডার নোটিস নং: পিসিএমএম/সিএলডব্লু/ ... [illegible]

[খ] টেন্ডার নোটিস নং: পিসিএমএম/সিএলডব্লু/ ... [illegible]

পিসিএমএম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন

Like us on: www.facebook.com/clwrailways

NOTICE INVITING e-TENDER

Notice inviting e-Tender 1 (One) on works within Bargachia-I Gram Panchayat. Details of which will be available at **https://wbtenders.gov.in 1) 2023_ZPHD_458669_1.** Submission closing date (online): **04/02/2023 at 11:00 AM.**

Sd/- Prodhan
Bargachia-I Gram Panchayat

মাইক নিয়ে বিবাদ

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৯ জানুয়ারি ঃ চা শ্রমিকদের পিএফ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে জেলাজুড়ে বিজেপি সাংসদ ও বিধায়কদের বাড়ির সামনে তিন দিন ধরে অবস্থান বিক্ষোভ চালাচ্ছে তৃণমূল। সেই বিক্ষোভ মঞ্চে উচ্চস্বরে মাইক বাজানো নিয়ে আপত্তি জানায় বিধায়ক মনোজ ওঁরাও। সেই সময় প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠান শোনার জন্য প্রচুর মানুষ জমায়েত হয়েছিল বিধায়কের বাড়িতে। তারা মন কি বাত শোনার জন্য মাইক লাগায়। তারপর কুমারগ্রাম থানার আইসি সেই মাইক বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু বিধায়কের দাবি ছিল, আগে তৃণমূলের মঞ্চের মাইক বন্ধ করতে হবে। এই নিয়ে তর্কে জড়িয়ে পড়েন মনোজ ওঁরাও। তারপর বিধায়ক আইসি-কে এক ঘন্টা সময় দেন তৃণমূল মঞ্চের মাইক বন্ধ করার জন্য না হলে তারা ব্যবস্থা নেবে। যদিও মাইক বন্ধ করার দাবি নস্যাৎ করে আগামী দিনে বিধায়কের বাড়ির উঠোনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করার কথা সাফ জানিয়ে দেয় তৃণমূল।

অনির্দিষ্ট ধর্মঘট

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২৯ জানুয়ারি ঃ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বাস ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে বাস ও মিনিবাস ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। এদিন সকাল থেকে সমস্ত বেসরকারি বাস রাস্তায় দেখা যায়নি। শুক্রবার রাতে বিনা নোটিশে টোল প্লাজা খোলায় অ্যাসোসিয়েশনের কর্মী ও টোলপ্লাজার কর্মীদের সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়ায়। এই ঘটনায় বাস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বাস ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়।

e-Tender Notice

e-tenders are invited by Prodhan, Dignagar-1 Gram Panchayat under Ausgram-1 Dev. Block Dist. – Purba Bardhaman, from resourceful/ bonafide contractors with experience and requisite credential for 2 numbers of works vide **NIT no. – 18/DGP-1(2022-23) Dt.-26/01/2023.** Date of closingof submission of Technical bid and Financial bid on **02/02/2023 upto 18.00 IST.** For details visit the website: **http://wbtenders.gov.in** or contact office of the mentioned above.

ইংরেজবাজারে তৈরি হবে ফ্লাড সেন্টার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ জানুয়ারি ঃ মালদা জেলার সদর শহর ইংরেজবাজার ব্যস্ততম শহর হিসেবে পরিচিত। এহেন শহরের দু'দিক ঘিরে রয়েছে মহানন্দা নদী। প্রতিবছরই বর্ষার সময় মহানন্দা নদী দু'কূল ছাপিয়ে বয়ে যায়। শহরের অনেকেই নদীর তীরবর্তী এলাকায় বসবাস করেন। আবার নদীগর্ভেও অনেকে জবরদখল করে থাকেন। ফলে জলস্তর বাড়লেই সেই সব এলাকার বাসিন্দারা জলমগ্ন হয়ে পড়েন। তখন তাঁদের উদ্ধার করে ত্রাণ শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়। আবার কেউ কেউ আত্মীয়দের বাড়িতে গিয়ে সাময়িক আশ্রয় নেন। তবে যাঁদের যাওয়ার কোনও জায়গা নেই, তাঁরা পুরসভার অস্থায়ী ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেন। কিন্তু এতদিন এই শহরে কোনও পাকাপোক্ত ফ্লাড সেন্টার ছিল না। কিন্তু আগামী মাসে মালদা জেলা সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গাজোলে তিনি করবেন প্রশাসনিক সভা। সেই সভা থেকেই তিনি ভার্চুয়াল মাধ্যমে ইংরেজবাজার শহরের বুকে একটি ফ্লাড সেন্টার গড়ার জন্য শিলান্যাস করবেন। ৬১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সেই ফ্লাড সেন্টার তৈরি করা হবে। জানা গিয়েছে, বর্ষাকালে মহানন্দা নদীর দুই কূল ছাপিয়ে শহরে বইতে শুরু করলে বন্যাদুর্গত মানুষের আশ্রয় দিতে স্থানীয় পুরসভা কর্তৃপক্ষ শহরে থাকা নানা স্কুল, ক্লাব সহ অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি জায়গায় ত্রাণ শিবির খোলে। বাঁধ রোডের পাশের ফাঁকা জায়গায় বাঁশ, বাতা, ত্রিপল দিয়ে চালাঘর তৈরি করে ত্রিপলের ছাউনি দেওয়া অস্থায়ী ঘরও তৈরি করা হয়। সেখানে দুর্গতরা ঠাঁই পেয়ে থাকেন। ইংলিশবাজার পুরসভা এবং শহরের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে তখন দুর্গতদের খাবারদাবার পরিবেশন করা হয়। তা দুর্গতরা খেয়ে থাকেন। চাল, ডাল, পোশাকও দেওয়া হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থা যে স্থায়ী সমাধান নয় সেটা জেলা প্রশাসন চিহ্নিত করেছিল আগেই। সেই সূত্রেই শহরের পুরপ্রধান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি পাকাপোক্ত ফ্লাড সেন্টার তৈরি করে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছিলেন। আগামী মাসে মালদা জেলা সফরে তিনি গাজোলের প্রশাসনিক সভামঞ্চ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী সেই ফ্লাড সেন্টারের শিলান্যাস করবেন। শহরের বুকে যে যুব আবাস সংলগ্ন ময়দান রয়েছে সেখানেই ৬১ লক্ষ টাকা ব্যয় করে তিন তলা ফ্লাড সেন্টার তৈরি করা হবে। বাঁধ রোডের পাশেই তা গড়ে তোলা হবে। ওই ফ্লাড সেন্টার-এ ১০০টি পরিবার থাকতে পারবে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Roads), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/ROADS/NORTH/244/2022-2023 (1st Call)

Name of the Work: **Repairing of pot holes and depression at Canal East Road from Narkeldanga Main Road Crossing to 1 No. Kabi Sukanta Sarani under Br.-III.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,96,515.97.** Earnest Money: **Rs. 5,950.00.** Period of Completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/ROADS/NORTH/245/2022-2023 (1st Call)

Name of the Work: **Strengthening of road side flank at EM Bye Pass Service Road adjacent to compactor near CESC Sub-Station in Ward No. 32 under Br.-III.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,86,438.50.** Earnest Money: **Rs. 5,750.00.** Period of Completion: **30 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **11.02.2023 at 12.00 noon [For Sl. No. 1 & 2].** The bid forms and other details shall be available on and from **02.02.2023 (12.00 noon)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2].**

The **Director General (Bustee), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EEC/BS/22-23/208 (1st Call)

Name of the Work: **Construction of sanitary latrine at different places of Tapuriyaghata, Makaltala Bustee and its surrounding area in Ward No. 57.** Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs. 2,75,528.37.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **120 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **09.02.2023 upto 11:00 hrs.** Bid Opening Date and Time for Technical Proposals: **11.02.2023 at 11:00 hrs.** The bid forms and other details shall be available on and from **31.01.2023 (17:00 hrs.)** from the website **http://wbtenders.gov.in** and **https://www.kmcgov.in**

The **Executive Engineer (O&M-III), GRWW, KMC** invites e-tender for the following works:

(1) NIT No. : EE/O-M-III/54OF2022-23/08

Name of the Work: **Fabrication and erection with MS angle and plate to protect the structural columns at Western side of Alum Godown with allied works under WTP-I, GRWW.** Estimated Amount: **Rs. 2,77,806.00.** Earnest Money: **Rs. 5,557.00.** Period of Completion: **21 days.** Last Date and Time of Receipt/Opening of Tender (Online): **15.02.2023 at 2.00 p.m./17.02.2023 at 2.00 p.m.** The bid forms and other details shall be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in**

(2) NIT No. : EE/O-M-III/05OF2022-23/09

Name of the Work: **Renovation and strengthening of collapsed wall with allied works at Chemical Godown under WTP-I, GRWW.** Estimated Amount: **Rs. 2,81,473.00.** Earnest Money: **Rs. 5,630.00.** Period of Completion: **21 days.** Last Date and Time of Receipt/Opening of Tender (Online): **22.02.2023 at 2.00 p.m./24.02.2023 at 2.00 p.m.** The bid forms and other details shall be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (WS)/TPS, KMC** invites tender online in two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/WS/TPS/58/2022-2023

Name of the Work: **Repairing and colour wash of vacant quarter at C-Block of TPS.** Estimated Amount: **Rs. 1,97,349.66.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **15 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **08.02.2023 upto 2.00 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **01.02.2023 from 2.00 p.m.** For details information please visit the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (C), Br.-V, KMC** invites tender online percentage rate in two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/049/035/2022-2023

Name of the Work: **Restoration of concrete and IPS footpath and passages at 18/C Raj Chandra Sen Lane, 5C Dr. D. M. Row and other various places in Ward No. 49, Br.-V.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 3,23,543.25.** Earnest Money: **Rs. 7,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **08.02.2023 at 11.00 a.m.** Date and Time of Opening of Tender: **10.02.2023 at 11:00 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **31.01.2023 (5.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

1023/22-23

Office of the Narrah Gram Panchayat
Vill & P.O. Narrah, Bankura
Notice Inviting Tender No. -005/E/ NGP/ 2022-2023

The Pradhan, Narrah GP under Bankura-II Panchayat Samity invites percentage rate e-tender for 18 nos. of work. For further details see the e- Procurement portal **www.wdtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Narrah Gram Panchayat

Saharjora Gram Panchayat
Shitla , Borjora , Bankura
Memo No: 24/SGP/2023 Dated-27/01/2023
e-NIT No.-01/SGP/22/23,
Memo No: 25/SGP/2023 Dated 28/01/2023
e-NIT No.-02/SGP/22-23

*All details of Schemes, Schedule Dates and terms & condition can be obtained from **www.wbtender.gov.in** and Saharjora Gram Panchayat Office.

Sd/-Pradhan
Saharjora Gram Panchayat

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি বিধাননগর, কোড নং ঃ ১৫৩৪২ জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ ফ্লোর), ১/ ১৬, ভি.আই.পি. রোড, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৫৪

নোটিস অধীন ১৩(২) সারফেশি আইন,২০০২

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে নিম্নলিখিত গ্রাহক এবং জামিনদার ব্যর্থ হয়েছেন পরিশোধ করতে বকেয়া মূল রাশি সঙ্গে সুদ ঋণ সুবিধার যা গ্রহণ করেছেন ব্যাঙ্কের কাছ থেকে এবং যা প্রদর্শিত হয়েছে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে। এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে অধীন ধারা ১৩(২) নিরাপত্তাকরণ এবং পুনর্গঠন আর্থিক সম্পত্তির এবং প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন,২০০২ তাদের সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায়, কিন্তু তা ফেরত এসেছে অপ্রদেয় হিসাবে এবং যার ফলে তাদের এই বিজ্ঞপ্তির মধ্য দিয়ে জ্ঞাত করানো হচ্ছে।

ক্র. নং.	গ্রাহক ও জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	সম্পত্তির বিবরণ / সুরক্ষিত সম্পত্তির ঠিকানা যাহাতে প্রয়োগ হবে	বিজ্ঞপ্তির তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া রাশি (নোটিসের তারিখে)
১	**অমিয় দে** পিতা- প্রয়াত রণজিৎ দে, ঠিকানা ঃ যশোদা ভবন, ফ্ল্যাট নং. ৫, বিডি-১৫, সমরপল্লী, কৃষ্ণপুর, উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০১০২ ও বিমল অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং.-২এ, ২য় ফ্লোর, ৩০২/ ১১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি রোড, উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০১৩১ **হাউসিং টার্ম লোন অ্যাকা. নং. ঃ ৩৭৩৭১৫০৭৪৯১ সুরক্ষা টার্ম লোন অ্যাকা. নং. ঃ ৩৭৩৭১৬৭২৯৭৬ ইন্সটা টপ লোন অ্যাকা. নং. ঃ ৪১২৮০৫৮১২৮২ মধ্যমগ্রা শাখা (কোড-০১৩২৯)**	ফ্ল্যাট নং. ২এ ২য় ফ্লোরে (উত্তর পশ্চিম কোনে) আবাসনে যা সম্পূর্ন হয়েছে ২০১৫ সালে, নাম বিমল অ্যাপার্টমেন্ট অধীন মিউনিসিপাল হোল্ডিং নং. ৩০২/ ১১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি রোড, কলকাতা-৭০০১৩১, যার মেঝে মার্বেল বাঁধানো সুপার বিল্ট আপ এলাকা ৮০৪ ব.ফু., সঙ্গে সমস্ত দরজা, জানালা, ফিটিংস, সাজসজ্জা, দেওয়াল যার মধ্যে রয়েছে দুটি বেডরুম, একটি ডাইনিং কাম ড্রয়িং, ২ বাথরুম, একটি কিচেন, একটি ব্যালকনি সঙ্গে রয়েছে সমস্ত সাধারণ স্থান এবং ব্যবস্থা ব্যবহার করার অধিকার এবং মালিকানা, যার অবস্থান রয়েছে বাস্তু জমি এলাকার পরিমাপ ৫ কাঠা ৪ ছটাক কম বা বেশি অবস্থিত রয়েছে মিউনিসিপাল হোল্ডিং নং. ৩০২/ ১১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি রোড, কলকাতা-৭০০১৩১ অংশীভূত সিএস দাগ নং. ৯৬৮, অআরএস দাগ নং. ২৯৭৯, ২৯৮০, ৩২৮১, ৩২৮২, এলআর দাগ নং. ২৯০৯, মৌজা-মাসুন্দা, জেএস নং. ৩৪, খতিয়ান নং. ১৪৬৮, স্কীম নং. ১, নিউ ব্যারাকপুর পৌরসভার অন্তর্গত, ওয়ার্ড নং. ১২, পোস্ট ও থানা-নিউ ব্যারাকপুর, এডিএসআর সোদপুর (পূর্বে এডিএসআর-১ বারাসত), জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, এডিএসআর-সোদপুর, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, বুক নং-১, ভলিউম নং. ১৫২৪-২০১৮, পাতা-৯২৬২ থেকে ৯৩১৯, যার নং. ১৫২৪০০২৬৪ সাল ২০১৮। **সম্পত্তি রয়েছে শ্রী অমিয় দে'র নামে। সম্পত্তি (জমির প্লট) চারপাশের পরিসীমা হল ঃ** উত্তরে-আস্থা লজ, দক্ষিণ-১২ ফুট চওড়া বঙ্কিম চ্যাটার্জি রোড, পূর্ব- ডালিয়া আচার্য্য ও রণজিৎ আচার্য্যর জমি, পশ্চিম-সাধারণের রাস্তা।	১৩.০১.২০২৩	১১.০১.২০২৩	টাকা. ২১,২৬,৩৬১.০০ **(টাকা একুশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার তিনশত একষট্টি মাত্র)** ১৩.০১.২০২৩ তারিখে। আপনাকে আরও প্রদান করতে হবে পরবর্তী সুদ চুক্তির দর অনুসারে যা লাগু হবে উল্লেখিত রাশিতে সঙ্গে আনুষ্ঠানিক খরচ, ব্যয় দাবী ইত্যাদি।

পদক্ষেপ ইতিমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে নোটিসের বিকল্প প্রদানের। উপরোক্ত গ্রাহক/ জামিনদার/ বৈধ উত্তরাধিকারীদের জানানো যায় যে পরিশোধ করতে যে বকেয়া রয়েছে ব্যাঙ্কের কাছে সঙ্গে আপ-টু-ডেট সুদ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে , যদি তাহাতে ব্যর্থ হন পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এই নোটিসের মেয়াদের ৬০ দিন শেষ হওয়ার পর অধীন উপ-ধারা(৪) ধারা ১৩ নিরাপত্তাকরণ এবং পুনর্গঠন আর্থিক সম্পত্তির এবং প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন,২০০২ মোতেবক।

তারিখ ঃ ৩০.০১.২০২৩ ,
স্থান ঃ বিধাননগর

অনুমোদিত আধিকারিক
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

স্বাস্থ্য ও সচেতনতা

হাই হিল নয়

দুরন্ত বার্তা ঃ অনেক মেয়েই হাই হিলের জুতা পরতে পছন্দ করেন। তবে এমন জুতার অধিকাংশই আরামদায়ক নয়, দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে নানা ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। আমরা যখন হাই হিলের জুতা পরি, তখন মেরুদণ্ডের আকৃতির স্বাভাবিক বিন্যাস বজায় থাকে না। শরীরের অধিকাংশ ওজন তখন পায়ের গোড়ালি দিয়ে না গিয়ে পায়ের পাতার সামনের দিকে স্থানান্তরিত হয়। ফলে পায়ের পাতার সামনের অংশ এবং আঙুলে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হয়। হাই হিলের জুতা পরলে শরীর অনেকটা সামনের দিকে ঝুঁকে যায়। বিশেষ করে কোমর ও হাঁটু বেশি ঝুঁকে যায়। এর জন্য কোমর ব্যথাসহ অন্যান্য শারীরিক জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। পায়ের গোড়ালি ব্যথা, পা মচকানো, পায়ের আঙুলে ব্যথা, কাফ মাসল শক্ত হওয়া, পায়ের রগে টান লাগা, মাংসপেশি বা রগ শক্ত হয়ে যাওয়া, হাঁটু ও কোমর ব্যথা, চলাফেরার ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে গিয়ে মেরুদণ্ডের ওপর অতিরিক্ত চাপ থেকে ঘাড় ব্যথাও হতে পারে। দীর্ঘ সময়ের জন্য খুব উঁচু হিলের জুতা পরার অভ্যাস ত্যাগ করুন। নরম স্লিপার বা আরামদায়ক জুতা পরলে ভালো। যদি পরতেই হয় তবে প্রয়োজনে হিল কুশন বা কৃত্রিম আর্চসমৃদ্ধ জুতা পরতে পারেন। অনুষ্ঠান বা কোনো উৎসব ছাড়া বেশি হাঁটতে হয় এমন স্থানে এই ধরনের জুতা না পরাই ভালো। উঁচু হিল ব্যবহারের পর পায়ে যদি ব্যথা থাকে, তবে কুসুম গরম জলে ভিজিয়ে রাখুন ১৫-২০ মিনিট অথবা যে জায়গায় ব্যথা হবে সেখানে ১০-১৫ মিনিট নরম কাপড়ে বরফ রেখে ম্যাসাজ করুন। কিছু স্ট্রেচিং ও স্ট্রেনদেনিং ব্যায়ামের মাধ্যমে আপনার হাঁটু ও পায়ের গোড়ালির মাংসপেশিকে শক্তিশালী করুন।

ছোটদের মধ্যে স্থূলতা ও প্রতিকারের উপায়

দুরন্ত বার্তা ঃ অনেক বাবা-মা ভেবে থাকেন, বাচ্চা যত গোলগাল সে তত সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। কিন্তু অধিকাংশ সময় অতিরিক্ত ওজন বিভিন্ন শারীরিক এবং মানসিক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। বাচ্চার স্বাস্থ্য নিয়ে প্রত্যেক বাবা-মা চিন্তা করেন। ওবেসিটি এমন একটা সমস্যা যা অনেক সময় নজর এড়িয়ে যায়। বাচ্চার উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওজন বাড়ে, তবে তা সঠিক অনুপাতে বাড়ছে কিনা সে দিকে খেয়াল রাখা জরুরি। না হলে কখন আপনার বাচ্চা ওবেস হয়ে যাবে আপনি বুঝতেও পারবেন না।

দেহের ওজন কেন বাড়ে ঃ দৈহিক ওজন বৃদ্ধির মূল কারণ হল শক্তি ও তার ব্যবহারের মধ্যে অসঙ্গতি। আমাদের গৃহীত প্রায় প্রতিটি খাবারেই শক্তি ক্যালরি হিসেবে থাকে। আমরা আমাদের পছন্দ সামর্থ্য ও অভ্যাস অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করে থাকি। মানুষের বয়স, লিঙ্গ, ওজন আর দৈনন্দিন কাজের ওপর শরীরের ক্যালরির চাহিদা নির্ভর করে।

প্রকৃতপক্ষে কেউ যদি তার প্রাত্যহিক চাহিদার চেয়ে বেশি ক্যালরি প্রতিদিন বা প্রায়ই খাবারের মাধ্যমে গ্রহণ করে, তবে তার বাড়তি অংশ শরীরে মেদ হিসেবে জমতে থাকবে। প্রয়োজনের তুলনায় বেশি খাবার খেলে শক্তি গ্রহণের তুলনায় যদি ক্যালরি খরচ কম হয় তাহলে দেহের ওজন বাড়তে থাকবে। আমাদের দেহের ভেতরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাজ করার জন্য প্রতি মিনিটে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্যালরি ব্যবহার করে।

আমরা আমাদের গৃহস্থালি কাজকর্ম থেকে শুরু করে রাস্তায় হাঁটাচলা, খেলাধুলা, ছোটাছুটি, কর্মক্ষেত্রের কাজকর্ম এবং কথা বলতেও ক্যালরি ব্যবহার করে থাকি। এই ক্যালরি গ্রহণ ও ক্যালরি ব্যবহারের মধ্যে একটি ভারসাম্য থাকতে হবে।

প্রতিটি মানুষেরই তার সারাদিনের ক্যালরি চাহিদার কাছাকাছি পরিমাণ ক্যালরি খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করার চেষ্টা করতে হবে। বাড়ন্ত ছেলেমেয়ে ও গর্ভবতী মহিলাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়।

এছাড়া সবার জন্য চাহিদা হিসেবে খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস করাটা জরুরি। কারও কারও আবার খাদ্য উপাদান পরিবর্তনের বিশেষ দরকার হয়।

কী করে বুঝবেন যে আপনার বাচ্চা স্থূল ঃ নিয়মিত বাচ্চার দৈহিক ওজন মাপুন। প্রত্যেক বয়সের জন্য একটা কাঙ্খিত দৈহিক ওজন আছে। যদি আপনার বাচ্চার ওজন তার জন্য নির্দিষ্ট মাপের থেকে ২০ শতাংশের বেশি হয়, তা হলে বুঝবেন বাচ্চার ওবেসিটির সমস্যা রয়েছে।

বেসাল মেটাবলিক পার্সেন্টাইল চার্ট ব্যবহার করেও ওবেসিটি মাপা যায়। আপনার বাচ্চার মেটাবলিক ইনডেক্স যদি ৯৫ পার্সেন্টাইলের ওপরে হয়, তাহলে জানবেন আপনার বাচ্চা ওবিস গ্রুপে পড়ে।

ওবেসিটির রিস্ক ফ্যাক্টর ঃ বাচ্চারা আজকাল খুব একটা খেলাধুলা ছোটাছুটির সুযোগ পায় না। বাড়িতে বসে ইন্টারনেট সার্ফ বা ভিডিও গেম খেলা বা টেলিভিশন দেখাটাই তাদের কাছে প্রধান আকর্ষণ। এ রকম শারীরিক শ্রমহীন জীবনযাপনের জন্য যাথারীতি বাচ্চাদের ওজন বাড়তে থাকে এবং ক্রমশ তারা ওবেসিটির দিকে এগোয়।

টিভি দেখাটা বাচ্চাদের কাছে প্রায় একটা অ্যাডিকশন। খেলাধুলা ছেড়ে বাচ্চারা বাড়িতে বসে টিভি দেখাটা বেশি পছন্দ করে। আর টিভি দেখতে দেখতে চিপস, চকোলেট, পপকর্নের মতো মুখরোচক খাবার খাওয়া এখন রীতিমতো অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এক দিকে ক্যালরি গ্রহণ বৃদ্ধি, অন্যদিকে খেলাধুলার প্রতি অনীহা, সব মিলিয়ে ওজন দ্রুত হারে বাড়তে থাকে।

বাচ্চাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তারা কী খেতে ভালোবাসে, বেশিরভাগ বাচ্চাই উত্তর দেবে, চকোলেট, কোল্ডড্রিংক, আইসক্রিম, রোল। আর কেক পেস্ট্রি তো আছেই। এক কথায় জাঙ্ক ফুড। এসব খাবারের মধ্যে ক্যালরির পরিমাণ খুব বেশি থাকে যা স্বাভাবিকভাবেই ওজন বাড়িয়ে দেয়।

বাচ্চারা সাধারণত বাবা-মাকে দেখে অনেক কিছু শেখে। আর আজকের দিনে বাবা-মায়েরাই যেহেতু শারীরিক শ্রমব্যায়াম এক্সারসাইজের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়ে। ফলে দৈহিক স্থূলতা অর্জন ও শারীরিক স্থূলতা হয়ে পড়ে এবং রেজাল্ট ইজ ওবেসিটি।

বেশিরভাগ পরিবারেই আজকাল বাচ্চার সংখ্যা ১ বা ২ থাকে। ফলে বাবা-মায়েরা একটু বেশি তাদের প্যাম্পার করে থাকেন। বাচ্চার স্বাস্থ্য ভালো হবে এ ভেবে অনেক সময় তারা বেশি করে বাচ্চাকে খাওয়াতে থাকেন।

শুধু বাচ্চাকে খুশি করতে তার যা খেতে ইচ্ছা করে সেই খাবার নিমিষে হাজির হয়ে যায়, তা সে যতই হাই ক্যালরিযুক্ত খাবার হোক না কেন।

চাইল্ডহুড ওবেসিটির নেগেটিভ ইফেক্টস ঃ ছোটবেলায় যদি আপনার বাচ্চা অতিরিক্ত মোটা হয়, বড় হয়ে ওজন আরও বাড়তে পারে, ফলে নানারকম অসুখ যেমন করোনারি হার্ট ডিজিস, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন ইত্যাদি হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। অতিরিক্ত ওজনের ফলে বাচ্চা সহজেই ক্লান্ত এবং কর্ম উদ্যমহীন হয়ে পড়ে। অনেক সময় মোটাসোটা বাচ্চারা স্কুলের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে পুরোপুরি অংশগ্রহণ করতে পারে না। কখনও কখনও অন্য বাচ্চারাও নানারকম ভাবে স্থূলকায় বাচ্চাদের টিজ করে। ফলে ওদের মধ্যে হীনমন্যতাবোধ বা মানসিক চাপ দেখা যায়।

কী করে ওবেসিটি আটকাবেন ঃ ৬ মাস বয়স পর্যন্ত বাচ্চাকে শুধু মায়ের বুকের দুধ খাওয়ান, এতে ওবেস হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে।

বাচ্চাকে স্বাস্থ্যকর খাবার অভ্যাস গড়ে তুলতে উৎসাহিত করুন। সুষম খাদ্যের ওপর নজর দিন। খেয়াল রাখবেন যেন খাদ্যে প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেল পরিমাণ মতো থাকে। কোনো কিছুরই আধিক্য যেন না থাকে, তা হলেই বাচ্চা ভালোভাবে বেড়ে উঠবে। টিভি দেখতে দেখতে বাচ্চার চিপ্স, সফট ড্রিংক্স খাওয়ার অভ্যাসকে প্রশ্রয় দেবেন না। আউটডোর গেমস খেলতে বাচ্চাকে উৎসাহ দিন। বাড়িতে জাঙ্কফুড খাওয়ার অভ্যাস কমান। বাচ্চাকে বাড়ির খাবার সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে খেতে দিন যাতে বাইরের খাবারের প্রতি আকর্ষণ কমে যায়।

প্রশ্নোত্তর

পাঠকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। আপনারাও প্রশ্ন পাঠান। আমাদের চিকিৎসকরা সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন ঃ জন্ডিস রোগীদের খাদ্য তালিকায় কি কি থাকা উচিত ?

উত্তর ঃ জন্ডিস মানে যকৃতের সংক্রমন বা হেপাটাইটিস। এটি আসলে কোনো রোগ নয়, রোগের লক্ষণ। জন্ডিস হলে রোগীর পথ্য কী হবে, তা নিয়ে অনেকের ভেতর অনেক ভ্রান্তি রয়েছে, যার কোনো ভিত্তি নেই। জন্ডিস হলে এমন খাবার খাওয়া উচিত, যাতে যকৃৎ কিংবা পিত্তথলির ওপর কোনো চাপ না পড়ে। অল্প করে একটু পরপর সঠিক খাবার খেলে এবং পূর্ণ বিশ্রামে থাকলে এমনিতেই জন্ডিস সেরে যায়। জন্ডিস হলে কার্বোহাইড্রেটের চাহিদা পূরণে বাদামি চাল, রুটি, ওট্স খেতে পারেন। গোটা শস্যে প্রচুর আঁশ, ভিটামিন থাকে, যা ক্ষতিকর টক্সিন বের করে দেয়। খাদ্যতালিকায় প্রতিদিন মাছ, মুরগির মাংস, ডাল পরিমাণমতো থাকতে হবে। না হলে রোগী দুর্বল হয়ে পড়বে। অনেকে মনে করেন, জন্ডিসে আক্রান্ত রোগী মাছ-মাংসজাতীয় খাবার খেতে পারবেন না। এটা আসলে ভুল ধারণা। মিষ্টিকুমড়া, মিষ্টি আলু, মুলা, বিট, গাজর, টমেটো, ব্রকলি, ফুলকপি, বাঁধাকপি ও পালংশাক জন্ডিস রোগীর জন্য খুব ভালো। বেরিস, পেঁপে, তরমুজ, আনারস, পাকা আম, কলা, কমলা, জলপাই, অ্যাভোকাডো, আঙুরের মতো সহজপাচ্য ফল প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় থাকতে হবে। জন্ডিস হলে ফুল ক্রিম দুধ বা দই, পনির খাওয়া ঠিক নয়। এতে স্যাচুরেটেড ফ্যাট বেশি থাকে, যা যকৃতের জন্য ক্ষতিকর। লেবু, বাতাবি লেবুর শরবত জন্ডিস রোগীর জন্য খুবই ভালো। এগুলো শরীরে জলের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এ ছাড়া প্রতিদিন বাদামও পরিমাণমতো খেতে পারেন। সামান্য আদা কুচি বা রসুন কুচি, আদার রস বা আদা চা খাওয়া যেতে পারে দিনে দুএকবার। এগুলো যকৃতের জন্য ভালো। প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণ জল (দৈনিক অন্তত আট গ্লাস) পান করতে হবে। তবে অতিরিক্ত জল পানের প্রয়োজন নেই। জল শরীর থেকে ক্ষতিকর টক্সিন বের করে দেয়। আখের রস, ডাবের জলও শরীরে জলের চাহিদা পূরণ করে। তবে রাস্তার পাশের আখের শরবত না পান করে ঘরে তৈরি শরবত খেতে হবে। চিনি বা অতিরিক্ত মিষ্টিজাতীয় খাবার, কাঁচা লবণ, অতিরিক্ত তেল-মসলাযুক্ত খাবার, রেড মিট , অ্যালকোহল, ট্রান্স ফ্যাট ও স্যাচুরেটেড ফ্যাটযুক্ত খাবার খাওয়া যাবে না।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ৩০ বছর। সকাল হলেই হাঁচি-কাশি শুরু হয়। সব সময় গলায় কফ থাকে, আর কাশি হয়।। মাঝেমধ্যে রাতে শ্বাসকষ্টও হয়। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে কী করতে পারি?

উত্তর ঃ আপনার কোল্ড অ্যালার্জি আছে। সাইনোসাইটিস বা অ্যাজমাও থাকতে পারে। এই রোগগুলো একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। দীর্ঘমেয়াদি বা প্রায় সারা জীবনই চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হতে পারে। আপনি একজন নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

প্রশ্ন ঃ আমার মায়ের গলার গ্রন্থি ফুলে গেছে। চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে জানতে পারলাম, এটা থাইরয়েডের রোগ। এখন কী করা যেতে পারে?

উত্তর ঃ গলায় থাইরয়েড গ্রন্থি ফোলা ছাড়াও লসিকা গ্রন্থি ফুলতে পারে, অ্যাবসেস হতে পারে। অভিজ্ঞ চিকিৎসক সঠিক পরীক্ষার মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিত করে চিকিৎসা দিতে পারবেন। কাজেই এমন কোনো চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ৬৮ বছর। আগে অনেকক্ষণ হাঁটলে ক্লান্তিবোধ করতাম। ইদানীং হাঁটতে গেলে বুকে-পিঠে ও হাতে চাপ অনুভব করি। ইকো করে দেখা গেল, ইজেকশন ফাংশন কম। আমাকে এনজিওগ্রাম করাতে বলা হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে পারছি না।

উত্তর ঃ মনে হচ্ছে, আপনার হৃদযন্ত্রে রক্ত চলাচল কমে গেছে, যা রক্তনালির ব্লকের কারণেই হয়ে থাকে। এনজিওগ্রাম করে স্টেন্টিং করা আধুনিকতম চিকিৎসা। জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট এবং দেশের বিভিন্ন সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হৃদরোগ বিভাগে অনেক কম খরচে এনজিওগ্রাম করা যায়। কোনো কারণে করা না গেলে এক্সটেনসিভ মেডিকেল থেরাপির জন্য হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শে ওষুধ সেবন ও জীবনযাপনের ধরনে পরিবর্তন এনে ভালো থাকতে পারবেন।

কানের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো

দুরন্ত বার্তা ঃ কানের সমস্যাগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে কানে ব্যথা, কান দিয়ে পুঁজ পড়া, কানে কম শোনা, মাথা ঘুরানো ইত্যাদি।

শিশুদের কানে ব্যথা ঃ এটি একটি সাধারণ সমস্যা। ছোট বাচ্চাদের এটি বেশি হতে দেখা যায়। খুব কম বাচ্চাই আছে যাদের জীবনে এই অভিজ্ঞতা হয় না। কানের এই ইনফেকশন থেকে সাধারণত কান পাকা রোগের সৃষ্টি হয়। ছোটদের কানের ইনফেকশনের ঠিকমতো ও পর্যাপ্ত চিকিৎসা না হলে অথবা ঘনঘন ইনফেকশন হতে থাকলে এই সময় কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে। যদি এর সঙ্গে নাকের সংক্রমন অথবা ক্রনিক টনসিল ও এডেনয়েডের সমস্যা যোগ হয় তাহলে কানের পর্দা ফাটা ক্রনিক পর্যায়ে চলে যায়। এই রোগীদের কান দিয়ে পুঁজ-রস পড়ে এবং কানে ব্যথা হয়। ধীরে ধীরে এরা কানে কম শুনতে শুরু করে। একপর্যায়ে এর সঙ্গে মাথা ঘুরানো যোগ হয়। কানের সমস্যার সঙ্গে মাথা ঘুরানোর যোগসূত্র আছে। আমাদের দেশে গ্রাম-গঞ্জের মানুষ পুকুরে-নদীতে স্নান করে। নোংরা জলাশয়ের জলে স্নান করলে কানের এই সমস্যা আরও বেড়ে যায়।

কলেস্টিয়েটমা ঃ এটি কানের একটি ক্রনিক বা দীর্ঘমেয়াদি ইনফেকশন যা কানের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোকে নষ্ট করে দেয়, কান কখনও শুকোয় না, প্রায়ই কানে ব্যথা থাকে এবং কানের শ্রবণক্ষমতা দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। এক সময় এই সমস্যা অন্তঃকর্ণে (কানের ভেতরের অংশ) চলে গেলে তীব্র মাথা ঘোরা শুরু হয়। এই ইনফেকশন ব্রেনে চলে গেলে স্ট্রোক, সেরিব্রাল অ্যাবসসেস এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

গর্ভাবস্থায় কানের সমস্যা ঃ কানের আরেকটি সমস্যা প্রায়ই মহিলাদের হতে দেখা যায়। গর্ভাবস্থায় এই রোগ তীব্র আকার ধারণ করে। একে অটোস্কেলরোসিস বলে। কানের ভেতরের অংশে অবস্থিত সূক্ষ্ম হাড়গুলো শক্ত হয়ে যায় এবং কানের শ্রবণক্ষমতা কমতে থাকে। কানের ভেতর শোঁ শোঁ শব্দ হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে এর সঙ্গে মাথা ঘুরানো এবং বমি যোগ হতে পারে।

কানের ভেতরে ক্যান্সার খুবই কম হয়, তাদেরই বেশি হয় যাদের অনেকদিন ধরে কান পাকা রোগ থাকে। ভেতরের কানে ইনফেকশন থেকে কানে কম শোনা, কানে শোঁ শোঁ শব্দ হওয়া বা মাথা ঘুরানো, মধ্য কর্ণের ইনফেকশন থেকে মুখ বেঁকে যাওয়া আমাদের সমাজে কম নয়।

চিকিৎসা ঃ আধুনিক প্রযুক্তি যেমন-মাইক্রোস্কোপ, এন্ডোস্কোপ ইত্যাদির ব্যবহার অপরিহার্য। বিশেষত কানের মাইক্রোস্কোপের ব্যবহার শুরুর পর থেকে কানের রোগ নিরূপণ ও চিকিৎসা ব্যবস্থায় যুগান্তকারী উন্নতি হয়েছে। কানের বিভিন্ন অসুখ নিরূপণে মাইক্রোস্কোপের বিকল্প নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা সিটি স্ক্যান ও এমআরআইয়ের চেয়ে বেশি তথ্য প্রদান করে। সভ্য ও উন্নয়ন দেশে অপারেটিং মাইক্রোস্কোপ এবং বিভিন্ন এন্ডোস্কোপ ছাড়া কোনো নাক-কান-গলা এর ক্লিনিক চিন্তাই করা যায় না।

কানের আধুনিক শল্যচিকিৎসা দিয়ে অনেক জটিল রোগের নিরাময় করা সম্ভব। এক্ষেত্রে মাইক্রোস্কোপ ব্যবহারের বিকল্প নেই। কানের পর্দা লাগনো টিমপানোপ্লাস্টি মাইক্রোসার্জারি দিয়ে এমনকি অজ্ঞান না করেই করা সম্ভব।

শীতকালে ফ্লু থেকে সাবধানে থাকুন

দুরন্ত বার্তা ঃ কোল্ড ভাইরাস, রাইনো ভাইরাস, হতেও পারে। হতেও পারে ফ্লু ভাইরাস। ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ-এ তফাৎ বের করা কঠিন বটে। ফ্লু আসে দ্রুত, বেশ প্রবল হয়ে। মনে হবে যে বড়ো বিপর্যস্ত, রুগ্ন। ফ্লু হতে পারে। ফ্লুর উপসর্গ যেমন গলা খুসখুস, জ্বর, মাথাধরা, পেশিমূল, বুকে কনজেশসন, কফ ও কাশি। কফ আসে হঠাৎ করে এবং ঠান্ডা সর্দির চেয়ে প্রবলভাবে। নাক দিয়ে জল ঝরে, বন্ধ হয় নাক। ফ্লু উপসর্গ সাধারণতঃ দু'পাঁচ দিনে ভালো হয়ে যায়। তবে এরপর সপ্তাহ খানেকও বেশি শরীর বেশ কাহিল থাকে। ঠান্ডা-সর্দি আসে ক্রমে ক্রমে, থাকে এক সপ্তাহ প্রায়।

-বর্তমানের ফ্লু টিকা সুরক্ষা দেয় সোয়াইন ও সাধারণ ঋতুকালীন ফ্লুর বিরুদ্ধে। এই দুটোর মধ্যে উপসর্গ কিছু দেখা যায়, যা সচরাচর যেমন-কফ, গলা ব্যথা, জ্বর ও শরীরে ব্যথা। তবে সোয়াইন ফ্লুর অনেক রোগীর হয়ে থাকে পেটের সমস্যা, বমি বা তরল মল। আর যদি হয় সাধারণ ফ্লু। ঠান্ডা লাগলে অনেকের সামান্য জ্বর হয়। অনেকের তাও হয় না। ফ্লু হলে জ্বর হয়, ওঠে ১০০-১০২ ডিগ্রি বা বেশি। শিশুদের ফ্লু হলে জ্বর হয় আরো বেশি। অবশ্য ঠান্ডা সর্দি হলে শিশুদের জ্বর হয় সচরাচর।

-ফ্লু হলে ক্লান্তি থেকে যায় কয়েক সপ্তাহ। ফ্লু হলে শরীরে খুব ক্লান্তি, ব্যথা বেদনা হয়। তা থেকে যায় মাসখানেক, বয়স্কদের আরো বেশি দিন, যাদের ক্রনিক রোগ ও দুর্বল রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা এদের আরো বেশি দিন থাকে। ঠান্ডা সর্দি হলে শরীর খারাপ থাকে মাত্র কয়েক দিন।

-ঠান্ডা ও ফ্লু থেকে হতে পারে মাথা ধরা। তবে ঠান্ডা লাগার মাথা ধরা ফ্লুর মতো অত প্রবল নয়।

-কফ, ফ্লু ও ঠান্ডা দুটোতেই হতে পারে। কারণ দুটো শ্বাসযন্ত্রের রোগ। বায়ুপথে হয় বিপর্যস্ত, তাই কফ হয়। ফ্লুর জটিলতা থেকে হতে পারে নিউমোনিয়া। কফ অটল হয়ে থাকলে, জ্বর ১০২ ডিগ্রির বেশি, শীত শীত লাগে, কাঁপুনি থাকে, শ্বাসকষ্ট, কাশতে কাশতে বুকব্যথা, সবুজ-হলুদ বর্ণ কফ।

-কানের ব্যথা হতে পারে ফ্লু বা ঠান্ডার জন্য। কারণ এতে ইস্টাটিয়ান নালি যা গলার সঙ্গে মধ্যকর্ণকে সংযুক্ত করে, এর উত্তেজনা ঘটতে পারে। এর থেকে ভোঁতা বা জ্বলুনি ব্যথা হতে পারে। এসব চলেও যায় নিজে নিজে। তবে শরীর সুস্থ হওয়ার পরও ব্যথা থেকে গেলে, অথবা হঠাৎ প্রবল ব্যথা হলে ডাক্তার দেখানো উচিত। হয়তো কানে সংক্রমণ হলে, চিকিৎসা তো লাগবে।

-ঠান্ডা কখনো শুরু হয় গলাব্যথা দিয়ে। দু'একদিন গলাব্যথা এরপর ঠান্ডা। নাক দিয়ে জল পড়া, নাকবন্ধ। ফ্লু হলে গলা খুস খুস হয় তবে সঙ্গে প্রবল ক্লান্তি ও অন্যান্য উপসর্গ হয়।

-খুব জ্বর, ক্লান্তি বা শরীর ব্যথা নেই, কিন্তু নাক বন্ধ ঠান্ডা লেগেছে। তবে ফ্লু রোগী অনেকে নাক বন্ধ ও হাঁচির কথাও বলেন। কোল্ড ও ফ্লু দুটোতেই সাইনাস সংক্রমণ হতে পারে। চিবুকের হাড়ে প্রবল ব্যথা, কপালে এবং নাকেও। মাথা হঠাৎ ঘোরালে, নাড়ালে বেশ ব্যথা হয়। চিকিৎসা নিতে হয়।

-ফ্লু সোয়ার টেস্ট। ফ্লু না ঠান্ডা তা জানার জন্য। নাকের বা গলদেশের সোয়ার নিয়ে টেস্ট করে বলা যায়। ফ্লু হলে চিকিৎসা দেবেন ডাক্তার। উপসর্গের জন্যও। আর ঠান্ডা লাগলেও সহজ ওষুধ দেবেন ডাক্তার। ঠান্ডা-সর্দিও ফ্লু।

প্রতিরোধ ঃ প্রতিরোধের উপায় হলো হাত ধোয়া। হাত ওয়াস, ভালো করে সাবান জল দিয়ে। ২০ সেকেন্ড হাত কচলানো, আঙুলের ফাঁক, নখ সব ধুয়ে শুকনো করে নেওয়া। এলকোহল সেনিটাইজারেও কাজ হয়। ঠান্ডা ফ্লুর সিজনে হাত ধোবেন বারবার। কফ, কাশি, হাঁচির পর তো বটেই। টিস্যু নেই? হাতের বদলে কনুই দিয়ে হাঁচি সামলান। ফ্লু প্রতিরোধে টিকা। টিকাতে রয়েছে নিরীহ দুর্বল ফ্লু ভাইরাস, শরীর সহজে চিনতে পারে ভাইরাসকে, তাই লড়াই করে। শিশুদের, গর্ভবতী নারী ও বয়স্কদের জন্য বড়ো প্রয়োজন।

মুখের দুর্গন্ধ থেকে রেহাই পেতে

দুরন্ত বার্তা ঃ অনেক মানুষই মুখে দুর্গন্ধের সমস্যায় ভোগেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে তো বটেই, সারা দিনই মুখে দুর্গন্ধ হয় অনেকের। অন্য কারও সঙ্গে কথা বলতে গেলে মুখের দুর্গন্ধ অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্যার হাত থেকে খুব সহজেই মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। দরকার কয়েকটি জিনিস মাথায় রাখা। প্রথমত, মুখের দুর্গন্ধের পেছনে বড় ভূমিকা মুখগহ্বরে বা পেটে জন্মানো জীবাণু হতে পারে। আরও একটি কারণ হতে পারে শরীরে জলের পরিমাণ কমে যাওয়া। এই সমস্যার হাত থেকে বাঁচতে হলে যা করতে হবে-

দিনে অন্তত দু'বার দাঁত মাজুন ঃ খাবারের কণা দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকাটা কোনও অস্বাভাবিক বিষয় নয়। প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই হয়। এবং এই খাবারের জন্মানো জীবাণু পরে মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে। প্রতিবার খাবার খাওয়ার পর বা দিনে অন্তত দু'বার দাঁত মাজা এবং ফ্লস দিয়ে পরিষ্কার করা দরকার।

জিভ পরিষ্কার করুন ঃ দাঁত মাজলেই যে মুখের সব জীবাণু চলে যাবে, এমন নয়। প্রতি বার দাঁত মাজার সময় জিভটাও পরিষ্কার করুন। জিভের ওপর জমা খাবারের কণা তাতে চলে যাবে।

ধূমপান ছাড়ুন ঃ ধূমপানের কারণে মুখে মারাত্মক দুর্গন্ধ হতে পারে। কারণ এতে আপনার মুখের ভেতর শুকিয়ে যায়। এবং মুকের মধ্যে জন্মানো জীবাণুর সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। ধূমপানের ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমে। তাই মুখের ক্ষত বা ঘা শুকাতে সময় নেই। সেক্ষেত্রে সমস্যাটি বাড়ে।

হজমের সমস্যা তাড়ান ঃ হজমের সমস্যার কারণও মুখে দুর্গন্ধ হতে পারে। পেট পরিষ্কার না হলে এই সমস্যা বাড়ে। সেক্ষেত্রে আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে হজমের এনজাইম খেতে পারেন। তাতে হজম ক্ষমতা বাড়বে। পেট পরিষ্কার হবে।

ক্ষত সারান ঃ মুখের ঘা বা ক্ষতর কারণে দুর্গন্ধ হয়। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ঠিক থাকলে এই আলসার দ্রুত সারে। কিন্তু সেটা না হলে, সমস্যাটি কমে না। সমস্যা যত দিন থাকবে, মুখের দুর্গন্ধও কমবে না।

উষ্ণ, লবণ-জল দিয়ে কুলকুচি করুন ঃ জল সামান্য গরম করে, তাতে অল্প লবণ মেশান। তারপর সেই জল দিয়ে কুলকুচি করে মুখ ধুয়ে নিন। জল খুব বেশ গরম করবেন না। সেক্ষেত্রে মুখের অন্য ক্ষতি হতে পারে। অল্প গরম জলে লবণ মিশিয়ে মুখ ধুলে, মুখের ভেতরের জীবাণু বাড়তে পারে না। এবং তাদের বিনাশ হয়।

চুইংগাম বা দারুচিনি রাখুন ঃ মুখের আর্দ্র ভাব বজায় থাকলে দুর্গন্ধ কম হয়। তাই চিনি ছাড়া ক্যান্ডি বা চুয়িং গাম মুখে রাখতে পারেন। অথবা একেবারে ঘরোয়া দাওয়াই দারুচিনি বা লবঙ্গও রাখতে পারেন মুখের মধ্যে।

ডাক্তারের পরামর্শ নিন ঃ এসব ছাড়াও আরও নানা রকম কারণে মুখে দুর্গন্ধ হতে পারে। তাই অনেক পদ্ধতি অবলম্বন করেও ফল না পেলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। হয়তো অন্য কোনও শারীরির সমস্যা থেকে দুর্গন্ধের জন্ম।

মহিলাদের খুব পরিচিত রোগ প্রস্রাবে সংক্রমণ

দুরন্ত বার্তা ঃ মহিলাদের খুব পরিচিত রোগ হচ্ছে ইউটিআই বা প্রস্রাবে জীবাণু সংক্রমণ। প্রতিদিনই এই সমস্যা নিয়ে অনেকেই চিকিৎসকের কাছে যান। এমন কোনো মহিলা একজনও পাওয়া যাবে না, যার জীবনে এই সমস্যা হয়নি। কারো কারো আবার ইউটিআই বারবার হয়ে থাকে।

সাধারণভাবে পুরুষের চেয়ে নারীর প্রস্রাবে জীবাণু সংক্রমণ অনেক বেশি হয়। ছেলেদের যদি বারবার ইউটিআই হয় তবে তাদের মূত্রতন্ত্রের গঠনগত কোনো সমস্যা আছে কি না, তা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। এছাড়াও মূত্রতন্ত্রের কোথাও পাথর বা অন্য সমস্যা আছে কি না, সেটা জানাও জরুরি। নারীদের মেনোপজ বা স্থায়ীভাবে ঋতুস্রাব বন্ধ হলে অ্যাস্ট্রোজেন হরমোন কমে যায়। হরমোনের অভাবে মূত্রতন্ত্রের স্বাভাবিক যে সুরক্ষা থাকে তা কমে যায়। আমাদের দেশে সব জায়গায় মেয়েদের টয়লেটের ভালো ব্যবস্থা নেই। এজন্য অনেক মেয়ে বাইরে বের হলে জল খাওয়ার পরিমাণও কমিয়ে দেয়। এর ফলে প্রস্রাবে সংক্রমণ দেখা দিতে পারে। তাছাড়া ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে না থাকার কারণেও পুরুষ ও মহিলাদের বারবার ইউটিআই হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। দীর্ঘ মেয়াদি কোনো রোগের জন্য অনেকে স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ গ্রহণ করেন। এই জাতীয় ওষুধ খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গিয়ে প্রস্রাবে জীবাণু সংক্রমণ বেড়ে যেতে পারে। মহিলাদের প্রস্রাবে জীবাণু সংক্রমণ হলে বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দিতে পারে, যেমন-

১. ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ হওয়া।
২. মূত্রনালিতে জ্বালাপোড়া করা।
৩. তলপেটে অস্বস্তি বা ব্যথা করা।
৪. জ্বর, কাঁপনি হওয়া।
৫. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

সবার কিন্তু আবার একই উপসর্গ নাও থাকতে পারে। কারো কারো ক্ষেত্রে প্রস্রাব ঘোলা হতে পারে অথবা প্রস্রাব দিয়ে রক্তও যেতে পারে। ইউটিআই বা প্রস্রাবে জীবাণু সংক্রমণের উপসর্গ দেখা দিলে অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। প্রস্রাব পরীক্ষা করে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করতে হবে। ডাক্তার যেভাবে প্রেসক্রাইপ করবে সেভাবেই ওষুধ খেতে হবে। কেউ একদিন বা দুই দিন ওষুধ খাওয়ার পর আরাম বোধ করেন। তারপর রোগী ওষুধ বন্ধ করে দেন। তারা ভবিষ্যতে নানা সমস্যায় পড়েন। তাদের রোগের জটিলতায় আর অ্যান্টিবায়োটিক খুব একটা কাজে আসে না।

বারবার প্রস্রাবে জীবাণু সংক্রমণ হলে সচেতন হতে হবে। নিয়ম মানতে হবে। সংক্রমণ হলে প্রস্রাবের বেগ পেলে প্রস্রাব চেপে রাখা যাবে না। প্রস্রাবের বেগ হলেই প্রস্রাব করে ফেলতে হবে। প্রচুর জল পান করতে হবে। কোষ্ঠকাঠিন্য এড়িয়ে চলতে হবে। যাদের এই সমস্যা আছে তাদের প্রচুর জল পান করতে হবে এবং তার সঙ্গে প্রচুর আঁশযুক্ত খাবার খেতে হবে। ফলমূল ও সবুজ শাকসবজিতে প্রচুর আশা আছে। স্বামী-স্ত্রী মিলনের পর প্রচুর জল দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। একটু সচেতন হলেই প্রস্রাবে সংক্রমণ অনেকটাই প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।

জায়গা ফেরত পেতে আপত্তিকর মন্তব্য

দেবশ্রী মজুমদার, শান্তিনিকেতন, ২৯ জানুয়ারি ঃ ফের জায়গা ফেরতের হুমকি অমর্ত্য সেনকে। চিঠির শরবর্ষণ চলছে বিশ্বভারতীর তরফে। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ যে ভাষায় চিঠি লিখেছে তাতে স্পষ্ট অমর্ত্য সেন জমি জবর দখলকারী। তেরো ডেসিমেলে জায়গা উদ্ধার করতে চেয়ে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ লিখেছে, অবৈধ জমি দখলকারী উচ্ছেদে ব্যক্তি কোনো ব্যাপার না। এমন আপত্তিকর মন্তব্য করে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ নোবেলজয়ী বাংলার গৌরবকে কতটা নিচু দেখাতে চেয়েছে তা স্পষ্ট। অথচ রাজ্য সরকারের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরের নথি পরিস্কার বলছে পুরো এক একর আটত্রিশ শতক জায়গার মালিকানা আছে অমর্ত্য সেনের পিতা আশুতোষ সেন ও মাতা অমিতা সেনের। যা ভোগদখলে অধিকারী অধ্যাপক অমর্ত্য সেন। কিন্তু নোবেল জয়ীকে অপমান করতে লিজ স্বত্বের পুরানো কাসুন্দি ঘাটছে বিশ্বভারতী। শুধু তাই নয়, চিঠিতে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ বোল্ড অক্ষরে লিখেছে যে অমর্ত্য সেনের বাসভবন প্রতীচী যে জায়গায় অবস্থিত তার মালিক বিশ্বভারতী। বর্তমানে ওই জায়গার সংশ্লিষ্ট ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরের নথিতে অমর্ত্য সেনের নামে নেই। তার পিতার নামে আছে। তাই ছেলের অধিকার নেই। চিঠিতে এমন হাস্যকর যুক্তি তুলে ধরছে বিশ্বভারতী। এব্যাপারে জনসংযোগ আধিকারিক মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরের যে পরচা অনুযায়ী বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম খবর প্রকাশ করেছে, তা ১৯৪৩ সালের লিজের। ২০০৬ সালে তদানীন্তন বিশ্বভারতী উপাচার্য রজত কান্তি রায়কে হাভার্ড থেকে অধ্যাপক সেন চিঠি লেখেন। তারপর বিশ্বভারতীর অনুমতিতে সেন পরিবারের নামে এক একর পঁচিশ শতক জায়গার মিউটেশন করতে দেওয়া হয়। বাকি তেরো ডেসিমেল জায়গার কোনো মিউটেশন হয় নি। তাই ওই জায়গা ফেরত দিতে হবে। কিন্তু সেই দাবি জানাতে গিয়ে, অন্যায় জমি দখলকারী বলে অধ্যাপক সেনকে অভিহিত করা হয়েছে। এখানেই বাংলার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের আপত্তি। রবিবার প্রেস বিবৃতি দিয়ে অধ্যাপক অমর্ত্য সেনকে হয় আইনি পথে কিংবা বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে খোলামনে আলোচনার মাধ্যমে জমি সংক্রান্ত যাবতীয় জট কাটানোর আবেদন জানিয়েছে বিশ্বভারতী। এদিন বিশ্বভারতীর তরফে প্রকাশিত প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বিশ্বভারতী তার জমি দখলের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। ভবিষ্যতে এই ধরনের পরিস্থিতি এড়াতে এবং রেকর্ড অনুযায়ী অধ্যাপক সেনকে পদক্ষেপ করতে আবেদন করা হচ্ছে। প্রফেসর অমর্ত্য সেন নিজের এবং বিশ্বভারতীর সুনাম রক্ষার জন্য যা করার দরকার তাই করবেন বলে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। প্রেস বিবৃতিতে আরও লেখা আছে যে, এখন দু'টি বিকল্প পথ খোলা রয়েছে, প্রথমটি হল প্রফেসর সেন এই মহূর্তে যে ধারণা নিয়ে বসে রয়েছেন সেটি আইনের গণ্ডিতে আদালতে গিয়ে প্রমাণ করুন। অথবা বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এবিষয়ে অবাধে এবং খোলামেলাভাবে সমাধানের জন্য যা করার দরকার সেটা করুন। বিশ্বভারতীর দাবি, ১৯৪৩ সালের চুক্তি অনুযায়ী, আশুতোষ সেনকে ১.২৫ একর জমি লিজ দিয়েছিল বিশ্বভারতী। ১.৩৮ একর নয়। এই বিষয়টি আগের দুই চিঠিতেই অমর্ত্যকে জানানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, ১৯৪৩ সালের সেই চুক্তি এবং ২০০৬ সালের কর্মসমিতির প্রস্তাব, কোথাও আশুতোষ বা অমর্ত্যকে বিশ্বভারতীর কোনও জমিরই মালিক হিসাবে ঘোষণা করা হয়নি। প্রেস বিবৃতিতেও কর্তৃপক্ষের দাবি, অমর্ত্যের 'প্রতীচী' বাড়ির প্রকৃত জমি ১.২৫ একর। ১৩ শতক জমি

অবৈধভাবে দখল করে রেখেছেন অর্থনীতিবিদ। পাশাপাশি অমর্ত্য সেনের বিরুদ্ধে অবৈধ ভাবে জমি দখলের অভিযোগ কার্যত অস্বীকার করেছে বীরভূমের জেলা প্রশাসন। এ ব্যাপারে একটি সরকারি নথিও প্রকাশ্যে এসেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, শান্তিনিকেতনের ১.৩৮ একর জমি দীর্ঘমেয়াদি লিজ দেওয়া হয়েছিল অমর্ত্যের বাবা আশুতোষ সেনকে। প্রকাশ্যে আসা সরকারি নথির প্রেক্ষিতে বীরভূমের জেলাশাসক বিধান রায় বলেছেন, প্রশাসনের কাছে যে নথি রয়েছে, সেই অনুযায়ী অমর্ত্য সেনের পরিবারের নামে ১ একর ৩৮ শতক জমি দীর্ঘমেয়াদি লিজে রয়েছে। জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের এক সূত্রেরও দাবি, সেন পরিবারকে যে ১.২৫ একর জমিই লিজ দেওয়া হয়েছিল, তার স্বপক্ষে কোনও 'রেকর্ড' নেই। তা নিয়ে তরজার মধ্যে এ বার প্রেস বিবৃতি দিয়ে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ দাবি করলেন, অমর্ত্যের শান্তিনিকেতনের বাড়ি 'প্রতীচী' যে জমিতে তৈরি হয়েছে, তা বিশ্ববিদ্যালয়েরই। এব্যাপারে জনসংযোগ আধিকারিক মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরের যে পরচা অনুযায়ী বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম খবর প্রকাশ করেছে, তা ১৯৪৩ সালের লিজের। দুই হাজার ছয় সালে তদানীন্তন বিশ্বভারতী উপাচার্য রজত কান্তি রায়কে হাভার্ড থেকে অধ্যাপক সেন চিঠি লেখেন। তারপর বিশ্বভারতীর অনুমতিতে সেন পরিবারের নামে এক একর পঁচিশ শতক জায়গার মিউটেশন করতে দেওয়া হয়। বাকি তেরো ডেসিমেল জায়গার কোনো মিউটেশন হয় নি। তাই ওই জায়গা ফেরত দিতে হবে। রবিবার বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে প্রকাশিত এই প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, যে বিশ্বভারতীর ১১৩৪ একর জমি রয়েছে। যার মধ্যে ৭৭ একর জমি দখল করা হয়েছিল। গত চার বছরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবৈধ দখলদারদের কাছ থেকে ১৫ একর জমি পুনরুদ্ধার করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশের পরেই অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করতে বিশ্বভারতী অভিযানে নামে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন, বেদখল হওয়া ৭৭ একর জমি ইতিমধ্যেই পুনরুদ্ধারে নেমেছে বিশ্বভারতী। সেই সূত্রেই চিঠি দেওয়া হয়েছে অমর্ত্যকে। শুধু তাই নয় চিঠিতে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ বোল্ড অক্ষরে লিখেছে যে অমর্ত্য সেনের বাসভবন প্রতীচী যে জায়গায় অবস্থিত তার মালিক বিশ্বভারতী। বর্তমানে ওই জায়গার সংশ্লিষ্ট ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরের নথিতে অমর্ত্য সেনের নামে নেই। তার পিতার নামে আছে। তাই ছেলের অধিকার নেই। চিঠিতে এমন হাস্যকর যুক্তি তুলে ধরছে বিশ্বভারতী।

গেইলকে দেখতে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৯ জানুয়ারি ঃ ২৯ জানুয়ারি রবিবার বর্ধমানে গেইল ঝড়। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে প্রতি বছরই বর্ধমানের মালির মাঠে আয়োজিত হয় রাজনন্দিনী কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। এ বার সেখানেই অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি ক্রিকেট প্লেয়ার ক্রিস গেইল। কিন্তু মাঠে ভিড়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। গত কয়েক বছরে এই টুর্নামেন্টে অতিথি হিসেবে বর্ধমান শহরে এসেছেন ভারতীয় তারকা ক্রিকেটাররা। যাদের মধ্যে রয়েছেন- দিলীপ বেঙ্গসরকার, কপিল দেব, হরভজন সিং, গৌতম গম্ভীররা। এসেছেন আরেক কিংবদন্তি ক্যারিবিয়ান ব্যাটার ব্রায়ান লারা। রাজনন্দিনী কাপ জেলার জনপ্রিয় টেনিস বল টুর্নামেন্ট। ২০২০ সালে রাজনন্দিনী কাপে প্রথম কোন বিদেশি ক্রিকেটার এসেছিলেন। সে বার এসেছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের আর এক তারকা ব্রায়ান লারা। এ বার সেই তালিকায় যোগ দিলেন ইউনিভার্সাল বস ক্রিস গেইল। ক্যারিবিয়ান সুপারস্টারকে দেখতে বর্ধমানে ভিড় জমান ক্রিকেট প্রেমীরা। উপচে পড়লো ভিড়। আর এই ভিড় সামাল দিতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয় বর্ধমান থানার পুলিশকে। এদিন গেইল মাঠে এসেই হুডখোলা গাড়ি করে মাঠের চারদিক প্রদক্ষিণ করেন। তবে সেখ কিছুক্ষণ গেস্ট রুমে থেকে তিনি বেরিয়ে যান। কিন্তু এই উপচে পড়া ক্রিকেটপ্রেমীদের ভিড়ে বিশৃংখলা পড়ে সংবাদ মাধ্যমের সামনে তিনি মুখ খুলতে পারেননি। বর্ধমানের মতো ছোট শহরে ক্রিস গেইলের মতো তারকার উপস্থিতি প্রথম দিকে বিশ্বাস করতে চাইছিলেন না সাধারণ মানুষজন। কিন্তু এগিয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর থেকেই উত্তেজনা বাড়ছিল বর্ধমানে। আর তারই বহিঃপ্রকাশ দেখা গেল রবিবার বর্ধমানের মালির মাঠে রাজনন্দিনী কাপে। দুপুরে কলকাতা থেকে ক্রিস গেইল খেলার মাঠে ঢোকার আগেই চরম বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে যায়। ঠেলাঠেলিতে বিরাট দুর্ঘটনা ঘটার মত পরিস্থিতি তৈরি হয়। রবিবার দুপুর ২টো নাগাদ বর্ধমানের মাটিতে পা দেন গেইল। এদিন ছিল রাজনন্দিনী কাপের শেষ দিনের খেলা। সেই খেলার ফাঁকে হুড খোলা গাড়িতে তাঁকে মাঠ প্রদক্ষিণ করতে দেখা যায়। গেইলের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়। কিন্তু জনতার উন্মাদনার সামনে ভেঙে পড়ার জোগাড় নিরাপত্তা ব্যবস্থার।

অস্বাভাবিক মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২৯ জানুয়ারি ঃ বেসরকারি হোটেলের ঘরের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করল বীরভূমের রামপুরহাট থানার পুলিশ। মৃত ব্যক্তির নাম রতন আগরওয়াল (৪৭)। বাড়ি রামপুরহাট পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের খোবা পাড়া। হোটেল সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরের ২৪ জানুয়ারি রামপুরহাট ভাঁড়শালা মোড়ের একটি হোটেলে ঘর ভাড়া নেয় রতন আগরওয়াল। রবিবার সকালে হোটেলের কর্মী রতনের ঘরের দরজা ধাক্কা দিতেই খুলে যায়। দেখে কাপড় ছিঁড়ে সিলিং ফ্যানে ঝুলছে দেহ। খবর পেয়ে রামপুরহাট থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, তিন ভাইয়ের মধ্যে রতন ছিলেন ছোট। দুই ভাই রামপুরহাটে থাকেন। কিন্তু ব্যবসার জন্য রতন থাকতেন কলকাতায়। তিন মেয়ের বিয়ে দিয়ে স্বামী-স্ত্রী মিলে বসবাস করছিলেন কলকাতাতেই। কিছু দিন ধরে স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্যের জেরে রামপুরহাট পালিয়ে আসেন। নিজের বাড়িতে না গিয়ে ভাঁড়শালা পাড়ার বেসরকারি হোটেলে ওঠেন। হোটেলের কর্মী মাধব মণ্ডল বলেন, ব্যবসার কাজের জন্য এসেছিলেন বলে ঘর ভাড়া নেন। প্রতিদিন আমি খাবার পৌঁছে দিতাম। সেই মতো শনিবার রাতে খাবারের জন্য অর্ডার নিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু রাতে কিছু খাননি। রবিবার সকালে চা খাওয়ার জন্য ডাকতে গিয়ে দরজা ধাক্কা দিতেই খুলে যায়। তখনই দেখতে পাই সিলিং ফ্যানে মৃতদেহ ঝুলছে।

মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকার তীব্র সমালোচনা

দুরন্ত বার্তা, বুনিয়াদপুর, ২৯ জানুয়ারি ঃ 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গাছের গোড়া কেটে মাথায় জল ঢালছেন।' উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা এমনটাই। রবিবার দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুরে এসে এমনটাই মন্তব্য করলেন বিজেপি উদ্বাস্তু সেলের উত্তরবঙ্গ জোন কনভেনার বাবুলাল বালা। উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব আইনের ভুল ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে দক্ষিণ দিনাজপুরে তৎপর ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্বাস্তু সেল। রবিবার এর বিরুদ্ধে জেলাস্তরের কর্মীদের নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক করলেন ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্বাস্তু সেল। এদিন বুনিয়াদপুর বিজেপি পার্টি অফিসে বৈঠকের প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ জোনের উদ্বাস্তু সেল-এর কনভেনার বাবুলাল বালা, উত্তরবঙ্গ জোনের কো-অর্ডিনেটর দীপক মজুমদার, দক্ষিণ দিনাজপুর উদ্বাস্তু সেলের কনভেনার উজ্জ্বল সরকার সহ অন্যান্য জেলাস্তরের প্রতিনিধিরা। নাগরিকত্ব আইন নিয়ে রাজ্য সরকারের ভুল ব্যাখ্যা নানা কথা বক্তাদের বক্তব্যে উঠে আসে। এই আইনের ভুল ব্যাখ্যা রুখে দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গজুড়ে প্রচার শুরু হয়েছে। এদিনের বৈঠকে বিজেপি উদ্বাস্তু সেলের উত্তরবঙ্গ জোন কনভেনার বাবুলাল বালা বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গাছের গোড়া কেটে মাথায় জল ঢালছেন। উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা কুমিরের কান্নার মতো। তিনি উদ্বাস্তুদের প্রধান দাবি নাগরিকত্ব প্রদানের বিরোধিতা করছেন। পাশাপাশি ভুল বুঝিয়ে উদ্বাস্তু সমাজকে বিপক্ষে চালিত করার ও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তৃণমূল উদ্বাস্তুদের নিয়ে বঞ্চনা শুরু করেছেন। ক্ষমতায় আসার আগে উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মমতা। ক্ষমতায় আসার পর ২০১৯ সালে নাগরিকত্ব আইন পাস হবার পর তিনি আইনের বিরোধিতা করছেন এবং মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন। খুব শীঘ্রই তা সাধারণ মানুষের গোচরে আনা হবে। সমগ্র উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ইতিমধ্যেই বিজেপি উদ্বাস্তু সেলের বৈঠক শুরু হয়েছে একাধিক দাবি-দাওয়া পূরণের লক্ষ্যে। সেইমতো এদিন বুনিয়াদপুরেও পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি পালিত হয়।

ধরণায় তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৯ জানুয়ারি ঃ চা বলয়ের পর এবার আলিপুরদুয়ারের বিজেপি বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ অবস্থানে বসল তৃণমূল কংগ্রেস। চা বাগানের শ্রমিকদের প্রফিডেন্ট ফান্ড সমস্যা নিয়ে তৃণমূলের অবস্থান বিক্ষোভ আজ তিনদিনে পড়ল। বিজেপির আলিপুরদুয়ারের পাঁচ বিধায়ক ও এক সাংসদের বাড়ির সামনে অবস্থান বিক্ষোভ ২৭ জানুয়ারি থেকে শুরু হলেও আলিপুরদুয়ার শহরে আজ প্রথম দিন আন্দোলনের। বিজেপি বিধায়কদের কাঠগড়ায় তুলে বিধায়ক ও সাংসদের বাড়ির সামনে তৃণমূলের এই অবস্থান বিক্ষোভ কার্যত ভিন্ন মাত্রা নিয়েছে। পরিস্থিতি যে কোন সময় নাগালের বাইরে যেতে পারে বলে আশঙ্কা। আলিপুরদুয়ারের বিজেপি বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, চা শ্রমিকদের প্রফিডেন্ট ফান্ড জমা দিচ্ছে না মালিক পক্ষ। মালিক পক্ষকে গ্রেফতার করা উচিত। তা না করে তৃণমূল নেতারা তাদের কাছ থেকে কাটমানি খাচ্ছে। আর লোক দেখানো আন্দোলনে নামছে। আমার বাড়ির সামনে ওরা এই আন্দোলন করছে। ওদের আমি চা খাওয়ার আমন্ত্রন জানাব। এদিন আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিত কর বিজেপির মোদি সরকারের এক হাত নেন। চা বাগান ইস্যুতে কোন ভূমিকা নিচ্ছে না কেন্দ্র। ওদের বিধায়করা কাজই করছে না।

লকেটের কটাক্ষ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৯ জানুয়ারি ঃ মিড ডে মিল নিয়ে কেন্দ্রীয় দল রাজ্যে আরও আগে আসা উচিত ছিল বলে মন্তব্য করলেন সাংসদ তথা বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়। রবিবার বর্ধমান জেলা বিজেপি কার্যালয়ে দলীয় বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তিনি। লকেট চট্টোপাধ্যায় জানান, মিড ডে মিলে কেন্দ্রীয় সরকার যে অর্থ দেয় সেই টাকা নয় ছয় হয়। ফলে মিড ডে মিলের মান কমে যাচ্ছে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মিড ডে মিল রান্না হচ্ছে। সেজন্য খাবারে টিকটিকি, ইঁদুর, সাপ পড়ছে। বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে মারাও যাচ্ছে। ২ ফেব্রুয়ারি বর্ধমানে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক সভা নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি। তৃণমূলের সঙ্গে মানুষ নেই তাই ধমকি, চমকি দিয়ে আশাকর্মী সহ সরকারি কর্মীদের সভায় আসতে বলা হচ্ছে। পাশাপাশি তিনি গরু পাচার মামলায় বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল জেলে থাকলেও এখনও তার নির্দেশেই মাফিয়া রাজ চলছে।

Name Change
I,Md Mahtab Alam (Old Name) S/o Manzarul Alam residing at Z-3/214,Dr.A.K Road,Badartala, Kolkata -700044 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) Mahtab Alam (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 29/01/2023.Md Mahtab Alam and Mahtab Alam both are same and one identical person.

Name Change
I,Bimal Ghatak,Bimal Kumar Ghatak instead of Bimal Kanti Ghatak (Old Name) S/o Late Kiran Lal Ghatak residing at 2/65 Sucheta Nagar KMC, Ps-Garfa,Pin-700078 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) Bimal Kanti Ghatak (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 29/01/2023.Bimal Ghatak,Bimal Kumar Ghatak instead of Bimal Kanti Ghatak and Bimal Kanti Ghatak both are same and one identical person.

অহঙ্কার শেষ করবে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ জানুয়ারি ঃ পিসি আর ভাইপো টাকার থলি নিয়ে আসাম, ত্রিপুরা, গোয়া ঘুরে বেড়ালেন। একটা বিধানসভা কেন একটা পঞ্চায়েতের আসনে জিতাতে পারে নি। তারা আবার কেন্দ্রে বসার স্বপ্ন দেখে। অহঙ্কারই ওদেরকে শেষ করবে। যেমনটা বামফ্রন্টের হয়েছিল। রবিবার সাত সকালে চায়ে পে চর্চায় এভাবেই শাসক দল তৃণমূলকে তুলোধনা করলেন রাজ্য বিজেপির সহ-সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ ঘোষ। এদিন মালদা শহরের ফোয়ারা মোড়ে দলের জেলা নেতৃত্বদের পাশে নিয়ে এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে চায়ে পে চর্চায় সামিল হন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ। সেখানে খুঁটিনাটি বিষয়গুলি সাধারণ মানুষের কাছে জানতে চান তিনি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ বলেন, একটা সময় বামফ্রন্টের ৩৪টা লোকসভা কেন্দ্র ছিল। পরবর্তীতে শূন্য হয়ে গেল। ওরা বলতো আমরা ২৩০ আর বিরোধীরা ৩০। এই অহঙ্কার আজকে শেষ করে দিয়েছে। সিপিএম শূন্য। কোথাও একটা আসন নেই। এমনটাই হবে তৃণমূলের। ওরা যেভাবে লাফাচ্ছে তাতে মানুষ জবাব দেবে। সাংসদ দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, বাংলার মানুষের কাছে কাটমানি রাজ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন। নিজেদের দলেরই কোন ঠিকঠিকানা নেই। আবার কেন্দ্রে বসার স্বপ্ন দেখছে। অনেককে সঙ্গে নিয়ে তো প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন দেখেছিলেন, সব ভেস্তে গিয়েছে। এখন অমর্ত্য সেন ওনাকে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর যোগ্যতা নিয়ে। অমর্ত্যবাবু তো নিজেই বিশ্বভারতীর জায়গা দখল করে বসে আছে। আসলে সব চোরেরা এক জায়গায় এসেছে। তাই এই ধরনের কথাবার্তা উঠে আসছে। বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, কেন্দ্র সরকার দুর্নীতি দমনের যথেষ্ট চেষ্টা করছে। আজকের দিনে টিভি খুললে দেখতে পাচ্ছেন খবরে খালি টাকা আর টাকা। আগে তো কোনদিন এসব দেখা যায় নি। এত টাকা দেখতে পাচ্ছেন কি করে। যারা এই দুর্নীতিতে জড়াচ্ছেন তাদের জেল হচ্ছে। আরও হবে, অপেক্ষা করুন। অন্যায় এবং দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় না কেন্দ্র সরকার।

১২ কোটির ব্রাউন সুগার সহ ধৃত ১

দুরন্ত বার্তা, কালিয়াচক, ২৯ জানুয়ারি ঃ ফের মালদা জেলা থেকে উদ্ধার প্রচুর পরিমানে ব্রাউন সুগার। রবিবার ভোররাতে অভিযান ১১ কেজি ৫৯০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে কালিয়াচক থানার পুলিশ। যার আনুমানিক বাজার মূল্যও কয়েক কোটি টাকা বলে পুলিশের অনুমান। এই ঘটনায় গ্রেফতার হয় এক মাদক কারবারি। যদিও মূল অভিযুক্ত পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে । তবে তার নাগাল পেতে তৎপর পুলিশ। এদিন দুপুরে ধৃতকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করে ১৪ দিনের হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃতের নাম সতীশ মন্ডল। তার বাড়ি মালদা জেলার আকন্দবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রামনগর গ্রামে। তার বাড়ি থেকে ১১ কেজি ৫৯০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রের খবর, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কালিয়াচক থানার পুলিশ রবিবার ভোররাতে একটি অভিযান চালায় রামনগর গ্রামে। সূত্র মারফৎ পুলিশ জানতে পারে ওই গ্রামের বাসিন্দা চৈতন্য মণ্ডল ও তার বাবা সতীশ মন্ডল দু'জনে দীর্ঘদিন ধরে ব্রাউন সুগারের কারবার চালিয়ে যাচ্ছিল। ভিন রাজ্য থেকে সংগ্রহ করে এলাকায় খুচরো ও পাইকারি ভাবে বিক্রি করতো দু'জনে। পুলিশ জানতে পারে সম্প্রতি বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার চৈতন্য মণ্ডল বাড়িতে মজুত করে রেখেছে। খবর পাওয়া মাত্রই পুলিশ ছুটে যায় ওই এলাকায়। চৈতন্য মন্ডলের বাড়ি ঘিরে ফেলে পুলিশ। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় চৈতন্য মন্ডল। কিন্তু পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায় তার বাবা সতীশ মন্ডল। চৈতন্য মন্ডলের ঘরে তল্লাশি চালিয়ে তার শোবার ঘর থেকে ১১ কেজি ৫৯০ গ্রাম উন্নত মানের ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। তারপরেই সতীশ মন্ডলকে গ্রেফতার করা হয়। উদ্ধার হওয়া ব্রাউন সুগারের বর্তমান বাজারদর ১২ কোটি টাকার ওপরে। ধৃত সতীশ মন্ডলকে এদিন মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়। অপরদিকে পলাতক চৈতন্য মণ্ডলের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। এদিন দুপুরে ধৃতকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়। আদালত ধৃতকে ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছে। মালদা জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব বলেন, সতীশের বাড়ি থেকে মোট ১১ কেজি ৫৯০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে। সতীশ মন্ডলকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার গুলি কোথা থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং কোথায় বিক্রি করার পরিকল্পনা ছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই কারবারের পিছনে কে বা কারা যুক্ত রয়েছে তার তদন্ত শুরু করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ।

আত্রেয়ী নদীর চর থেকে উদ্ধার অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ২৯ জানুয়ারি ঃ আত্রেয়ী নদীর চর থেকে উদ্ধার অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ। রবিবার সকালে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট থানার অধীন পাগলীগঞ্জ এলাকায় এই দেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান কেউ বা কারা পঞ্চাশোর্ধ ওই ব্যক্তিকে রাতের অন্ধকারে হত্যা করে ফেলে রাখা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানাগেছে, এদিন সকাল ১০টা নাগাদ বালুরঘাট থানার অধীন পাগলিগঞ্জের বোয়ালদাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের মদনগঞ্জের আত্রেয়ী নদীর ওপর নবনির্মিত ব্রিজের নীচে চরে একটি দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন বালুরঘাট ও পতিরাম থানার পুলিশ। এরপর দেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায় বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে ভারী কোনও বস্তু দিয়ে আঘাত মাথায় আঘাত করেই মেরে ফেলা হয়েছে। এরপরই মৃতের মাথাটিকে নদীর চরে পুঁতে দিয়ে দেহের বাকি অংশ মাটির ওপরে রেখেই পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। তবে নদীর চরে এনে হত্যা করা হয়েছে নাকি অন্যা জায়াগা থেকে এনে দেহটি নদীর চরে ফেলা হয়েছে তা নিয়েই ভাবাচ্ছে পুলিশকে। এই ঘটনার সঙ্গে বালি মাফিয়া চক্রের সঙ্গে যোগ রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে মৃত ব্যক্তি বহিরাগত বলেই মনে করছে পুলিশ। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ সুপার রাহুল দে বলেন, বালুরঘাট থানার অধীন পাগলীগঞ্জে আত্রেয়ী নদীর চরে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির মাথার পিছনে গভীর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এই ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। পুলিশের তরফে খোঁজখবর নিয়ে দেখা হচ্ছে এই এলাকায় কোন ব্যক্তি নিখোঁজ ছিলেন কিনা। এই ব্যক্তি কিভাবে খুন হলেন এবং কারা খুন করল ইত্যাদি জানার জন্য পুলিশ বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে।

শুরু খন উৎসব

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ২৯ জানুয়ারি ঃ তৃতীয় বর্ষে পা রাখল রায়গঞ্জ পঞ্চানন বর্মা সেবা সমিতির খন উৎসব। সংগঠনের উদ্যোগে রবিবার উত্তর দিজাপুরের মোহিনীগঞ্জের দক্ষিণ মৌজগাঁও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে সূচনা হল খন উৎসবের। এদিন দুপুরে এই উৎসবের সূচনা করেন জেলা শিল্প অধিকর্তা সুনীল সরকার। উপস্থিত ছিলেন সমাজকর্মী দীপঙ্কর বর্মন সহ অন্যান্যরা। জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে ৮টি দল অংশ নেয় খন পালা গানে। সংস্থার সম্পাদক শ্যামাপদ রায় বলেন, এই জেলার খন পালা গান ক্রমশ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। অথচ গ্রামগঞ্জে বহুশিল্পী আছেন। এটি যাতে হারিয়ে না যায় এবং নতুন নতুন শিল্পীরা আরও উঠে আসে সেজন্য আমরা তিন বছর ধরে এই উৎসবের আয়োজন করে আসছি। গত দুই বছর দুই দিন ধরে এই উৎসব করা হলেও এবছর একদিনের জন্য আয়োজন করা হয়েছে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, বালুরঘাট থেকে খন শিল্পীরা অংশ নেন এদিন। চার শিল্পী বীরেন্দ্র নাথ বর্মন, লালমোহন বর্মন, বুধুনাথ বর্মন ও আব্দুল আজিত এবং পঞ্চানন বর্মা সেবা সমিতি পরিচালিত পঞ্চানন বর্মা সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের গুরুমা বিশিষ্ট ভাওয়াইয়া.শিল্পী যুথিকা সরকারকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়।

রাস্তা অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৯ জানুয়ারি ঃ আবাস যোজনা, বিধবাভাতা, বার্ধক্য ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে দূর্নীতি ও স্বজন পোষন ও প্রকৃত প্রাপকদের বঞ্চিত করার প্রতিবাদে বিজেপির বাকুঁড়া ১ নং জগদল্লা পঞ্চায়েতের উদ্যোগে রবিবার সকালে পোয়াবাগানে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। বাকুঁড়া সদর কেন্দ্রের বিধায়ক নিলাদ্রী দানা, বিজেপির বাকুঁড়া ১নং মন্ডলের সভাপতি বিকাশ ঘোষ অবরোধ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। দানা অভিযোগ করে বলেন, আবাস যোজনা, বিভিন্ন সরকারি ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রাপকদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। সব ক্ষেত্রেই সরকারি আধিকারিকদের উপেক্ষা করে শাসকদলের নির্দেশ মত কাজ করা হচ্ছে। সর্বত্রই তৃণমূলীকরণ করা হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। বাঁকুড়া শহরের উপকন্ঠে পোয়াবাগানে ব্যস্ত এলাকায় অবরোধের ফলে যানজটের সৃষ্টি হয়।

৩ শ্রমিকের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ জানুয়ারি ঃ আবারও ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে তিন পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু। মালদার হবিবপুর থানার শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তালুকদার পাড়ার বাসিন্দা তিন শ্রমিক। এলাকা ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বাড়ি ফেরার কয়েকদিন আগে পরিবারের সাথে কথা হয় তারা ৩১ তারিখ বাড়ি ফিরবেন। পরিবারের লোকেরা অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু ওই তিনজন শ্রমিক বাড়ি ফিরলেন ঠিকই, কিন্তু কফিনবন্দি হয়ে। শনিবার রাতে তিন কফিনবনধী দেহ ফেরে গ্রামের বাড়িতে। ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। মিজোরামে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হয় ওই ৩জন পরিযায়ী শ্রমিকের। জানা গেছে গত নভেম্বর মাসে মিজোরামের আইজোল জেলায় শ্রমিকের কাজ করতে যান ওই তিনজন। গত ২৬ জানুয়ারি মিজোরামের গার্ডওয়ালের কাজ করার সময় ধস নেমে মৃত্যু হয় তাদের। মৃতদের নাম প্রেম কুমার মন্ডল (২৮), রতন মন্ডল (২৬) এবং অলক মন্ডল (৩১)। এদিন রাতে গ্রামের বাড়িতে কফিনবন্দী দেহ ফিরতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারে লোকেরা। এলাকাজুড়ে নেমে আসে শোকের ছায়া।

শিল্পতালুক দর্শন

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২৯ জানুয়ারি ঃ বাম আমলে তৈরি উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর শিল্প তালুক। পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের একটি সংস্থা। প্রায় ৪০বছর থেকে বাউন্ডারি ওয়াল তৈরি হয়ে পড়ে রয়েছে। কোন সরকারই তা চালু করার উদ্যোগ নেয়নি। প্রথমবার তৃণমূল সরকারের ইটাহারের বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন লিমিটেড দপ্তরের ভাইস চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন তা পরিদর্শন করেন এবং খুব তাড়াতাড়ি চালু হবার আশা দেন। মোশারফ হোসেন ইটাহারের বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র উন্নয়ন লিমিটেডের ভাইস চেয়ারম্যান ।

২০২৪ সালের মধ্যে সিএএ । সুকান্ত

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ জানুয়ারি ঃ ২০২৪ সালের মধ্যে সিএএ জারি করা হবে। মালদার হবিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের পার্বতীডাঙ্গায় কর্মীসভায় একথা বললেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এদিন কর্মসূচিতে মালদায় যোগদান করেন সুকান্তবাবু। প্রথমে হবিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের আক্তইল এলাকায়। পরের জনসভাটি করেন ওই বিধানসভা কেন্দ্রেই পার্বতীডাঙ্গা এলাকায়। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুকান্ত বাবু বলেন, রাম মন্দির হওয়ার আগে বিরোধীরা অনেক আমাদের টিটকিরি মারতো, কবে রাম মন্দির হবে, কবে রাম মন্দির হবে। ২০২৪ এর পয়লা জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী রাম মন্দিরের উদ্বোধন করবেন। তেমনি এখন বিরোধীরা টিটকিরি মারছে কবে সিএএ হবে। আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন ২০২৪ এর মধ্যেই সিএএ হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার কিছু করতে পারবে না। দেখবে আর লুচির মত ফুলবে। পাশাপাশি তিনি বলেন,

রাজ্যে এখন একটাই প্রকল্প চলছে। পেট্রোলের দাম বাড়লো না, মদের দাম বাড়িয়ে দিল। ঢকঢুগ পিও অর যুগ যুগ জিও। মদ হচ্ছে তৃণমূলের ভিত্তি আর মাতাল হচ্ছে ভবিষ্যৎ। এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন,অমর্ত্য সেনের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা জমি নিয়ে সমস্যা হয়েছে। সেই সমস্যা মিটিয়ে নেওয়া উচিত। জমি মাপামাপি করলে তবেই তো সমস্যা মিটবে। আমি নোবেল পেয়েছি মানে তো আমি কারো জমি দখল করতে পারি না। একটা অভিযোগ উঠেছে সেই অভিযোগের নিস্পত্তি হওয়া উচিত, উনি সম্মানীয় ব্যক্তি। এই সমস্যা যত তাড়াতাড়ি মিটে যায় তত ভালো। তার নামের সাথে এই ধরনের সমস্যা মানায় না। সুকান্ত মজুমদার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তর মালদার বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সভাপতি উজ্জ্বল দত্ত সহ জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। দুটি সভা করার পর মালদার পাকুয়াহাটে চা চক্রে যোগদান করেন তিনি।

পুরানো বিবাদের জেরে বন্ধ হল শ্রাদ্ধ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৯ জানুয়ারি ঃ পুরানো বিবাদের জেরে নিজের বাবার শ্রাদ্ধ করতে পারলো না ছেলে। অভিযোগের তীর একই এলাকার কতিপয় দুস্কৃতিদের বিরুদ্ধে। উক্ত দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে নিউ জলপাইগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন নিগৃহীত কৃষ্ণ দাস। ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি নিউ জলপাইগুড়ি থানার অন্তর্ভুক্ত হরিপুর নিচপাড়া সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ঘটনার সূত্রপাত গত একবছর আগে ২০২২ সালের সময়। উক্ত এলাকায় তাণ্ডব চালিয়েছিল কিছু যুবক। সেই সময় ওই যুবকদের মধ্যে কৃষ্ণ দাসও ছিলেন। ২০২২ সালের দোলযাত্রার সময় কৃষ্ণ দাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়েছিল নিউ জলপাইগুড়ি থানায়। তার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষ্ণ দাস শাস্তিও পান। এরপর এলাকা ছাড়েন কৃষ্ণ দাস। তবে বিগত ৬ মাস পর নিজের বাবার শ্রাদ্ধ করতে তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। তবে পুরনো বিবাদের জেরে শ্রাদ্ধ ভঙ্গ করে দুস্কৃতীরা। দুস্কৃতীরা হরিপুর সংলগ্ন এলাকায় কৃষ্ণ দাসের বাড়িতে চড়াও হয়ে ভাঙচুর চালায়, পাথর মারার মত ঘটনাও ঘটায়। সেই সময় বাড়িতে কৃষ্ণ দাস ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তার মা, দুই ছোট বোন, ছোট ছোট বাচ্চা সহ আরও আত্মীয়-স্বজন। দুস্কৃতীরা ভাঙচুর চালিয়ে চলে যাওয়ার পর আতঙ্কিত হয়ে পড়েন পরিবারের লোকজন। ছুটে আসে পাড়া-প্রতিবেশীরা। এই বিষয়ে কৃষ্ণ দাস দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে নিউ জলপাইগুড়ি থানায় সাথে সাথে অভিযোগ দায়ের করেন। দুস্কৃতীদের নাম গোবিন্দ বিশ্বাস, মনি বিশ্বাস, পিংকি বর্মন, গোপাল বর্মন। কৃষ্ণ দাস অভিযোগ করেন দুস্কৃতীরা তাকে প্রাণে মারার হুমকি দেয়। তিনি জানান তার পরিবার এই মুহূর্তে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। অবিলম্বে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি করেছেন তিনি। পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ।

পথ প্রাণীদের জন্য বাইক অ্যাম্বুল্যান্স

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৯ জানুয়ারি ঃ পথের অবলা প্রাণীদের চিকিৎসা দিতে চালু হল বাইক অ্যাম্বুল্যান্স। রাজ্যের মধ্যে প্রথম ফালাকাটায় পশুদের চিকিৎসার জন্য চালু হল বাইক অ্যাম্বুল্যান্স। পিপল ফর অ্যানিমালের ফালাকাটা ইউনিটের পক্ষ থেকে এই পরিষেবা চালু করা হয়। ফালাকাটা ব্লক প্রশাসন, পুরসভা-সহ শহরের আরও বেশ কিছু ক্লাব, পশুপ্রেমীদের আর্থিক সাহায্যে একেবারে অত্যাধুনিক এই অ্যাম্বুল্যান্স চালু করা হল। রবিবার এই অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবার উদ্বোধন করা হয়। এদিনের ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ফালাকাটার বিডিও সুপ্রতীক মজুমদার, ফালাকাটা পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরী সহ অনেকেই। পিএফএ'র ফালাকাটা ইউনিটের সভাপতি শুভদীপ নাগ বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই রাস্তার পশু-পাখি নিয়ে কাজ করছি। কিন্তু আহত, অসুস্থ পশুপাখিদের চিকিৎসা পরিষেবা দিতে গিয়ে নানা সমস্যার সন্মুখীন হয়েছি। তবে পদ্মশ্রী করিমুল হকের অ্যাম্বুল্যান্স দেখার পরেই পথ পশুদের জন্য এমন অ্যাম্বুল্যান্স চালু করার চিন্তাভাবনা করি। এক বছর ধরে ফালাকাটা ব্লক প্রশাসন, পুরসভা, একাধিক সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্যে অবশেষে অ্যাম্বুল্যান্স তৈরি করতে পেরেছি। একেবারে বিনামূল্যে পথ পশু, পাখিদের আমরা ২৪ ঘন্টা শুশ্রূষা করার পরিষেবা দেব।

RADHANAGAR GRAM PANCHAYAT
Under JANGIPARA Block
P.O.: JAGALGORI, Dist.-HOOGHLY
(1) Notice Inviting Tender No. 74/15th FC/2023
Tender ID: 2023_ZPHD_459316 Date: 27.01.2023
The Pradhan, Radhanagar Gram Panchayat invites e-Tender on behalf of Radhanagar Gram Panchayat for total 1 (One) No. of works. Fund: 15th FC Untied. Time of completion: 60 Days. Date of Start of downloading the documents etc. **from28/01/2023 at 10.30 AM upto 13/02/2023 at 1.00PM.** Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid on **14/02/2023 at 2.00PM.** Date of Opening of Technical Bid on **16/02/2023 at 2.00 PM.** For more details please visit website **https://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Radhanagar Gram Panchayat
Under Jangipara Block

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের রাজা জকোভিচ

মেলবোর্ন, ২৯ জানুয়ারি ঃ ফের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের রাজা নোভাক জকোভিচ। রবিবার রড লেভার অ্যারেনায় তিনি এই নিয়ে দশমবার সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ন হলেন। ফাইনালে এবার তিনি পরাস্ত করলেন স্তেফানোস সিটসিপাসকে। খেলার ফল ৬-৩, ৭-৬ (৭-৪), ৭-৬ (৭-৫)। এটি সার্বিয়ান কিংবদন্তি জোকারের ২২তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাব, স্পর্শ করলেন রাফায়েল নাদালের বিশ্বরেকর্ড। করোনা ভ্যাকসিন না নেওয়ায় মেলবোর্নে পৌঁছেও অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে নামা হয়নি। প্রথমে আটক হন। আইনি লড়াইয়ের পর অস্ট্রেলিয়া ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু এবার তিনি ফের খেতাব ঘরে তুললেন। ২০০৮ সালে তিনি প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন সিঙ্গলস খেতাব জিতেছিলেন। এরপর জেতেন ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৯, ২০২০, ২০২১ এবং এবারের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে। জকোভিচের ২২টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাবের মধ্যে ১০টিই অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে, ফরাসি ওপেন জিতেছেন ২ বার (২০১৬ ও ২০২১), উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ৭ বার (২০১১, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৮, ২০১৯, ২০২১ ও ২০২২) এবং তিনবার ইউএস ওপেন খেতাব জিতেছেন (২০১১, ২০১৫ ও ২০১৮)। এবারের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে জকোভিচ ছিলেন চতুর্থ বাছাই। সিটসিপাস তৃতীয় বাছাই। প্রথম সেট নাদাল জেতেন ৬-৩ ব্যবধানে। দ্বিতীয় সেট কার দখলে যাবে তা নির্ধারিত হয় টাইব্রেকারে। সেটিও ৭-৬ (৭-৪) ব্যবধানে জিতে নেন জকোভিচ। তৃতীয় সেটের ফয়সালাও হয় টাইব্রেকারে। একটা সময় জকোভিচ ৫-০ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছিলেন। যদিও ঘুরে দাঁড়ান সিটসিপাস। জকোভিচ ফের এগিয়ে যান ৬-৩ এ। যদিও মরিয়া সিটসিপাস ফের প্রত্যাঘাত করেন। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। শেষ অবধি টাইব্রেকার ৭-৫ ব্যবধানে জেতেন জকোভিচ। তৃতীয় সেট তাঁর দখলেই থাকে ৭-৬ ব্যবধানে জয়ের সুবাদে। এদিন পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনাল চলল ২ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ধরে। জকোভিচ এদিন মোট গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের নিরিখে নাদালকে স্পর্শ করার তাঁর আরেক কীর্তিও স্পর্শ করলেন। বিশ্বের দ্বিতীয় টেনিস তারকা হিসেবে জকোভিচ কোনও একটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ১০ বার জিতলেন। ১০ বা তার বেশিবার কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতার রেকর্ডটিও নাদালই প্রথম গড়েন। তিনি ১৪ বার ফরাসি ওপেন খেতাব জিতেছেন। মেলবোর্ন পার্কে তিনি টানা ২৮টি ম্যাচ জিতলেন। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন খেতাব জেতার দৌলতে জকোভিচ ফের বিশ্বের ১ নম্বর টেনিস তারকা হতে চলেছেন। সোমবার যে তালিকা প্রকাশিত হবে তাতেই র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে যাবেন জোকার। হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাওয়ার পর থেকেই তা জয় করে একের পর এক ম্যাচে প্রতিপক্ষদের উড়িয়ে দিলেন জকোভিচ। সিটসিপাস চেষ্টা করেও শেষরক্ষা করতে পারেননি। গায়ের জ্যাকেটটা যেন আগে থেকে বানানো ছিল। ম্যাচ জিততেই নোভাক জকোভিচ যেই জ্যাকেটটা গায়ে তুললেন সেটির বুকের ডান দিকে লেখা ছিল ২২। অর্থাৎ ২২তম গ্র্যান্ড স্লাম যে জিতলেন সেটাই বোঝাতে চাইলেন নোভাক জকোভিচ। নোভাক জকোভিচ ট্রফি হাতে তুলেই স্তেফানোস সিটসিপাসকে ধন্যবাদ জানালেন সার্বিয়ার নোভাক জকোভিচ। শুধু সিটসিপাস নয়, সিটসিপাসের গোটা টিমকেই শুভেচ্ছা জানালেন জকোভিচ। এরপরে নতুন প্রজন্মকে বড় স্বপ্ন দেখতে বললেন নোভাক জকোভিচ। তিনি বলেন, তোমরা যারা টেনিস তারকা হতে চাও তারা বড় স্বপ্ন দেখো। দেখবে একদিন সেই স্বপ্ন সফল হবেই, সেটা সফল তোমরাই করতে পারবে। ২৪ বছর বয়সী সিটসিপাস হলেন দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠ পুরুষ খেলোয়াড় যিনি অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে উঠেছিলেন। এর আগে, ২০১১ সালে ২৩ বছর বয়সে জকোভিচ ফাইনালে পৌঁছেছিলেন। জকোভিচ এবং সিটসিপাসের মধ্যে এই শিরোপা দখলের লড়াই জিতে এটিপি র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে

পৌঁছে গেলেন নোভাক জকোভিচ। এদিন শিরোপা জিতে নোভাক আরও বলেন, এ বছরের অস্ট্রেলিয়া ওপেন আমার কাছে সব থেকে বেশি চ্যালেঞ্জিং হয়েছিল। গত বছরের খেলতে পারিনি। পরিস্থিতির বিচারে এটা আমার জীবনে অন্যতম বড় জয় ছিল। কারণ গত কয়েকটা সপ্তাহ কেমন গেছে সেটা আমি আর আমার টিমই জানেন। আশা করি পরের বছরে আমাদের আবার দেখা হবে। এই শিরোপা জিতে ২২তম গ্র্যান্ড স্লাম শিরোপা জিতলে জকোভিচ। এর আগে, তিনি নয়টি অস্ট্রেলিয়ান ওপেন, দুটি ফ্রেঞ্চ ওপেন, সাতটি উইম্বলডন এবং তিনটি ইউএস ওপেন সহ মোট ২১টি গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছিলেন। সবচেয়ে বেশি গ্র্যান্ড স্লাম জেতার ক্ষেত্রে জকোভিচের চেয়ে এগিয়ে আছেন একমাত্র রাফায়েল নাদাল। নাদালেরও ২২টি গ্র্যান্ড স্লাম শিরোপা রয়েছে। একই সময়ে ২০টি গ্র্যান্ড স্লাম নিয়ে তিন নম্বরে রয়েছেন রজার ফেদেরার। এই ম্যাচের আগে জকোভিচের বর্তমান এটিপি র‍্যাঙ্কিং ছিল পাঁচ, সিটসিপাস ছিলেন চার নম্বরে ছিলেন। দু'জন এর আগে পর্যন্ত এখনও পর্যন্ত ১২ বার মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং জকোভিচ সিটসিপাসের বিরুদ্ধে ৮৩ শতাংশ জয় পেয়েছেন। অর্থাৎ, ১২টি ম্যাচের মধ্যে ১০টি ম্যাচ জিতেছিলেন জকোভিচ, আর দুটিতে জিতেছেন সিটসিপাস। দু'জন এই ম্যাচের আগে পাঁচটি পৃথক শিরোপা ম্যাচে একে অপরের মুখোমুখি হয়েছেন, সবকটিতেই জয়ী হয়েছেন জকোভিচ।

বিশ্বজয়ী শেফালিদের ৫ কোটি ঘোষনা বিসিসিআই সচিবের

মুম্বই, ২৯ জানুয়ারি ঃ জুনিয়র ও সিনিয়র পর্যায়ে ভারতের ছেলেদের ক্রিকেট দল ইতিমধ্যেই ৮টি বিশ্বকাপ এনে দিয়েছে দেশকে। তবে মেয়েদের ক্রিকেটে এতদিন ট্রফির দেখা পায়নি ভারত। একাধিকবার ফাইনালে উঠেও হার মানতে হয় ভারতের মেয়েদের। অবশেষে মেয়েদের ক্রিকেটে ট্রফি খরা কাটল ভারতের। ইংল্যান্ডকে হারিয়ে উদ্বোধনী অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপের ট্রফি ঘরে তুলল ভারত। পোচেস্ট্রুমে ফাইনাল ম্যাচে ইংল্যান্ডের ময়েদের একতরফাভাবে দুরমুশ করেন শেফালি বর্মারা। ইংল্যান্ডকে শুরুতে ব্যাট করতে পাঠিয়ে মাত্র ৬৮ রান অল-আউট করে দেয় ভারত। জবাবে ব্যাট করতে নেমে শেফালিরা ১৪ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ৬৯ রান তুলে নেন এবং বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়ে মাঠ ছাড়েন। এমন একটা বছরে ভারত মেয়েদের ক্রিকেটে প্রথম বিশ্বকাপ জেতে, যে বছর প্রথমবার পূর্ণ অবয়বে মেয়েদের আইপিএল আত্মপ্রকাশ করছে। সুতরাং, মেয়েদের ক্রিকেটের নবজাগরণ শুরু বলা চলে। শেফালিদের বিশ্বকাপ জয়কে কুর্নিশ জানাতে দেরি করেনি বিসিসিআই। তাঁরা মোটা অঙ্কের আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করে ভারতীয় ক্রিকেট দলের জন্য। ভারত বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার ঠিক পরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বিসিসিআই সচিব জয় শাহ জানিয়ে দেন যে, বিশ্বজয় করা ভারতীয় দলের ক্রিকেটার ও সাপোর্ট স্টাফদের মোট ৫ কোটি টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

কঠোর অনুশীলন

সিডনি, ২৯ জানুয়ারি ঃ অঘটন না ঘটলে অস্ট্রেলিয়ার ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলা আটকাবে না। খেতাবি লড়াইয়ে ভারতের বিরুদ্ধে মাঠে নামার সম্ভাবনা প্রবল অজিদের। তার আগে ভারতের মাটিতে ভারতের বিরুদ্ধেই ৪ টেস্টের সিরিজ খেলতে নামবেন প্যাট কামিন্সরা। এই সিরিজেই নিশ্চিত হয়ে যাবে, কোন ২টি দল শেষমেশ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খলবে। সুতরাং, ২টি দিক দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারত সফরের এই সিরিজ বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে। প্রথমত, কোনওরকম সংশয় না রেখে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠা নিশ্চিত করা। দ্বিতীয়ত, ভারতের বিরুদ্ধেই যদি খেতাবি ম্যাচে মাঠে নামতে হয়, তবে তার স্টেজ রিহার্সালে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নেওয়া। অবশ্য এর বাইরে টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থান খোয়ানোর আশঙ্কাও রয়েছে অজিদের। কেননা, চার ম্যাচের সিরিজে অস্ট্রেলিয়া ভরাডুবির মুখে পড়লে তাদের টপকে এক নম্বর টেস্ট দলে পরিণত হবে টিম ইন্ডিয়া। স্বাভাবিকভাবেই এমন মহাগুরুত্বপূর্ণ সিরিজের প্রস্তুতিতে কোনও রকম খামতি রাখতে চান না অজি তারকারা। অস্ট্রেলিয়া ইতিমধ্যেই ভারত সফরের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে নিজেদের দেশেই। ভারতে উড়ে আসার আগে সিডনিতে সংক্ষিপ্ত প্রস্তুতি শিবিরে যোগ দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটাররা। অস্ট্রেলিয়া ভারত সফরকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে, সেটা বোঝা যায় প্রস্তুতি শিবিরে চোখে পড়া কয়েকটি বিষয়েই। প্রথমত, স্টার্ক আঙুলে মোটা টেপ লাগিয়েও বল করছেন নেটে। তাছাড়া ভারতের মতো চটা ওঠা পিচে প্র্যাক্টিস সারতে দেখা যাচ্ছে অজি তারকাদের। ভারতে যে রকম শুকনো পিচে টেস্ট ম্যাচ আয়োজিত হয়, হুবহু তেমনই বাইশগজ তৈরি করে অনুশীলন সারছেন অজি তারকারা। পিটার হ্যান্ডসকম্বকে উইকেটকিপিংয়ের অনুশীলন করতেও দেখা যায় সিডনির ক্যাম্পে।

রোহিতের অসন্তোষকে সমর্থন জানালেন অশ্বিন

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি ঃ রোহিত শর্মার হয়ে ব্যাট ধরলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ভারত অধিনায়কের অসন্তোষকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে খেলা সম্প্রচারকারী টিভি চ্যানেলকে আরও দায়িত্বশীল হওয়ার পরামর্শও দিলেন। বিশেষ করে কোনও তথ্য জনসমক্ষে আনার ক্ষেত্রে। বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রোহিত শর্মা ওডিআই শতরানের খরা কাটানোর বিষয়টি। ইন্দোরে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় একদিনের আন্তর্জাতিকে ৩০তম ওডিআই শতরানটি পেয়েছেন রোহিত শর্মা। ৯টি চার ও ৬টি ছয়ের সাহায্যে হিটম্যান করেন ৮৫ বলে ১০১ রান। এর আগে তিনি শেষ ওডিআই সেঞ্চুরিটি করেছিলেন ২০২০ সালের ১৯ জানুয়ারি। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১২৮ বলে ১১৯ রান করেছিলেন। এরপর ১৬টি ইনিংসে শতরান আসেনি। যদিও তার মধ্যে ২০২২ সালে আমেদাবাদে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৬০, ওভালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অপরাজিত ৭৬, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপরাজিত ৫১ এবং চলতি বছর শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ৮৩ ও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫১ রান করেন। ইন্দোর ম্যাচের পর সাংবাদিক বৈঠকে সম্প্রচারকারী সংস্থার তথ্য পরিবেশন নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে রোহিত যা বলেছিলেন তাতে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তিনি বলেন, জনসাধারণের কাছে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে সম্প্রচারকারী সংস্থার আরও দায়িত্বশীল হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা রোহিত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। এই ধরণের ধারণা জনমত গঠনে বড় ভূমিকা নেয়। দীর্ঘ সময় ধরে বলা হচ্ছিল, বিরাট কোহলি চার বছর ধরে শতরান পাচ্ছেন না। কিন্তু যদি খুঁটিয়ে দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে ৪ বছরের মধ্যে ৮ মাসই করোনা অতিমারীর কারণে খেলা থমকে ছিল। এরপর তিনি ব্রেকও নিয়েছিলেন। অশ্বিনের কথায়, লাগাতার বলা হয় ৩ বছরের গ্যাপ, ৪ বছরের গ্যাপ। ফ্যান, নির্বাচক বা এই সিস্টেমের সঙ্গে জড়িত সকলে আসল তথ্য জানেন। কিন্তু জনসাধারণের আপাতদৃষ্টিতে এই ধরনের তথ্য দেখে মনে হতেই পারে, সত্যিই তো এতদিন রান পাননি। নতুনরা রান পাচ্ছেন। ফলে ওই ক্রিকেটারকে বাদ দেওয়া হোক। সে কারণেই রোহিত সম্প্রচারকারী সংস্থাকে আরও দায়িত্বশীল হতে বলেছেন। ইউটিউব শোতে অশ্বিন বলেন, ২০১৯ সালের বিশ্বকাপে রোহিত একের পর এক শতরান পেয়েছেন। তিনি বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটার হন। গত ১০-১৫ বছরে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে রোহিত কোনও প্রশ্ন তোলার অবকাশই রাখেননি তাঁর পারফরম্যান্স নিয়ে। রোহিত শর্মা নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধেই ৩৮ বলে ৩৪ রান করেছিলেন। প্রতিপক্ষ বোলারদের সামলে সতীর্থ ক্রিকেটারের উপর থেকে চাপ কমানোর চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তারপরও বলা হলো রোহিত আবারও ব্যর্থ! এই নিয়ে শোতে আলোচনাও হলো। যা রীতিমতো অবাক করার মতো। উল্লেখ্য, রোহিত কিউয়িদের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে খেলছেন না। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন। নাগপুরে ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে প্রথম টেস্ট।

মেন্টরের ভূমিকায় ঝুলন ও মিতালি

মুম্বই, ২৯ জানুয়ারি ঃ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানালেও, বাইশ গজকে একেবারে বিদায় জানাতে পারলেন না মিতালি রাজ ও ঝুলন গোস্বামী। চলতি বছর শুরু হচ্ছে উইমেন্স ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ। এবার সেই প্রতিযোগিতার দুটি দলে, ভারতের মহিলা ক্রিকেটের দুই কিংবদন্তিকে দেখা যাবে মেন্টরের ভূমিকায়। অর্থাৎ মিতালি ও ঝুলনকে নতুন ভূমিকায় দেখা শুধু সময়ের অপেক্ষা। এই বিষয়ে দিল্লি ক্যাপিটালসের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, মহিলা আইপিএল-এ আমাদের দলে ঝুলনকে বোলিং কোচ হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছি। আশাকরি ঝুলন আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করবে। ডব্লিউ ভি রামনকে দেওয়া হয়েছে হেড কোচের প্রস্তাব। এই প্রস্তাবে রাজি হলে সৌরভ ও ঝুলনকে এক দলের দায়িত্বে দেখা যেতে পারে। যদিও একাধিক ক্রিকেট পন্ডিতদের মতে, ঝুলনের কাছে আরও কয়েকটি দলের প্রস্তাব রয়েছে। ফলে তিনি যে সব দিক বিচার করেই সিদ্ধান্ত নেবেন সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। গুজরাত জায়ান্টসের মেন্টর এবং পরামর্শদাতার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মিতালিকে। গুজরাত ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক আদানি এন্টারপ্রাইজের ডিরেক্টর প্রণব আদানি, ভারতের প্রাক্তন অধিনায়কের যোগ দেওয়ার কথা নিশ্চিত করেন, নতুন প্রজন্মের কাছে মিতালি রাজ রোল মডেল। আর আমাদের দলে এমন একজন ক্রিকেটারকে মেন্টর হিসেবে পেয়ে আমরা অত্যন্ত খুশি। আমাদের বিশ্বাস, মিতালির মতো কিংবদন্তিরা এই ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির সঙ্গে যুক্ত হলে, উঠতি খেলোয়াড়রা আরও বেশি করে উৎসাহ পাবে। আগামি ৪ মার্চ থেকে শুরু উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের প্রথম মরশুম। এবারের মহিলা আইপিএলে খেলবে পাঁচটি দল। এরমধ্যে আবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, দিল্লি ক্যাপিটালস, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের মতো আইপিএল টিম মহিলা দলের মালিকানা নিয়েছে।

মহিলা লিগের নিলাম অনুষ্ঠান ফেব্রুয়ারি মাসে

মুম্বই, ২৯ জানুয়ারি ঃ মহিলা প্রিমিয়ার লিগের উদ্বোধনী মরশুমের জন্য খেলোয়াড়দের নিলাম ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হতে পারে। মিডিয়া রিপোর্ট অনুসারে, ১০ এবং ১১ ফেব্রুয়ারি মুম্বই-এর একটি হোটেলে এই নিলামের আসর বসতে চলেছে। সূত্রের খবর এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রায় নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এই নিলামে ৫টি ফ্র্যাঞ্চাইজি তাদের নিজ নিজ স্কোয়াড বেছে নেবে। সম্প্রতি ডব্লুপিএল-এর দলের জন্য নিলাম করা হয়েছিল। প্রথম আসরে ৫টি দল খেলবে। এমন পরিস্থিতিতে এই ৫টি ফ্র্যাঞ্চাইজি কিনতে ১৭টি কোম্পানির মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়েছিল। এখানে আইপিএল-এর মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর এবং দিল্লি ক্যাপিটালস একটি করে দল পেয়েছে। বাকি দুটি দলকে কিনেছে আদানি স্পোর্টসলাইন প্রাইভেট লিমিটেড এবং ক্যাপ্রি গ্লোবাল হোল্ডিং প্রাইভেট লিমিটেড। এই পাঁচটি দল মোট ৪৬৭০ কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছিল। দলগুলোর নিলাম শেষে এখন শুরু হয়েছে খেলোয়াড়দের নিলামের প্রস্তুতি। এখন পর্যন্ত প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজির কাছে খেলোয়াড় কিনতে ১২ কোটি টাকা করে থাকবে। প্রতিটি দল ১৫ থেকে ১৮ জন খেলোয়াড়কে কিনতে পারবে। এর মধ্যে ৭ জন খেলোয়াড় বিদেশী থাকতে পারেন। প্লেয়িং ১১-এ ৫ জন বিদেশি খেলোয়াড় খেলতে পারবেন, যার মধ্যে একজনকে সহযোগী দেশের হতে হবে। আন ক্যাপড প্লেয়ারদের জন্য ১০ এবং ২০ লক্ষ টাকার বেস প্রাইসের একটি বিভাগ রয়েছে এবং ক্যাপড প্লেয়ারদের জন্য ৩০, ৪০ এবং ৫০ লক্ষ টাকার বেস প্রাইসের একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে। মহিলা আইপিএলের প্রথম মরশুমটি ৫ থেকে ২৩ মার্চ খেলা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আইপিএল শুরুর ঠিক আগে ডব্লুপিএল ফাইনাল আয়োজনের সম্ভাবনা রয়েছে। এমন অবস্থায় খেলোয়াড়দের নিলামের জন্য নিবন্ধন থেকে শুরু করে দলের নাম, জার্সিসহ আরও অনেক বিষয় এখনও সামনে আসেনি। সময়ের স্বল্পতার পরিপ্রেক্ষিতে ফেব্রুয়ারি মাসটি ডব্লুপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি এবং বিসিসিআই-এর জন্য খুব ব্যস্ত হতে চলেছে।

ভারত সফর নিয়ে সতর্কবার্তা চ্যাপেলের

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি ঃ ভারত-অস্ট্রেলিয়া চার টেস্টের বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি শুরু হচ্ছে নাগপুরে ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে। অস্ট্রেলিয়া এই মুহূর্তে বিশ্বের ১ নম্বর টেস্ট দল। ফাইনাল ফ্রন্টিয়ারে ভারতে টেস্ট সিরিজ জিততে মুখিয়ে অজিরা। ইয়ান চ্যাপেল সিরিজ শুরুর আগে ভারতের জন্য দিলেন সাফল্যের চাবিকাঠি। দুই ক্রিকেটারকে সামলে নিতে পারলেই ভারতই এগিয়ে থাকবে বলে আশাবাদী তিনি। ইয়ান চ্যাপেল ইএসপিএন ক্রিকইনফোয় লিখেছেন, অস্ট্রেলিয়ার আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর পক্ষে রয়েছে ব্যাটিং লাইন আপ, ভারসাম্যযুক্ত পেস অ্যাটাক, স্যুইং করাতে পারেন বোলাররা। সফল স্পিনারও রয়েছেন। আবার ভারতের মাটিতে সিরিজ জেতাটা এভারেস্ট জয়ের মতো। কেন না, দেশের মাটিতে শক্তিশালী ভারতকে হারানো কার্যত দুঃসাধ্য বিষয়। ২০১২ সালে ইংল্যান্ডের কাছে টেস্ট সিরিজ হারার পর দেশের মাটিতে টেস্ট সিরিজে ভারত অপরাজেয় থেকেছে। অস্ট্রেলিয়া নিজেদের দেশে অসাধারণ পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছে। তাতে তাদের আত্মবিশ্বাস যেমন বেড়েছে, তেমনই মনোবল বাড়ানোর পক্ষে আরেকটি বিষয় ঋষভ পন্থের না থাকা। পন্থকে এই সিরিজে সকলে মিস করলেও তা অস্ট্রেলিয়াকে অনেক সুবিধা দেবে বলেই ধারণা চ্যাপেলের। ভারতের পিচে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটাররা কেমন খেলেন সেদিকেও তাকিয়ে চ্যাপেল। স্টিভ স্মিথ ভারতে সফল। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার যে টেস্ট ব্যাটাররা দেশের মাটিতে সফল তাঁরাই এবার ভারতের পিচে নিজেদের দক্ষতার প্রমাণ দিতে চলেছেন। স্টিভ স্মিথ ছাড়া অস্ট্রেলিয়া দলের কারও ভারতের মাটিতে ব্যাটিং গড় ৩০-এর উপরে নেই। রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও রবীন্দ্র জাদেজা জুটি অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটারদের শক্ত চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলবে বলেই মনে করছেন চ্যাপেল। একইভাবে অস্ট্রেলিয়ার স্পিন বিভাগে ভারতে সফল হয়েছেন নাথান লিয়ঁ। উপমহাদেশেও তাঁর পারফরম্যান্স উন্নততর হয়েছে। কিন্তু তাঁর বাকি দুই সঙ্গী অ্যাস্টন অ্যাগার ও মিচেল সোয়েপসনের দক্ষতা ভারতীয় পিচে ততটা পরীক্ষিত নয়। অস্ট্রেলিয়ার তিন পেসার প্যাট কামিন্স, জশ হ্যাজলউড ও মিচেল স্টার্ককে ভারতে সাফল্য পেতে পুরানো বলে আরও ভালো বল করতে হবে বলেও সতর্ক করে দেন চ্যাপেল। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সাফল্য পেতে ভারতকে কোন কোন বিষয়ে জোর দিতে হবে সে বিষয়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন ইয়ান চ্যাপেল। তার মধ্যে প্রথমেই রয়েছে ঋষভ পন্থের পরিবর্ত বেছে নেওয়া। পন্থ না থাকার প্রভাব রান তোলার গতিতে পড়বে বলে মনে করেন তিনি। পন্থের আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের প্রশংসা করে চ্যাপেল লিখেছেন, পন্থ যেভাবে বোলারদের শাসন করতে চান সেক্ষেত্রে তাঁর সঠিক বিকল্প কেউই হতে পারেন না। পন্থ না থাকায় ভারতকে ভরসা করতে হবে টপ অর্ডারের ব্যাটারদের উপর। শুধু পারফর্ম করলেই হবে না, ভালো স্ট্রাইক রেট বজায় রেখে রান তুলতে হবে। চ্যাপেলের পরামর্শ, রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি ও চেতেশ্বর পূজারাকে মানসিকভাবে এগিয়ে থাকতে হবে নাথান লিয়ঁর চেয়ে। যদি লিয়ঁ প্রত্যাশিত রেটে উইকেট তুলতে না পারেন তখন অস্ট্রেলিয়াকে পেসারদের উপরই নির্ভরশীল হতে হবে। সেই সঙ্গে ভারতীয় বোলারদেরও স্টিভ স্মিথকে শান্ত রাখার কৌশল বের করতে হবে। এই দুটো কাজে ভারত সফল হলেই ম্যাচ জেতা সহজ হয়ে যাবে। দুই শক্তিশালী দলের লড়াই বলে আসন্ন টেস্ট সিরিজ উপভোগ্য হবে, ক্রিকেটাররা নিজেদের সেরাটা মেলে ধরবেন বলেও আশাপ্রকাশ করেছেন চ্যাপেল।

কোয়ার্টারের আগে বদল বঙ্গ ব্রিগেডের ব্যাটিংয়ে

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি ঃ ওড়িশার বিরুদ্ধে হেরেও গ্রুপ শীর্ষে থেকে রঞ্জি ট্রফির নকআউটে জায়গা করে নিয়েছে বাংলা। কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলার সামনে ঝাড়খন্ড। ম্যাচটি হবে ইডেনে। আর এই ম্যাচের জন্য দল ঘোষণা করল সিএবি। করণ লালের পরিবর্তে দলে সুযোগ পেয়েছেন কাজি জুনাইদ সাফি। তরুণ ওপেনার। অনূর্ধ্ব-২৫ বাংলা দলের সদস্য। ঝাড়খন্ডের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালে নামার আগে তাঁর উপরেই ভরসা রাখলেন বাংলার নির্বাচকরা। একের পর এক ম্যাচে বাংলার ওপেনিং জুটি ব্যর্থ। অভিমন্যু ঈশ্বরন ধারাবাহিকভাবে রান করে গেলেও তাঁর সঙ্গী ওপেনাররা কেউই রান করতে পারেননি। বারংবার বদলাতে হয়েছে ওপেনিং জুটি। কখনও নেওয়া হয়েছে অভিষেক দাসকে। আবার কখনও কৌশিক ঘোষকে। শেষ পর্যন্ত অলরাউন্ডার করণ লালকেও পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। কোনও ব্যাটারই ওপেনার হিসেবে রান করতে পারেননি। গ্রুপ ম্যাচের পুরো সময় ধরে বাংলা খুঁজে বেড়িয়েছে অভিমন্যুর সহযোগীকে। ৩১ জানুয়ারি ইডেনে ঝাড়খন্ডের বিরুদ্ধে রঞ্জি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ খেলতে নামবে বাংলা। ধোনির রাজ্যের বিরুদ্ধে নক আউটে নামার আগে বাংলার দল ঘোষণা করা হল। সেই দলে জায়গা দেওয়া হয়েছে কাজি জুনাইদ সফিকে। গ্রুপ ম্যাচের সাতটির মধ্যে একটিতেও জায়গা পাননি এই অলরাউন্ডার। তবে সেমিফাইনালে পৌঁছতে বাংলার তুরুপের তাস হতে চলেছেন সইফি। ওপেনিং জুটির সমস্যা কাটাতে এটাই শেষ পথ লক্ষ্মীরতনের কাছে। তিনি খেলবেন বলেও দলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। বাংলার হয়ে কয়েক বছর আগে অভিষেক হয় এই অলরাউন্ডারের। দুটি ম্যাচ খেলার পরে বাদ পড়েন দল থেকে। প্রথমদিকে সেই ভাবে নজর কাড়তে পারেননি তিনি। তবে শেষ মরশুম থেকে ফর্মে রয়েছেন তিনি। সিকে নাইডু ট্রফিতে সেঞ্চুরি-সহ প্রায় প্রত্যেকটি ম্যাচেই রান করেছেন। তবে সব ম্যাচে ওপেনার হিসাবে নয়, বিভিন্ন জায়গায় নেমেছেন তিনি। ১৭ নম্বর ক্রিকেটার হিসেবে স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন পেসার দুর্গেশ দুবে। বাংলার সম্ভাব্য প্রথম একাদশ প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছে বলে সিএবি সূত্রে খবর। ওপেনিংয়ে অভিমুন্য ঈশ্বরন সঙ্গে কাজি। তিন নম্বরে সুদীপ ঘরামি। চারে অনুষ্টুপ মজুমদার। পাঁচ নম্বরে অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি। ছয় নম্বরে নামবেন দলে ফিরে আসা শাহবাজ আহমেদ। সাত নম্বরে উইকেটকিপার অভিষেক পোড়েল। ম্যাচে তিনজন জোরে বোলার খেলানো হবে বলে সূত্রের খবর। ইশান পোড়েল, আকাশ দীপের সঙ্গী হবেন প্রীতম চক্রবর্তী। চতুর্থ জোরে বোলার ও অলরাউন্ডার হিসেবে খেলবেন ওড়িশা ম্যাচে অভিষেক ঘটানো আকাশ ঘটক। দল থেকে বাদ পড়বেন শুভঙ্কর বল। ইডেনের উইকেটে ঘাস থাকার কারণে তিনজন জোরে বোলার খেলাতে চাইছে বাংলার টিম ম্যানেজমেন্ট। তবে চূড়ান্ত দল নির্বাচন করা হবে ম্যাচের দিন সকালে উইকেটের চরিত্র দেখে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি শুরু হয়েছে ভারত-নিউজিল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। সিরিজের দলে থাকার জন্য বাংলা পাচ্ছে না মুকেশ কুমারকে। অন্যদিকে একদিনের সিরিজ শেষ হওয়ায় বাংলার দলে ফিরে এসেছেন অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ। চোট অনেকটা কম হওয়ায় খেলবেন অনুষ্টুপ মজুমদার।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪ লেনিন সরনী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন, কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India Press 74, Lenin Sarani, Kolkata-700013,
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com whats App-9874301615